চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com
কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 196 Friday, 16 June, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ১৯৬ সংখ্যা ❋ ৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০, শুক্রবার, ১৬ জুন, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলছেন, ''এটি সম্ভবত সারা দেশের নিয়ম-কানুনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সিদ্ধান্ত হল কি না, তা খতিয়ে দেখা দরকার।'' ...বিস্তারিত পাতা ৩

পুরসভা হাতছাড়া হওয়ার উপক্রম জোড়াফুল শিবিরের। কেননা মুর্শিদাবাদ পুরসভার তৃণমূল চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে। ...বিস্তারিত পাতা ৫

বৃহস্পতিবার ভরদুপুরে বিধ্বংসী অগ্নিকান্ড রাজধানীতে। নয়াদিল্লির মুখার্জীনগরের বহুতল আবাসনের একটি কোচিং সেন্টারে ভয়াবহ আগুন লাগে। ...বিস্তারিত পাতা ৬

এশিয়া কাপের আগে ভারতীয় দলে বড় সুখবর। চোট সারিয়ে এশিয়া কাপে ফিরতে পারেন জসপ্রীত বুমরা ও শ্রেয়স আইয়ার। ...বিস্তারিত পাতা ৮

ডিভিশন বেঞ্চের রায়

'পুরনিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত সিবিআই ছাড়া সম্ভব নয়'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জুনঃ পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ফের ধাক্কা রাজ্যের। সিবিআই তদন্তের নির্দেশ বহাল রাখল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চও। বিচারপতি অমৃতা সিনহার সিঙ্গল বেঞ্চ সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল। তাঁর বক্তব্য ছিল, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি আর পুর নিয়োগ দুর্নীতির মধ্যে যোগ রয়েছে, তাই কেন্দ্রীয় সংস্থাকে দিয়েই তদন্ত করাতে হবে। একই পর্যবেক্ষণ ডিভিশন বেঞ্চেরও। রাজ্যের অধীন দুটো দফতরে একই ধরনের দুর্নীতি হয়েছে বলে মন্তব্য আদালতের। সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথী চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করেছিল রাজ্য। সেই মামলাতেই বৃহস্পতিবার রায় দিল হাইকোর্ট। অয়ন শীল গ্রেফতার হওয়ার পর প্রথম পুর নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসে। সেই মামলায় প্রথমে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। পরে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সেই মামলার বেঞ্চ বদল হয়। এরপর মামলা ওঠে বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে। তিনিও সিবিআই তদন্তের নির্দেশই বহাল রাখেন। এরপর ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় রাজ্য। সিবিআই কেন তদন্ত করবে? তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। পুরসভায় সিবিআই তল্লাশিতে অফিসারদের হেনস্থা করা হয়েছে বলেও দাবি করেছিলেন রাজ্যের তরফে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শুনানি শেষে বৃহস্পতিবার নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'পুরসভা ও শিক্ষা দফতর, রাজ্যের অধীন দুটি জায়গাতেই একই ধরনের দুর্নীতি যা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, কমন থ্রেট।' সিঙ্গল বেঞ্চের রায় যুক্তিযুক্ত ছিল বলেও উল্লেখ করেছে ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের পর্যবেক্ষণে এই দুর্নীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, এটা অস উপায়ে টাকা সংগ্রহের একটা উপায়। এর প্রভাব জনসাধারণের উপর পড়েছে। তাই সিবিআই ছাড়া অন্য কাউকে দিয়ে কোনও তদন্ত সম্ভব নয় বলে স্পষ্ট করে দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ। ডিভিশন বেঞ্চের বক্তব্য, দুই দুর্নীতিতে প্রভাবিত হয়েছেন একই ব্যক্তিরা। দুর্নীতির জন্য তরুণ প্রজন্মের মোহভঙ্গ হয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি রাজ্যের একাধিক পুরসভায় তল্লাশি চালিয়েছে সিবিআই। পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরে তল্লাশি চালিয়েও বহু নথি উদ্ধার করা হয়েছে।

কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ

রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জুনঃ রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট পরিচালনা করতে মোতায়েন করতে হবে কেন্দ্রীয় বাহিনী, রাজ্যের নির্বাচন কমিশনকে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে নির্দেশ দিল আদালত। আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এই নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আদালতের তরফ থেকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আদালত এদিন প্রশ্ন করে, কেন গত দু'দিনে যাবতীয় নির্দেশ দেওয়ার পরেও কমিশন সেটা মানল না, কেন নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছে, সেই প্রশ্ন তোলে আদালত। শুভেন্দু অধিকারীর করা নতুন জনস্বার্থ মামলার ভিত্তিতে এই নির্দেশ দিল কমিশন। আদালতের তরফ থেকে বলা হয়েছে, আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কোথায়, কত কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে, তা নিয়ে আলোচনা করে নির্দিষ্ট করবে কমিশন। আর সেই সিদ্ধান্ত নিয়েই ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে হবে, এই নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এ ছাড়াও পুলিশের উর্দি পরে ভোটে কাজ করছে সিভিক ভলেন্টিয়ার, একাধিক ক্ষেত্রে এই অভিযোগ আসার পরে আদালতে মামলা হয়। আর আদালতে সেই মামলার প্রেক্ষিতে আদালত জানিয়েছে, প্রত্যেকের আলাদা আলাদা করে আইডেন্টিটি কার্ড রাখতে হবে। তাঁদের আলাদা আলাদা পরিচয় রাখতে হবে। প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, ''রাজ্য নির্বাচন কমিশন কেন সময় নষ্ট করছে। কেন কমিশন ফ্রাস্টেশন ছড়াচ্ছ। আগে হাইকোর্টের নির্দেশ থাকার পরেও কমিশন পদক্ষেপ নিয়ে ঢিলেঢালা মনোভাব দেখায়।'' বিচারপতি আরও বলেন, ''আদালত বুঝতে চাইছে কমিশন চাইছেটা কী? নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারে না রাজ্য নির্বাচন কমিশন। হয় আদালতের নিরর্থক মেনে কাজ করুক কমিশন, না হলে নির্দেশে অসন্তুষ্ট হলে উচ্চতর আদালতে যাক। এভাবে চলতে পারে না। রাজ্যের পরিস্থিতি সবটা স্বাভাবিক তা নয়।'' প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ আরও বলে, ''আমি কমিশনকে উপদেশ দেওয়ার জন্য বসে নেই, যে আপনারা উচ্চ আদালতে যান। আপনাদের হাতে উচ্চ আদালতে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু আপনারা যদি আমাদের নির্দেশকে কার্যকর না করার মতো পরিস্থিতি তৈরি করেন, তাহলে আমরা নিশ্চুপ দর্শক হয়ে বসে থাকব না।'' প্রধান বিচারপতি বলেন, ''আমাদের প্রাথমিক মত আপনারা (নির্বাচন কমিশন) আমাদের নির্দেশকে কার্যকর না করার মতো পরিস্থিতি তৈরি করেছেন।'' অন্যদিকে, এদিনই পঞ্চায়েত রায়ের পুনর্বিবেচনা চেয়ে আবেদন জানায় রাজ্য। রায়ে রাজ্যের ৭ জেলাকে স্পর্শকাতর বলা হলেও ঠিক কোন কোন জেলা স্পর্শকাতর তা নিয়ে স্পষ্ট কোনও তথ্য নেই বলে জানায় রাজ্য। কমিশনের আইনজীবীকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ''স্পর্শকাতর এলাকার প্রশ্নে এখনও নির্দিষ্ট ভাবে মূল্যায়ণ করেনি কমিশন। তাই কমিশন এই তথ্য আদালতকে জানাচ্ছি।'' এদিন পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময়সীমা একদিন বাড়ানোর নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। তবে সবার জন্য সেই নির্দেশ বলব নয়। বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, 'শিক্ষাবন্ধু' প্রার্থীরা ১৬ জুন পর্যন্ত মনোনয়ন জমা দিতে পারবেন। শুধু তাঁরা নয়, ভলেন্টিয়ার প্রার্থীরাও ওই দিন পর্যন্ত মনোনয়ন জমা করতে পারবেন। পার্শ্ব শিক্ষকরা পঞ্চায়েত নির্বাচনে অংশ নিতে পারলে, 'শিক্ষাবন্ধু'রা পাবেন না কেন? এই প্রশ্ন তুলেই হাইকোর্টে মামলা হয়েছিল। এই মামলার শুনানিতে নির্বাচন কমিশন জানায়, তাদের কোনও আপত্তি নেই। বুধবারই হাইকোর্ট জানিয়ে দিয়েছিল, পঞ্চায়েত ভোটে অংশ নিতে পারবেন 'শিক্ষাবন্ধু'রাও। কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রশ্নেও আদালতকে নতুন তথ্য জানায় রাজ্য। রাজ্যের তরফে আদালতে জানানো হয়, অতিরিক্ত বাহিনীর জন্য ৮টি রাজ্যের কাছে আবেদন জানিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। সেক্ষেত্রে, এই অবস্থায় রাজ্যের হাতে বাহিনি পর্যাপ্ত থাকলে কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রয়োজনীয়তা নেই বলেই দাবি করা হয় রাজ্যের তরফে। রাজ্যের আবেদনের শুনানি আগামিকাল, অর্থাৎ, শুক্রবার হবে বলে জানা গিয়েছে। আজ মনোনয়নের শেষ দিনেও উত্তপ্ত রাজ্যের বেশ কিছু এলাকা। চোপড়ায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১ জনের। আহত আরও অনেকে। এরই মধ্যে গোটা ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট। পঞ্চায়েতে মনোনয়ন জমা দিতে না পারা প্রার্থীরা মামলা করেছিলেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার এজলাসে। সেই মামলাতেই কড়া নির্দেশ দিলেন বিচারপতি। কাশীপুর, ভাঙড়, ক্যানিংয়ে আইএসএফ, বিজেপি, বাম, কংগ্রেস প্রার্থীদের মনোনয়নে বাধা কাটাতে পুলিশকে পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দিলেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার। মনোনয়নে ইচ্ছুকরা তাঁদের জমায়েত স্থান জানাবে স্থানীয় থানাকে। তার প্রেক্ষিতে স্থানীয় থানা মনোননয়ন কেন্দ্রে পৌঁছে দেবে। এমনটাই নির্দেশ দিলেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার।

ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ দিল্লি পুলিশের

নয়াদিল্লি, ১৫ জুনঃ কুস্তি ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া-র প্রধান তথা বিজেপি সাংসদ ব্রিজ ভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করল দিল্লি পুলিশ। বৃহস্পতিবার দিল্লি আদালতে ব্রিজ ভূষণের বিরুদ্ধে ১ হাজার পাতার চার্জশিট পেশ করেছে পুলিশ। যদিও ব্রিজ ভূষণের বিরুদ্ধে দায়ের হাওয়া 'নাবলিকাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগের কোনও প্রমাণ মেলেনি' জানিয়ে পুলিশের তরফে পসকো মামলাটি তুলে নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে আদালতে। গত এপ্রিল থেকে প্রধান ব্রিজ ভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ করার দাবিতে অবস্থান-বিক্ষোভ-আন্দোলন করে চলেছেন কুস্তিগীররা। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে দেখা করেন এবং ১৫ জুনের এ ব্যাপারে পদক্ষেপ করার আশ্বাস দেন। কাকতালীয়ভাবে ১৫ জুনই ব্রিজ ভূষণের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করল দিল্লি পুলিশ। দিল্লি পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, কুস্তিগীরদের দায়ের করা এফআইআর-এর ভিত্তিতে তদন্তের পর দুই অভিযুক্ত, ব্রিজ ভূষণ শরণ সিং ও বিনোদ তোমরের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। ব্রিজ ভূষণের বিরুদ্ধে ৩৫৪ ধারায় মহিলাদের হেনস্থা, ৩৫৪এ ধারায় যৌন হেনস্থা ও যৌন হেনস্থার শাস্তি ও ৩৫৪ডি ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিনোদ তোমরের বিরুদ্ধে ৩৫৪, ৩৫৪এ ও ৫০৬ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। তবে পসকো মামালা প্রসঙ্গে পুলিশ জানিয়েছে, পসকো অভিযোগের তদন্তের পর একটি রিপোর্ট আদালতে পেশ করা হয়েছে, যেখানে নির্যাতিতা ও নির্যাতিতার বাবার বয়ানের ভিত্তিতে মামলাটি তুলে নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে। আগামী ৪ জুলাই এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। দিল্লি পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযোগকারী নাবালিকা দু-বার দুরকম বয়ান দিয়েছে। প্রথম বয়ানে কুস্তি ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া-র প্রধানের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ এনেছে। কিন্তু, দ্বিতীয়বার তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে বয়ান বদল করে। পুলিশের কাছে নাবালিকা বলেছে, ''আমি নির্বাচিত হয়নি। খুব পরিশ্রম করেও নির্বাচিত না হওয়ায় আমি অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ি। তাই আগে আমি যৌন হেনস্থার মামলা করি।''

'ভাঙড়ের ঘটনা ঘটেছে প্ররোচনায়'

চোপড়া-ভাঙড়ের ঘটনায় তৃণমূল যুক্ত নয় মমতা

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ড হারবার, ১৫ জুনঃ ভাঙড়, চোপড়ার ঘটনা নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ডায়মন্ড হারবার থেকে ঘটনার প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিলেন, ভাঙড় বা চোপড়ার ঘটনার সঙ্গে কোনও ভাবেই তৃণমূল যুক্ত নয়। পাশাপাশি, মুখ্যমন্ত্রী ভাঙড়ের ঘটনা নিয়ে সরাসরি তোপ দেগেছেন আইএসএফ-এর বিরুদ্ধে। তিনি বলেছেন, প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে, সেই কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে। গত দু'দিনের মতো বৃহস্পতিবারও ভাঙড়ের তীব্র অশান্তি শুরু হয়। সকাল থেকে থমথমে ভাঙড়ে দুপুর গড়াতেই শুরু হয় বোমা-গুলির শব্দ। ক্রমে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় ভাঙড়। মুড়িমুড়কির মতো বোমা পড়তে থাকে। ভাঙড়ের বিডিও অফিসের সামনের এলাকা কার্যত যুদ্ধক্ষেত্রের চেহারা নেয়। একের পর গাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ক্রমে পুলিশ ঘিরে ফেলে গোটা এলাকা। এই ঘটনা চলতে চলতেই ডায়মন্ড হারবার থেকে একটি অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের প্রতিক্রিয়া দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই চলতি পঞ্চায়েত ভোটের অশান্তি নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেন তিনি। বলেন, ''এত বিস্তৃত এলাকায় ভোট হচ্ছে। তার মধ্যে তিনটে অঞ্চলে তিনটে অঞ্চলে গোলমাল। এ সবে আমাদের দল কোনও ভাবেই যুক্ত নয়। সমস্ত দিক থেকে আমাদের আমাদের দলের বিভিন্ন স্তরে জোরের সঙ্গে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শান্তি বজায় রাখার। যে যাঁর মতো নমিনেশন জমা দেবে।'' এর পরেই ইতিহাস প্রসঙ্গ তুলে এনে মমতা বলেন, ''২০০৩ সালে সিপিএম-এর আমলে ৩৬ জন মারা গিয়েছিলেন। ২০১৩ সালে ৩৯ জন মারা গিয়েছিলেন, যে বার মীরা পাণ্ডে কমিশনার ছিলেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে ভোট করা হয়েছিল। পঞ্চায়েত নির্বাচনের সমস্যা একটাই। একটা বাড়ি থেকে বিভিন্ন মানুষজন দাঁড়িয়ে পড়ছেন ভোটে। সেই নিয়ে নিজেদের মধ্যে কোথাও কোথাও ঝামেলা হচ্ছে।'' চোপড়া ও ভাঙড়ের অশান্তি নিয়ে মমতা বলেন, ''চোপড়ার যে প্রবলেম হয়েছে, তার সঙ্গে দল যুক্ত নয়। যাঁরা করেছে, পার্টি তাঁদের টিকিট দেয়নি। তাঁরা গতকাল পর্যন্ত টিকিট দেওয়ার দরবার করেছে। আমরা ক্রেডিবিলিটি দেখে টিকিট দিয়েছি। আমি পুলিশকে বলেছি, স্ট্রং-অ্যাকশন নেওয়ার জন্য।'' এর পর ভাঙড় নিয়ে মমতা বলেন, ''ভাঙড়ে একটি নতুন রাজনৈতিক দল জিতেছে। তাঁরাই প্রথম দিন থেকে এই ঘটনা শুরু করেছে। গতকাল একটি প্রতিরোধ হয়েছে, কিন্তু শুরু করেছে ওঁরা। নক্কারজনক একটি দল, ওদের নাম নিতে খারাপ লাগে। প্রশাসনকে আমি বলেছি স্ট্রংলি হ্যান্ডেল করতে।''

আজ এক মঞ্চে মমতা-অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জুনঃ জনসংযোগ যাত্রার হাফ সেঞ্চুরি। আজ, বৃহস্পতিবার ৫০ দিন পূর্ণ করল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবজোয়ার যাত্রা। গত ২৫ এপ্রিল কোচবিহার থেকে শুরু হয়েছিল এই কর্মসূচি। লক্ষ্য ছিল পঞ্চায়েতের জন্য প্রার্থী নির্বাচন এবং তৃণমূল স্তরে সাংগঠনিক মেরামতি। সেই যাত্রাই ৫০ দিন পূর্ণ করছে আজ। আজ নিজের লোকসভা কেন্দ্রেই এদিনের নবজোয়ার কর্মসূচি সারেন অভিষেক। আগামিকাল কাকদ্বীপে শেষ হবে কর্মসূচি। এদিনই ডায়মন্ড হারবারে পৌঁছে যান তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামিকাল কাকদ্বীপের মঞ্চে যোগ দেবেন তিনি। পঞ্চায়েত ভোট ঘোষণার পরে এই প্রথমে এক মঞ্চে দেখা যাবে মমতা-অভিষেককে। অভিষেকের পাশাপাশি নবজোয়ার যাত্রার শেষ দিনে বক্তব্য রাখবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। প্রসঙ্গত, এর আগে ইংরেজবাজার ও শালবনিতে অভিষেকের জনসংযোগ যাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন মমতা। পাত্রসায়রে ভার্চুয়ালি সভাও করেছিলেন। পঞ্চায়েত ভোটের মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়া নিয়ে রাজ্যের একাধিক জায়গা থেকে অশান্তির অভিযোগ আসছে গত কদিন ধরেই। বিশেষ করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড় এবং ক্যানিংয়ে। এই পরিস্থিতিতেই কাকদ্বীপে নবজোয়ারের শেষ সমাবেশ। যেখানে একই সাথে দলীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন মমতা-অভিষেক। রাজ্যে সামনে পঞ্চায়েত ভোট। জোর লড়াই চলছে শাসক বনাম বিরোধীদের। এই অবস্থায় কর্মসূচির শেষ দিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী বার্তা রাখেন সকলের নজর সেই দিকেই। অন্যদিকে আগামী শনিবার তৃণমূলের নির্বাচনী কমিটির বৈঠক হতে চলেছে কালীঘাটে। নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী, আজ বৃহস্পতিবার শেষ হচ্ছে মনোনয়ন পেশ পর্ব। আর শনিবারই পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে বৈঠকে বসতে চলেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা দলীয় কমিটির সদস্যরাও ওই বৈঠকে থাকবেন বলে সূত্রের খবর। কালীঘাটের সেই বৈঠকে পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হবে বলেই জানা যাচ্ছে। গত সপ্তাহে শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন পেশের প্রক্রিয়া। গত কয়েকদিনে রাজ্যের একাধিক জায়গায় মনোনয়ন ঘিরে নানা অভিযোগ তুলেছেন বিরোধীরা। সামনে এসেছে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগও। টিকিট নিয়ে অসন্তোষ, দলবদলের ছবিও প্রকাশ্যে আসছে। প্রথম দিকে শাসক দলের মনোনয়নের সংখ্যা কম থাকলেও বুধবার একধাক্কায় সেই সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে। মনোনয়ন শেষ হলেই শুরু হবে ভোটপর্বের প্রস্তুতি। তার আগেই বৈঠকে বসতে চাইছেন মমতা। ভোট ঘোষণার অনেক আগেই নির্বাচনী কমিটি ঘোষণা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮ জনের সেই কমিটিতে রয়েছেন কুণাল ঘোষ, জয়প্রকাশ মজুমদার, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য সহ দলের শীর্ষনেতারা।

শনিবার মেগা বৈঠক

শ্রদ্ধাঞ্জলি

জন্মঃ ৩রা জুন, ১৯৩০ ৺গীতাঞ্জলি নস্কর প্রয়াণঃ ১৬ই জুন, ২০১৮

পাঁচ বছর পার হয়ে গেল তুমি আমাদের মাঝে নেই। তবু তুমি আছো সর্বক্ষণ আমাদের হৃদয়ে ও মননে। তোমার শেখানো জীবনবোধ আমাদের আত্মস্থ করে রাখুক এবং হোক আমাদের চলার পথে পাথেয়।

যেখানেই থাকো তুমি ভালো থেকো

-তোমার পরিবারবর্গ ও 'দুরন্ত বার্তা'র কর্মীবৃন্দ

MUDRAN

তুমুল বোমাবাজি ভাঙড়ে! মৃত্যু আইএসএফ কর্মীর, একই দিনে পঞ্চায়েতের বলি ৩

দুরন্ত বার্তা, ভাঙড় ও চোপড়, ১৫ জুনঃ গত মঙ্গলবারের পর আজ, বৃহস্পতিবারও মনোনয়ন জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে অশান্ত হয়ে উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়। মুড়ি-মুড়কির মতো পড়ল বোমা। তুমুল সংঘর্ষ। এলাকায় চূড়ান্ত উত্তেজনা। এদিনের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে তাঁদের এক কর্মীর মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করেছে নওশাদ সিদ্দিকির আইএসএফ। অন্যদিকে, তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লার দাবি, সংঘর্ষে ১ তৃণমূলকর্মীরও মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ২০। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার ভাঙড়ের সংঘর্ষে মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান আইএসএফ কর্মী মহিউদ্দিন মোল্লা। আইএসএফ কর্মীদের অভিযোগ, এদিন বেলা ১২টা থেকে ভাঙড় দু নম্বর ভিডিও অফিস সংলগ্ন এলাকায় আইএসএএফ কর্মীদের আটকে রাখা হয়। তাঁরা জানায়, আইএসএফ কর্মীদের লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয় একের পর এক বোমা। গোটা এলাকা ঢেকে যায় কালো ধোঁয়ায়। তারপরেই চলে এলোপাথাড়ি গুলি। তাতেই গুলিবিদ্ধ হন মহিউদ্দিন। এমনকি, সংবাদমাধ্যমকে লক্ষ্য করেও গুলি চালানো হয় বলে অভিযোগ। গুলি-বোমাবাজির জেরে সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও তাঁরা মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারেননি বলে ক্যামেরার সামনে জানিয়েছেন কয়েকজন আইএসএফ সমর্থক। বেশ কিছু আহতকে কলকাতার আর জি কর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় বলেও স্থানীয় সূত্রের খবর। অশান্তি আরও বাড়ার আশঙ্কা। সংঘর্ষের জেরে এলাকার ৭-৮টি গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে সূত্রের খবর। অন্যদিকে এদিন মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাওয়ার সময় চোপড়ায় বাম-কংগ্রেস প্রার্থীদের লক্ষ্য করেও গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, গুলিতে জখম হয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আহত আরও ২ বাম কংগ্রেস-কর্মী। এদিন বা-কংগ্রেস প্রার্থীরা মিছিল করে মনোনয়নপত্র জমা দিতে চোপড়ার বিডিও অফিসে যাচ্ছিলেন। সেই সময় কয়েকজন তৃণমূলের দুস্কৃতী তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় বলে অভিযোগ। বিডিও অফিস থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে এই ঘটনা ঘটে। মনোনয়নের শেষ বেলায় রক্তাক্ত হয় উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া। আর এবার ভাঙড়ও। মনোনয়ন দেওয়াকে কেন্দ্র করে গত ১৩ জুনও রীতিমতো রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল ভাঙড়। তৃণমূল-আইএসএফ সংঘর্ষে চলে গুলি, বোমা। গুলিবিদ্ধ হন এক আইএসএফ এবং এক তৃণমূল কর্মীও।

সুইডেনের ন্যাটোতে যোগ প্রসঙ্গে সিদ্ধান্তে অনড় এরদোগান

আঙ্কারা, ১৫ জুন ঃ সুইডেনের ন্যাটোতে যোগ দেওয়া প্রসঙ্গে সুইডেনের প্রতি সমর্থন জানাবে না তুরস্ক। বিষয়টি আবারও স্পষ্ট করে দিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান।তিনি বলেছেন, সুইডেন সন্ত্রাসবাদী আইনে পরিবর্তন এনেছে, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। সুইডেনে বসবাসকারী তুরস্কবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে এখনও যথেষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাদের গ্রেফতার করা হয়নি।তুর্কি প্রেসিডেন্টের অভিযোগ করেন, সুইডেনে এখনও পিকেকে সমর্থকেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ থেকেই প্রমাণিত হয়, সুইডেন পিকেকে সমর্থকদের গ্রেফতার করতে খুব বেশি উৎসাহী নয়। সুইডেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে তুরস্ক সুইডেনের পক্ষে ভোট দেবে না।আজারবাইজান সফরে গিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। সেখানেই সুইডেনের ন্যাটোতে যোগ দেওয়া প্রসঙ্গে কথা বলেন তিনি। আবার একই সময়ে আঙ্কারায় সুইডেন, তুরস্ক এবং ন্যাটোর প্রতিনিধিদের মধ্যে বৈঠক চলছে। সুইডেনের ন্যাটোতে যোগ দেওয়া প্রসঙ্গেই এ বৈঠক।তুরস্কের ওপরই নির্ভর করছে সুইডেনের ন্যাটোতে যোগদান। অন্য সবগুলো দেশ সমর্থন জানালেও সুইডেনের পক্ষে ভোট দেয়নি তুরস্ক।-

প্রবল ঝড়ে বিপর্যস্ত দিনহাটার একাধিক গ্রাম

দিনহাটা, ১৫ জুনঃকোচবিহারে বুধবার রাতের প্রবল ঝড়ে বিপর্যস্ত হয়ে পাল দিনহাটার একাধিক গ্রাম। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শতাধিক পরিবার। নষ্ট হয়েছে বিঘার পর বিঘা জমির পাট।জানা গেছে, বুধবার গভীর রাতে বৃষ্টির পাশাপাশি প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে দিনহাটা ১ ব্লকের ব্রহ্মওর চাউলের কুঠি, পাখিহাগা ও ভেটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের খাড়জি বালাডাঙ্গার শতাধিক বাড়ির চাল ঝড়ে উড়ে যায়। কারোর শোবার ঘর, গোয়ালঘর, রান্নাঘরের ছাউনি উড়ে গিয়েছে। তবে সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাখিহাগা গ্রামটির। এখানে বা।ঘিরের পাশাপাশি বিঘার পর বিঘা জমির পাট নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার স্থানীয় বাসিন্দা নুর জামাল আলি মিয়াঁ বলেন, ‘ ছাউনি নেই, তাই ভেবে পাচ্ছি না কী করব। তাই যদি প্রশাসনের কাছ থেকে একটু ত্রিপল পাওয়া যেত, তবে হয়তো মাথা গোঁজা যেত।‘

রুশ দূতাবাসের নির্মাণকাজ বন্ধ করল অস্ট্রেলিয়া

সিডনি, ১৫ জুন ঃ পার্লামেন্ট ভবনের কাছে রাশিয়ার দূতাবাস থাকা নিরাপদ নয় জানিয়ে রাশিয়ার নতুন দূতাবাস নির্মাণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে অস্ট্রেলিয়া। এর জন্য আগেই আইন পাস অস্ট্রেলিয়া।ক্যানবেরায় পার্লামেন্ট ভবনের কাছে এই দূতাবাস নির্মাণের কাজ চলছিল। বৃহস্পতিবার অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্তনি আলবানিজ বলেছেন, পার্লামেন্ট ভবনের কাছে রাশিয়াকে দূতাবাস বানানোর জন্য যে জমি লিজে দেওয়া হয়েছিল, তা বাতিল করা হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনীর তথ্যের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।তিনি বলেন, পার্লামেন্টে পেশ করার দুই ঘণ্টার মধ্যেই দুটি কক্ষেই আইনটি পাস হয়। স্থানীয় ক্যাওনবেরা কর্তৃপক্ষ এর আগে লিজ বাতিল করেছিল। তাদের যুক্তি ছিল, ২০০৮-এ জমি লিজে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে রাশিয়া তা ফেলে রাখে। শর্ত ছিল রাশিয়া তিন বছরের মধ্যে দূতাবাস নির্মাণের কাজ শেষ করবে। আলবানিজ জানিয়েছেন, সেখানে রাশিয়ার কূটনীতিকরা কাজ শুরু করলে অসুবিধা হতো। দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।তিনি আরো জানিয়েছেন, নিরাপত্তা এজেন্সিগুলো সরকারের কাছে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে। পার্লামেন্টের এত কাছে রাশিয়ার দূতাবাস থাকাটা একেবারেই কাঙ্খিত নয়। তা নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বড় ঝুঁকি।-

সরকার অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারের সুযোগকে কৃষকদের সামনে উন্মুক্ত করছে

নয়াদিল্লি,১৫জুনঃকৃষি এবং সমবায় নিয়ে বাজেটে পরবর্তী ওয়েবিনারে আজ ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।২০২৩-এর কেন্দ্রীয় বাজেটে ঘোষিত বিভিন্ন উদ্যোগের যথাযথ রূপায়ণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরামর্শ এবং ধারণার অন্বেষীদার হতে বাজেট পরবর্তী ১২টি ওয়েবিনারের এটি দ্বিতীয়।সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে এ বছরের বাজেটে তদুপরি গত ৮-৯ বছরের বাজেটে কৃষিক্ষেত্রকে যে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে তার ওপর প্রধানমন্ত্রী আলোকপাত করেন। তিনি জানান, ২০১৪ সালে বাজেটে কৃষিক্ষেত্রে যেখানে বরাদ্দ ছিল ২৫ হাজার কোটি টাকারও কম, আজ তা ১ লক্ষ ২৫ হাজার কোটি ছাপিয়ে গেছে। শ্রী মোদী বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে প্রত্যেকটি বাজেটকেই ' গরীব এবং কৃষক'-এর বাজেট হিসেবে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে।স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দীর্ঘ সময় ভারতের কৃষিক্ষেত্র সমস্যা জর্জরিত ছিল উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, খাদ্য নিরাপত্তার প্রয়োজনে বহির্বিশ্বের ওপর আমাদের নির্ভরশীল থাকতে হত। ভারতের কৃষকরা এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে দেশকে কেবল আত্মনির্ভর করেছেন তাই নয়, খাদ্যশস্য রপ্তানির ক্ষেত্রেও তাঁরা দেশকে সক্ষম করে তুলেছেন বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। তিনি বলেন, আজ ভারত বিভিন্ন ধরনের কৃষিপণ্য রপ্তানি করছে। সরকার অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারকে কৃষকদের সামনে ব্যবহারের সুযোগ তৈরি করছে বলে জানান শ্রী মোদী। তিনি বলেন, ভারতের লক্ষ্য স্বনির্ভরতা বা রপ্তানির ক্ষেত্রে কেবলমাত্র চাল বা গমের মধ্যেই সীমিত থাকবে না। কৃষিপণ্য আমদানির ওপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন যে ২০২১-২২-এ ডালশস্য আমদানির জন্য ১৭ হাজার কোটি টাকা খরচ হয়েছে। মূল্য আরোপিত খাদ্যসামগ্রী আমদানিতে খরচ হয় ২৫ হাজার কোটি টাকা এবং ২০২১-২২-এ ভোজ্যতেলে আমদানিতে খরচ করতে হয় ১ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকা। তিনি বলেন, কৃষিপণ্য আমদানিতে সর্বসাকুল্যে খরচ প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকার মতো। প্রধানমন্ত্রী জানান, বাজেটে ক্রমাগত কৃষিক্ষেত্রের প্রসারে বিভিন্ন রকম সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যাতে করে দেশ স্বনির্ভর হয়ে ওঠে এবং কৃষিপণ্য আমদানির জন্য যে টাকা খরচ হত তা যাতে কৃষকদের কাছে পৌঁছায়। তিনি ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বৃদ্ধির দৃষ্টান্ত দেন, ডালশস্য উৎপাদনের প্রসারের কথা বলেন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ পার্কের সংখ্যা বাড়ানোর কথা জানান এবং ভোজ্যতেলের ক্ষেত্রে কালক্রমে সম্পূর্ণভাবে স্বনির্ভর হয়ে ওঠার লক্ষ্যের ওপর আলোকপাত করেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জগুলিকে নিরাময় করা হচ্ছে। তিনি জানান যে ব্যক্তিগত স্তরে উদ্ভাবন এবং বিনিয়োগের দিকটিকে এই ক্ষেত্রে দূরে ঠেলে রাখা হচ্ছে যার ফলে অন্যান্য ক্ষেত্রগুলির তুলনায় কৃষিক্ষেত্রে ভারতীয় যুব সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ অনেকখানি কম। তিনি বলেন, এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য এবারের বাজেটে অনেকগুলি ঘোষণা করা হয়েছে। ইউপিআই-এর মতো উন্মুক্ত মঞ্চের তুলনা টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল জন-পরিকাঠামো মঞ্চ কৃষিক্ষেত্রে এবং কৃষি প্রযুক্তি নির্ভর ক্ষেত্রে উদ্ভাবন এবং বিনিয়োগের অপরিসীম সম্ভাবনার দরজা খুলে দিতে পারে। একগুচ্ছ সম্ভাবনার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, লজিস্টিক্সের উন্নতিসাধন, বড় বাজারকে আরও বেশি সাধারণ ব্যবহারযোগ্য করে তোলা, প্রযুক্তির মাধ্যমে বিন্দু সেচের প্রসার ঘটানো এবং চিকিৎসা পরীক্ষাগারের মতো মাটির পরীক্ষাগার গড়ে তোলা দরকার। নীতি নির্ণয় এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সরকার এবং কৃষকের মধ্যে তথ্যের সেতুবন্ধ তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী যুব সম্প্রদায়কে সঠিক সময়ে সঠিক পরামর্শ দেওয়ার কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ব্যাপারে যথাযথ সময়-ভিত্তিক তথ্য প্রদান এবং কতটা শস্য ফলন হল তা অনুমানের ক্ষেত্রে ড্রোন প্রযুক্তির ব্যবহারের ওপর আলোকপাত করেন শ্রী মোদী।কৃষি-প্রযুক্তি স্টার্ট-আপ-এর আরও প্রসারের জন্য তহবিল চালুর উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী জানান যে সরকার কেবলমাত্র ডিজিটাল পরিকাঠামোই গড়ে তুলছে না, এর পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তহবিলের সংস্থানও করছে। তিনি যুব সমাজ এবং যুব উদ্যোগপতিদের এই লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে আজ ভারতবর্ষে ৩ হাজারেরও বেশি কৃষি স্টার্ট-আপ গড়ে উঠেছে যা গত ৯ বছর আগে কল্পনাতীত ছিল।প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক বাজরা বর্ষের বিষয় উল্লেখ করে বলেন, এই আন্তর্জাতিক পরিচিতি ভারতীয় কৃষকদের সামনে বিশ্ব বাজারের দরজা উন্মুক্ত করে দেবে। তিনি বলেন, এবারের বাজেটে মোটা দানাশস্যকে শ্রী অন্ন হিসেবে দেশ পরিচিতি দিয়েছে। আমাদের ক্ষুদ্র কৃষকদের স্বার্থে শ্রী অন্ন-এর প্রসার ঘটানো হবে। এর পাশাপাশি এই ক্ষেত্রে বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করতে স্টার্ট-আপ-এর সংখ্যাও বাড়ানো হবে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের সমবায় ক্ষেত্রে এক নব-বিপ্লব সূচিত হচ্ছে। তিনি বলেন, এটা কেবলমাত্র দেশে কয়েকটি রাজ্য বা কয়েকটি এলাকায় সীমাবদ্ধ নেই। তিনি জানান, সমবায় ক্ষেত্রকে এ বছরের বাজেটে কর ছাড় দেওয়া হয়েছে। ফলে, নির্মাণ ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত নতুন সমবায় ক্ষেত্রগুলি উপকৃত হবে। তিনি আরও জানান, সমবায়গুলির ৩ কোটি পর্যন্ত টাকা তোলায় কোনও টিডিএস লাগবে না। ২০১৬-১৭-র পূর্বে চিনি সমবায়গুলির পেমেন্টের ক্ষেত্রে কর ছাড়ের যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এর ফলে চিনি সমবায়গুলি ১০ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত সাশ্রয় করতে পেরেছে।দুগ্ধ এবং মৎস্যক্ষেত্রে ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই দুই ক্ষেত্রে আগে যেখানে কোনও সমবায় ছিল না, আজ সমবায় গড়ে ওঠায় কৃষকরা প্রভূত উপকৃত হবেন। মৎস্যজীবীদের ক্ষেত্রে অপরিসীম সুযোগের ওপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী জানান, গত ৮-৯ বছরে মস্য উপাদন ৭০ লক্ষ মেট্রিক টন বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি আরও বলেন, ‘ মৎস্য সম্পদ যোজনা’র অধীন ৬ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে আরও একটি নতুন যে সংস্থান করা হয়েছে তাতে মস্য মূল্য আরোপিত শৃঙ্খল এবং বাজার প্রসার লাভ করবে।ভাষণ শেষে ‘ প্রণাম যোজনা’ এবং ‘ যোজনা’র বিষয়টি তুলে ধরেন। কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার কমিয়ে এনে প্রাকৃতিক এবং জৈব পদ্ধতিতে চাষের প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে বলে শ্রী মোদী জানান।

মণিপুরের উত্তপ্ত অঞ্চলে ঢুকতে বাধা নিরাপত্তা বাহিনীকে

ইম্ফল, ১৫ জুন ঃ গত মঙ্গলবার থেকে মণিপুরে নতুন করে শুরু হয়েছে অশান্তি। গত মঙ্গলবার মধ্য রাতে ইম্ফলের পূর্বে খামেনলোক গ্রামে সাধারণ মানুষের উপরে গুলি চালানোর ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়ে এক মহিলা সহ ৯ জনের মৃত্যু হয়। জ্বলেছে পরপর ৮টি গ্রাম। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতি শান্ত করতে নিরাপত্তা বাহিনীকে পাঠানো হয়। কিন্তু মাঝপথেই আটকে দেওয়া হল নিরাপত্তা বাহিনীকে। গ্রামের বয়স্ক মহিলাদের নেতৃত্বে ৬০০ জনের একটি দল রাস্তা আটকে দেয়। ফলে নিরাপত্তা বাহিনী ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে ওই উত্তপ্ত অঞ্চলে প্রবেশ করতে পারেনি।এই বিষয়ে এক সেনা আধিকারিক বলেন, মঙ্গলবার বিকেলেই খবর আসে খামেনলোক ও তার আশেপাশের বেশ কয়েকটি গ্রামে ৫০০ থেকে ৬০০ জন চড়াও হয়েছেন এবং তারা একের পর এক বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছেন। খবর পেয়েই অসম রাইফেলস ও সেনাবাহিনীর অতিরিক্ত বাহিনী পাঠানো হয় কাঙ্গপোকপি থেকে। কিন্তু তারা তারেটখেলের চানুঙ্গের কাছে পৌঁছতেই সেনাবাহিনীকে আটকে দেওয়া হয়। মূলত বয়স্ক মহিলাদের দিয়ে রাস্তা আটকে দেওয়া হয়। ফলে সেনা ও অসম রাইফেলসের বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছতে পারেনি।নিরাপত্তা বাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার মধ্য রাত থেকে শুরু হওয়া অশান্তি নিয়ে রিপোর্ট জমা দেওয়া হবে রাজ্য নিরাপত্তা পরামর্শদাতা কুলদীপ সিংকে। সেনাবাহিনীর তরফে সন্দেহ, মঙ্গলবার মধ্য রাতে খামেনলোক গ্রাম ঘিরে ফেলা, সাধারণ মানুষের উপরে গুলি চালানো, বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া এবং তারপরে রাস্তা আটকে দেওয়ার গোটা ঘটনাটিই পূর্ব পরিকল্পিত হতে পারে কারণ অশান্তির আগের দিন, সোমবারও খামেনলোকের চানুঙ্গ অঞ্চলের রাস্তা আটকে রেখেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খামেনলোকের আশেপাশে আটটি গ্রাম সম্পূর্ণ জ্বালিয়ে দেওয়ার খবর মিললেও বুধবার হাজারো প্রচেষ্টা করেও সেনা বাহিনীর ২০০ জওয়ান ও অসম রাইফেলসের ২৫০ জওয়ান ঘটনাস্থলগুলিতে পৌঁছতে পারেননি। এমনকী, খামেনলোক গ্রামের অঃ দরেও সেনাকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি বলেই জানা গিয়েছে।প্রসঙ্গত, মেতেই জনজাতির সংরক্ষণ নিয়ে গত মে মাসের শুরু থেকে যে অশান্তি শুরু হয়েছে মণিপুর জুড়ে, তাতে এখনও অবধি কমপক্ষে ১১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। কেন্দ্রের তরফে কার্ফু, ইন্টারনেটে ব্যান থেকে শুরু করে সেনা মোতায়েনের মতো একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও অশান্তি রোখা সম্ভব হয়নি এখনও।

বন্যার কবলে অসমের চার জেলা, নদীগর্ভে বাড়িঘর, প্রভাবিত প্রায় ২১ হাজার মানুষ

গুয়াহাটি, ১৫ জুন ঃবন্যার কবলে অসমের চার জেলা যথাক্রমে কাছাড়, ধেমাজি, লখিমপুর এবং কামরূপ মেট্রো। বন্যার কবলে পড়ে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে লখিমপুরের কয়েকটি বাড়িঘর। সীমাহীন দুর্ভোগে পড়েছেন মানুষ। বন্যার জলে আবদ্ধ মানুষজনের উদ্ধারে মোতায়ন করা হয়েছে এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফ-কে।ফ্লাড রিপোর্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এফআরআইএমএস)-এর সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী, অসমে বর্ষা-মরশুমের প্রথম বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন চার জেলার ১৯টি গ্রামের ২০ হাজার ৯২৫ জন, ১৩.৫০ হেক্টর কৃষিজমি। এফআর আইএমএস-এর রিপোর্টে জানানো হয়েছে, ধেমাজিতে মোট ১৫৭ জন বন্যার কবলে পড়েছেন। এর মধ্যে ৬৬ জন পুরুষ, ৬১ জন মহিলা এবং ৩০ জন শিশু রয়েছে।কয়েকদিনের প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে ফুলেফেঁপে উঠেছে অসমের প্রায় সব নদী উপ-নদী।

নামখানার রাজনগর স্কুলে উচ্চমাধ্যমিকে ষষ্ঠ ও নবম স্থানাধিকারী কে দেওয়া হলো সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নামখানাঃসম্প্রতি উচ্চমাধ্যমিকে ষষ্ঠ এবং নবম স্থান অধিকারীকে সংবর্ধনা দিল রাজনগর বিশ্বম্ভর হাই স্কুল। প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নামখানা ব্লকের রাজনগর বিশ্বম্ভর হাই স্কুল আজ রাজ্যের মেধা স্কুল তালিকাতে স্থান করে নিয়েছে। এমন এক আশার বাণী শোনার পর এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের সহ শিক্ষক সহ প্রাক্তন শিক্ষকগণ। একদিকে উচ্চ মাধ্যমিকে স্থান অধিকারী তমাল এবং পবিত্র কে দেখার ভিড়। এবং অন্যদিকে ৯০ বছর ছুঁই ছুঁই স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক মৃনাল কান্তি গায়েন এবং সমস্ত প্রাক্তন শিক্ষকদের একবার দেখার জন্য স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ছাড়া এলাকার জনমানুষের ভিড়। সবমিলিয়ে স্কুল প্রাঙ্গণ আজ এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কানায় কানায় ভরে গিয়েছিল। স্কুলের আজ এক গৌরবময় দিন, আজ এক আনন্দের দিন, আজ এক অনুভূতির দিন। যে অনুভূতিগুলো সারাজীবন ধরে উপলব্ধি করবে আজ প্রাঙ্গণে উপস্থিত থাকা সকল ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকা বৃন্দ। কারণ আজ এমনই একটা দিন ছিল যা কোনদিন এই নামখানা ব্লকের কোনো স্কুলেরই আসেনি। যে দিনটি এই রাজনগর বিশ্বম্ভর হাই স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং ছাত্র-ছাত্রীদের কঠোর পরিশ্রমের ফলে এসেছে। যে পরিশ্রমের ফসল আজ সবাই হাতেনাতে পেয়েছে। তাই আজ উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যের ষষ্ঠ স্থান এবং নবম স্থান অধিকার করেছে। ৪৯১ নম্বর পেয়ে রাজ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছেন তমাল কান্তি দাস এবং ৪৮৮ নম্বর পেয়ে রাজ্যে নবম স্থান অধিকার করেছেন পবিত্র মাইতি । প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দিয়ে শুরু হয় এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ।স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক মৃনাল কান্তি গায়েন, গঙ্গাসাগর ও বকখালি উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মালি, ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক কিশোর কুমার পাত্র, এস আই মৃনাল কান্তি দাস, শিক্ষাশেলের চেয়ারম্যান তাপস কান্তি করন, স্কুলের ক্লার্ক অখিলেশ বারুই,উপস্থিত ছিলেন স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি জয়ন্ত কুমার আচার্য, শিবরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান গীতারানী কাপ সহ স্কুলের অন্যান্য শিক্ষক ও শিক্ষিকা বৃন্দ।এই প্রসঙ্গে স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক মৃনাল কান্তি গায়েন বলেন, 'যারা আজ ষষ্ঠ এবং নবম স্থান অধিকার করেছে জীবনের যুদ্ধে তারা যেন নিজেদের কৃতিত্ব ধরে রাখতে পারে। পড়াশুনায় তারা অনেক কিছু করল তার জন্যই তার যথেষ্ট রকম শ্রদ্ধা ভক্তি রয়েছে। কিন্তু জীবনের আদর্শে অর্থা মানুষ হিসেবে সে কতটা উপযুক্ত হবে সেই আবেদনটি আমি তাদের প্রতি রাখছি। একজন মানুষ তখনই সে সুন্দর যখন সে অন্যের কাজে লাগে। আমি চাই আমার এই ছাত্রছাত্রীরা পরবর্তী জীবনে অপরের কাজে নিজেকে নিযোজিত করবে।'এই প্রসঙ্গে স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক কিশোর পাত্র বলেন, 'এই স্কুল শুধু নয় নামখানা ব্লকের যত স্কুল রয়েছে তাদের জন্ম লগ্ন থেকে ভালো রেজাল্ট করেছে কিন্তু সেই রকম ভাবে ভালো র‍্যাঙ্ক করতে পারেনি। কিন্তু আমার এই রাজনগর বিশ্বম্ভর হাই স্কুল পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে উচ্চমাধ্যমিকে ষষ্ঠ এবং নবম স্থান অধিকার করেছে। এই স্কুলের একজন শিক্ষক হিসেবে আমার কাছে এটি খুবই আনন্দের। এই সাফল্যের পেছনে অনেকেরই অবদান রয়েছে। ম্যানেজিং কমিটির সাপোর্টে আজ এই স্কুলে যে কোচিংয়ের সিস্টেম রয়েছে তাতেই আমাদের সাফল্য এসেছে। আজ আমাদের স্কুলের পার্মানেন্ট ফিজিক্সের কোনো শিক্ষক নেই। যার ফলে বাইরে থেকে শিক্ষক এনে ছাত্রদের তৈরি করা হয়েছে। 'আজ এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রায় ১৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকে স্কুলের শিক্ষক এবং প্রাক্তন শিক্ষক মিলে স্কলারশিপ প্রদান করা হয়।

শিক্ষাসচিবকে সিবিআইয়ের জেরা

কলকাতা, ১৫ জুন ঃ স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে সিবিআইয়ের তলবে নির্ধারিত সময়ের আগেই নিজাম প্যালেসে এসে পৌঁছন রাজ্যের শিক্ষাসচিব মনীশ জৈন। কার নির্দেশে নিয়োগ সংক্রান্ত ফাইল শিক্ষাসচিব মনীশবাবুর হাত ঘুরে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে পৌঁছত- এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাইছে সিবিআই।সূত্রের খবর, মনীশবাবুকে বৃহস্পতিবার সিবিআইয়ের জিজ্ঞাসাবাদে এই প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়। কারণ, দীর্ঘ দিন ধরেই নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তকারী কেন্দ্রীয় সংস্থাটি দাবি করে আসছে, এই মামলায় আরও বড় কোনও মাথা জড়িত কি না তার সন্ধান করছে তারা। বৃহস্পতিবার সকাল ১১টার সময় তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দফতরে। মনীশবাবু যদিও নিজাম প্যালেসে পৌঁছে যান সময়ের অনেক আগেই। সকাল সাড়ে ১০টার কিছু আগেই গাড়ি থেকে নেমে নিজাম প্যালেসে ঢুকতে দেখা যায় শিক্ষাসচিবকে। তাঁর হাতে ছিল বেশ কিছু ফাইল। সাংবাদিকেরা মনীশবাবুকে তাঁর হাজিরা নিয়ে প্রশ্ন করাতে হাসিমুখেই জবাব দেন তিনি। যদিও প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে ফাইল পাঠানো নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মনীশবাবু কিছু বলেননি।সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি রাজ্যের শিক্ষাসচিব মনীশবাবুর ব্যাপারে বেশ কিছু নতুন তথ্য হাতে এসে পৌঁছেছে তাদের। সিবিআই সূত্রে খবর, জিজ্ঞাসাবাদের মুখে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তদন্তকারীদের জানিয়েছিলেন, শিক্ষাসচিব তাঁর কাছে নিয়োগ সংক্রান্ত যে ফাইল পাঠাতেন, তাতে তিনি সই করে দিতেন মাত্র। এমনকি, পার্থবাবু বহু বার প্রকাশ্যেও দাবি করেছেন যে, তিনি শিক্ষা দফতরের মন্ত্রী ছিলেন মাত্র। নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি কোনও সিদ্ধান্ত নিতেন না। ফলে প্রশ্ন উঠছে, সেই সিদ্ধান্ত কে নিতেন?

সুফিয়ানের সম্ভাব্য বিদ্রোহ প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া দিলীপের

কলকাতা, ১৫ জুন ঃ কুনাল ঘোষর সঙ্গে সাক্ষাতের পরেই প্রার্থী হওয়ার কথা শোনা যাচ্ছিল আবু সুফিয়ানের। রাজনৈতিক মহলের একাংশ সুফিয়ানের সম্ভাব্য বিদ্রোহের আঁচ পাচ্ছেন। ক্ষোভে নন্দীগ্রামের পার্টি অফিসে তালা ঝুলেছিল। যদিও বিষয়টিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সক্রিয় হয়েছেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। বৃহস্পতিবার সকালে নিউটাউন ইকোপার্কে প্রাতঃ ভ্রমনে এসে সাংবাদিকদের এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া দেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ ঘোষ।দিলীপবাবু বলেন, এটা নতুন কিছু নয় ওদের মধ্যে চলছেই। দেখুন আরও কত তালা ঝোলে! আজকের দিনটা দেখুন।বুধবার একটি মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে হলদিয়া আদালতে কাটিয়েছিলেন সুফিয়ান। বৃহস্পতিবারই তৃণমূল প্রার্থী হিসাবে তাঁর মনোনয়ন পেশ করার কথা ছিল। কিন্তু টিকিট না পেলেও মনোনয়ন পেশ করবেন না তিনি। ‘ নির্দল হিসাবে ভোটে লড়ার সম্ভাবনা খারিজ করে সুফিয়ান বৃহস্পতিবার বলেন, ‘ তৃণমূলের এক জন সৈনিক। দল যখন যে দায়িত্ব দিয়েছে, তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছি। টিকিট না পেলেও দলের কাজ করে যাব।’’পূর্ব মেদিনীপুর জেলা তৃণমূলের একটি সূত্রের দাবি, পুরনো ব্লক কমিটি ভেঙে নতুন কমিটি গড়ার পর থেকেই নন্দীগ্রামে ‘কোনঠাসা হয়ে পড়েছিলেন ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী এজেন্ট সুফিয়ান এবং তাঁর অনুগামীরা। সেই আবহে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রার্থী তালিকাতেও সুফিয়ান এবং তাঁর গোষ্ঠীর নেতা-কর্মীরা ছাঁটাই হচ্ছেন বলে জল্পনা শুরু হয়েছিল। কিন্তু মঙ্গলবার সুফিয়ান গোষ্ঠীর তরফে পঞ্চায়েতের তিন স্তরে ‘ নির্দলপ্রার্থী দেওয়ার ইঙ্গিত দেওয়া হয়। এর পরেই তড়িঘড়ি আসরে নামেন তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্ব। মঙ্গলবার নন্দীগ্রামে হাজির হন কুণাল। দলীয় কার্যালয়ে বৈঠকের পাশাপাশি সুফিয়ানের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথাও বলেন তিনি।

মেঘালয়ের সোনাপুর টানেলের কাছে আবারও ধস, আবদ্ধ অসংখ্য পণ্য ও যাত্রীবাহী যানবাহন

সোনাপুর (মেঘালয়), ১৫ জুন ঃ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আবারও মেঘালয়ের পূর্ব জয়ন্তিয়াপাহাড় জেলার সোনাপুরের বুক চিরে ধাবিত গুয়াহাটি-বরাক উপত্যকা ৬ নম্বর জাতীয় সড়কে কাদামাটির ধস নেমেছে। ফলে ঘন ঘন ধস পড়ায় দেশের অন্য অংশের সঙ্গে সড়কপথে যাতায়াত ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে বরাক উপত্যকার তিন জেলা কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি এবং ত্রিপুরা, মিজোরাম ও মণিপুরের একাংশ। তবে এই বিপর্যয়ে প্রাণহানীর কোনও খবর পাওয়া যায়নি।এদিকে সোনাপুর টানেলের সম্মুখবর্তী জাতীয় সড়কের ওপর পাহাড় থেকে জল-মিশ্রিত কাদামাটির ধস পড়ায় হাজার হাজার ভারী পণ্যবাহী লরি এবং যাত্রীবাহী ছোট ও বড় গাড়ি রাস্তার দু পাশে আটকে পড়েছে। কয়েকটি গাড়ি কাদার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। তবে বিআরও-এর জওয়ানরা কয়েকটি এসকেভেটরের সাহায্যে ওই যানবাহনগুলিকে কাদার স্তূপ থেকে বের করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।কয়েকদিন থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যজুড়ে প্রবল বৃষ্টিপাত হচ্ছে। এতে ভূমিধসের একাধিক খবর পাওয়া গেছে। গতকাল বুধবার ভোরের দিকে এবং গত ২৭ মে ভোররাতে কাদামাটির ধস পড়ে জাতীয় সড়কে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়ে পড়েছিল। প্রতি বারের মতো গত মঙ্গলবার বিআরও-র জওয়ানরা অক্লান্ত পরিশ্রম প্রায় আট ঘণ্টার মধ্যে সড়কটি সম্পূর্ণ সচল করে তুলেছিলেন। ফলে ওই সড়কে যানবাহন চলাচল শুরু হয়। কিন্তু আজ বৃহস্পতিবার ভোরের দিকে আবারও ওই একই জায়গায় কাদামাটির ধস নেমে যোগাযোগ ব্যবস্থা অচল করে দেওয়া হয়েছে।

সুদানে আঞ্চলিক গভর্নরকে অপহরণ করে হত্যা

খার্তুম, ১৫ জুন ঃ সুদানে এক আঞ্চলিক গভর্নরকে অপহরণ করে প্রকাশ্যে হত্যা করেছে র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ)। খামিস আবাকার নামের এই ব্যক্তি সুদানের পূর্ব দারফুরের আঞ্চলিক গভর্নর ছিলেন। বুধবার দারফুরের জেনেইনাতে তাকে হত্যা করা হয় বলে খবর । এ বিষয়ে আরএসএফ তাৎক্ষণিকভাবে কোন মন্তব্য করেনি।খামিস আবাকারকে হত্যার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে দুটি সরকারি সূত্র জানিয়েছে যে, এই হত্যার জন্য আরএসএফ দায়ী।এদিকে সুদানের সেনাবাহিনীও সোশ্যাল মিডিয়ায় আরএসএফের বিরুদ্ধে গভর্নরকে ‘ অপহরণ ও হত্যা’ করার অভিযোগ এনেছে।সেনাবাহিনী বলেছে, এ হত্যাকাণ্ডটি আরএসএফের ‘বর্বর অপরাধের একটি নতুন অধ্যায়’ যোগ করেছে। তারা ঘটনাটিকে ‘নৃশংস কাজ’ বলে অভিহিত করেছে।এ বিষয়ে আরএসএফ তাক্ষণিকভাবে কোন মন্তব্য করেনি। দারফুর অঞ্চলের গভর্নর মিনি আরকো মিনাউই বলেছেন, একটি টেলিভিশন স্টেশনে সাক্ষাৎকার দেওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর খামিস আবাকারকে অপহরণ করে হত্যা করা হয়। এর আগে বুধবার আবাকার বলেছিলেন যে, বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। তিনি বলেন, ‘বেসামরিক মানুষ এলোমেলোভাবে এবং বিপুল সংখ্যায় নিহত হচ্ছে’। গত বুধবার গভীর রাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, আরএসএফের ইউনিফর্ম পরা সশস্ত্র কয়েকজন ব্যক্তি আবাকারকে আটক করছে। অন্য ক্লিপগুলোতে গভর্নরকে ঘাড়ে এবং মুখে ক্ষতসহ মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

রেকর্ড পরিমাণ প্রাইজমানি বাড়ল উইম্বলডনে

লন্ডন, ১৫ জুনঃ উইম্বলডন আগামী ৩ জুলাই শুরু হবে, চলবে ১৬ জুলাই পর্যন্ত।এবারের উইম্বলডনের আসরের রেকর্ড পরিমাণ প্রাইজমানি বাড়ানো হল। মোট পুরস্কারের অর্থ ৪ কোটি ৪৭ লাখ পাউন্ড। ২০২২ সালের চেয়ে এই প্রাইজ মানি ১১.২ শতাংশ বেশি।অল ইংল্যান্ড লন টেনিস ক্লাব (এইএলটিসি) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, পুরুষ ও মহিলা সিঙ্গেলস চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স-আপদের প্রাইজমানি বাড়ানো হয়েছে। ২০১৯ সালে অঙ্কটা ছিল যথাক্রমে ২৩ লাখ ৫০ হাজার পাউন্ড ও ১১ লাখ ৭৫ হাজার পাউন্ড।উল্লেখ্য,২০২১ সালে বিজয়ীদের প্রাইজমানি কমিয়ে ১৭ লাখ পাউন্ড করা হয়েছিল।এই প্রাইজমানি ২০২২ সালে বাড়িয়ে ২০ লাখ পাউন্ড করা হয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৬জুন শুক্রবার, ৩২ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৬জুনঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ৩২ জ্যৈষ্ঠ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৩২ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ৩২ জ্যৈষ্ঠ ১৯৪৪, মৈতৈ ঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৮.৪ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৮.০২এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৫শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে বৃহঃবার । জোয়ার- সকাল ৯ টা ২০ মিনিট এবং রাত৯টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাত-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৭মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৬ মিনিটে ।

রাশিফল

মেষরাশিঃ আজ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনার পরিবারের কোনও সদস্য অসুস্থ হয়ে.পড়ার কারণে আপনি আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন। শুভদিন

বৃষভ রাশিঃআপনার অভদ্র আচরণ আপনার স্ত্রীর মেজাজ নষ্ট করতে পারে। সংসারে শান্তি হবে

মিথুন রাশিঃপ্রাণোচ্ছল হাসিপূর্ণ একটি দিন যেখানে বেশির ভাগ জিনিসই আপনার ইচ্ছা অনুসারে এগোবে। বিবাহের যোগ হবে।

কর্কট রাশিঃআপনি আপনার শখ পূরণে অথবা আপনি সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেন এমন জিনিসে আপনার অতিরিক্ত সময় ব্যয় করুন। বিদেশ যাত্রা শুভ।

সিংহ রাশিঃকিছু মানসিক চাপ থাকা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আজও কাউকে অর্থ ঋণ দেওয়ার চেষ্টা করবেন না এবং যদি প্রয়োজন হয় তবে সেই সময়কাল সম্পর্কে তিনি লিখিতভাবে এটি গ্রহণ করবেন যে সে কী পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করবে। শুভদিন।

কন্যা রাশিঃপরিশ্রমের বিকল্প নেই। বাড়িতে অতিথি আসবে।

তুলা রাশিঃধ্যান পরিত্রাণ আনবে। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবেন না- বিশেষ করে বড় আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে। শুভদিন হবে

বৃশ্চিক রাশিঃকিছু উত্তেজনা এবং মতপার্থক্য আপনাকে খিটখিটে এবং অশান্ত করতে পারে।।

ধনু রাশিঃআপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। রোজ ব্যায়াম করা উচিত

মকর রাশিঃআপনার ব্যক্তিত্ব আজ একটি সুগন্ধি মত কাজ করবে। সংসারে শান্তি হবেই।

কুম্ভ রাশিঃআপনার অন্য মানুষদের প্রশংসা করে সাফল্য ভোগ করতে পারেন। আজ আপনার বাড়ির বাইরে যাওয়ার আগে আপনার প্রবীণদের আশীর্বাদ লাভ করুন, এটি আপনার উপকারে আসবে।

মীন রাশিঃসংসারে শান্তি ফিরে আসতে পারে আজ। সন্তান হতে পারে আজ। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হতে পারে আজ থেকেই।

কলকাতা বিমানবন্দরে আগুন লাগার তদন্তে আসছে ফরেন্সিক দল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জুন ঃ কলকাতা বিমানবন্দরে বুধবার রাতে সিকিউরিটি চেকিংয়ের কাছেই ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। বৃহস্পতিবার ওই স্থান ঘিরে ফেলা হয়েছে। পাশাপাশি মেরামতির কাজও শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, আগুন লাগার তদন্তে আসতে চলছে ফরেন্সিক দল। এদিন সকাল থেকেই সিকিউরিটি চেকিংয়ের কাউন্টার বন্ধ রাখা হয়েছে। ব্যবহার করা হচ্ছে অন্য কাউন্টার। পাশাপাশি যাত্রী সুরক্ষা ও তাঁদের যাতে সমস্যার মধ্যে পড়তে না হয় সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। সূত্রের খবর, আগুন লাগার ঘটনায় ঘটনাস্থলে আসতে চলেছ দিল্লির ডিজিসিএ-র বা নিয়ামক দল। একই সঙ্গে এলাকা পরিদর্শনে আসতে পারেন উচ্চ-পদস্থ ইঞ্জিনিয়ররা। প্রসঙ্গত, বিমানবন্দরের তিন নম্বর প্রস্থান গেটের কাছে বুধবার রাত ৯ টার কিছু পরে হঠাৎ আগুন ধরে যায়। নিমেষে গোটা বিমানবন্দর চত্বর সাদা ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে বিমানবন্দরের কর্মীরা ফায়ার এক্সটিংগুইশার দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় দমকলে। প্রথমে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। পরে আরও একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছায়। মোট চারটি ইঞ্জিন দিয়ে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলে আগুন নেভানোর কাজ। শেষে ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসে। বিমান চলাচলও স্বাভাবিক হয়ে যায়। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ টুইটারে ঘটনাটি জানিয়েছে এবং কোনও যাত্রীর কোনো ক্ষতি হয়নি বলেও দাবি করা হয়েছে। বিমান পরিবহন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়াও টুইট করে এই ঘটনায় সমস্ত যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা জানিয়েছেন।

নমিনেশন জমা করতে এসে বাধা পেলেন আইএসএফ প্রার্থী, উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৫ জুন ঃ নমিনেশন জমা করতে এসে বাধা পেলেন আইএসএফ প্রার্থী। এমনই অভিযোগ ঘিরে বৃহস্পতিবার উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে হাওড়ার ডোমজুড় বিডিও অফিস চত্বরে। জানা গেছে,

বাঁকড়া ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য নমিনেশন করতে এসেছিলেন আইএসএফের ওই প্রার্থী। প্রার্থীর অভিযোগ, সে সময় তাঁকে মনোনয়ন করতে বাধা দেওয়া এবং ধাক্কাধাক্কি করা হয়। পুলিশ এই ঘটনায় আইএসএফের ওই প্রার্থীকেই প্রথমে সেখান থেকে থানায় নিয়ে যায়। প্রসঙ্গত, মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন বৃহস্পতিবার হাওড়ার ডোমজুড় ব্লকে আইএসএফ - এর প্রার্থী জিয়াউল হক মল্লিককে নমিনেশনে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এর পাশাপাশি তাঁকে মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ। ডিসিআর কাটা সত্ত্বেও মনোনয়নপত্র জমা দিতে তাকে বাধা দেওয়া হয় বলে তিনি অভিযোগ করেন। এদিন ডোমজুড়ের বিডিও অফিসে হাওড়া বাঁকড়ার বাসিন্দা জিয়াউল হক মল্লিক বাঁকড়া ২ নম্বর পঞ্চায়েতে আইএসএফ প্রার্থী হিসেবে তাঁর মনোনয়নপত্র জমা দিতে যান। অভিযোগ, সেই সময় প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি ও তাঁর লোকেরা জিয়াউলকে বাধা দেয়, ধাক্কাধাক্কি ও মারধর করে। খবর পেয়ে ছুটে আসে পুলিশ। উত্তেজনা বাড়তে থাকায় তাঁকে সেখান থানায় নিয়ে আসা হয়। তৃণমূলের বাঁকড়া অঞ্চলের প্রাক্তন সভাপতি শামসুল আলম তরফদার বলেন, মারধরের অভিযোগ মিথ্যা। ওদের সংগঠন নেই তাই এভাবেই তারা নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে চাইছে। অন্যদিকে, পুলিশের উপস্থিতিতে এদিন শেষপর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা দেন ওই প্রার্থী।

প্রোমোটারের কব্জায় ফেলে রাখা হয়েছে বাড়ি, তীব্র সমস্যায় পরিবার

বনস্পতি দে, হুগলি, ১৫ জুন ঃ উত্তরপাড়া পুরসভা আগেই বিপজ্জনক বাড়ি হিসেবে ঘোষণা করেছিল উত্তরপাড়ার বেশ কিছু পুরনো বাড়িকে। এবার বর্ষা শুরুর আগেই সামান্য কয়েকদিনের বৃষ্টিতেই ভেঙে পড়তে শুরু করেছে বিপজ্জনক বাড়ি গুলির একাংশ। মঙ্গলবার রাতে উত্তরপাড়ার জে কে স্ট্রিটের বহু পুরাতন একটি বাড়ির একটি অংশ ভেঙে পড়া আতঙ্ক দানা বেঁধেছে স্থানীয় মানুষদের মনে। মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর কিছুটা বৃষ্টি হয় উত্তরপাড়া এলাকায়। আর তাতেই প্রায় ২০০ বছরের পুরোনো একটি দোতলা বাড়িটির একাংশ হঠাৎই ভেঙে পরে। কড়িবরগা ছিটকে রাস্তায় চলে আসে। যদিও সেই সময় রাস্তায় কেউ না থাকায় বড়সড় বিপদের মুখ থেকে রক্ষা পায়। ঘটনার খবর পেয়ে উত্তরপাড়া পুরসভার পুর প্রধান দিলীপ যাদব ঘটনাস্থলে যান। খবর পেয়ে আসে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা দলের সদস্যরা। এরপর পুরসভার বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে আসেন,

সঙ্গে আনে ফ্লাড লাইট ও জেসিবি। যদিও সেই মুহুর্তে কেউ বাড়ির ভিতরে ছিল না। তবুও কোনরকম বিপদ নিতে চাইছে না পুরসভা। সেই কারণে সমস্ত বিপজ্জনক পূর্ণ বাড়িগুলি থেকে অন্যত্র বাড়ির বাসিন্দাদের চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন পুরসভা। আপাৎকালীন পরিস্থিতির জন্য পুরসভার পাম্প হাউসে থাকার অনুমতি দেন পৌরপ্রধান দিলীপ যাদব। স্থানীয় সূত্রের খবর, বাড়িটি দুশো বছরের ও বেশি পুরানো। বেশ কয়েক বছর আগেই পুরসভা ওই বাড়িটিকে বিপজ্জনক ঘোষণা করে। যদিও অজ্ঞাত কারণে এখনও বাড়িটি ভেঙে ফেলা হয়নি। ওই বাড়ির কয়েকজন সদস্য জানান বাড়িটি বেশ পুরনো এবং বিপজ্জনক হওয়া সত্ত্বেও বাড়িটিকে বহিরাগত এক ব্যক্তি দখল করে। কখনও মিথ্যা মামলায, আবার কখনও রাজনৈতিক শক্তিকে ব্যবহার করে বাড়ির ছেলেদের হেনস্থা করছে। অথচ উদাসীন পুর প্রশাসন। সম্প্রতি উত্তরপাড়া অঞ্চলের এক অবাঙালি প্রোমোটার বাড়িটিকে কবজা করে রেখেছে। বাড়ির মালিকদের অভিযোগ, বাড়ির সমস্ত বৈধ শরিকদের দিয়ে কাগজ পত্রে সই করিয়ে দীর্ঘ দশ বছর ধরে কাজ করছে না, কাজটি ছেড়ে দিতে বললে তাও ছাড়ছে না, আবার সবার থাকার জায়গা করে দেবার কথা বললে বা তাতেও কর্ণপাত করছে না। ওই উক্ত প্রোমোটারের অফিসে বেশ কয়েকবার গেলেও ওই অবাঙালি প্রোমোটার অত্যন্ত দুর্ব্যবহারকরে তাঁদের তাড়িয়ে দিচ্ছে বলে অভিযোগ বাড়ির বেশ কয়েকজনের। এর মধ্যে অনেকই সুপার সিনিয়র সিটিজেন আছেন বলেও জানা গেছে। এই বিষয় পুরসভার পুরপ্রধান দিলীপ যাদব জানান বাড়িটি বেশ পুরনো, ইতিমধ্যেই বাড়িটিকে পুরসভা বিপজ্জনক বাড়ি বলে এর আগে ঘোষণা করেছে। তারই সঙ্গে বাড়িটিকে কেন্দ্র করে বর্তমানে আদালতে মামলা চলছে, পুরসভা চাইলে এই মুহূর্তে বাড়িটি ভেঙে ফেলতে পারে না। বর্তমানে পুলিশ জে কে স্ট্রিটের মূল রাস্তা দু দিক দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে। মহকুমা শাসককে পুরো ঘটনার কথা জানানো হযেছে তিনি যা নির্দেশ দেবেন সেই মতো কাজ হবে।

রাজ্যের মন্ত্রিসভায় রদবদল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জুন ঃ রাজ্য সরকার মন্ত্রিসভায় একটি ছোট রদবদল করেছে। মানস ভুইয়াকে পরিবেশ দপ্তরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নিজেই এই দপ্তর সামলাবেন। ফলে নয় টি দপ্তরের দায়িত্বে থাকলেন তিনি। অন্যদিকে মানসবাবু শুধুমাত্র জলসম্পদ মন্ত্রী হিসাবে দপ্তরের দায়িত্ব সামলাবেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে।

বিপজ্জনক বাড়ি এবার নিজেই ভাঙতে পারবে কলকাতা পুরসভা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জুন ঃ এবার ভাড়াটেদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে শহরের বিপজ্জনক বাড়ি এবার নিজেই ভাঙতে পারবে কলকাতা পুরসভা। এই মর্মে বিধানসভায় গত বছর নভেম্বর মাসে কলকাতা পুরসভা আইনের একটি সংশোধনী পাশ করানো হয়। সম্প্রতি রাজ্যপাল সেই বিলটিকে সম্মতি দিয়েছেন। ফলে এবার থেকে পুরসভা যেমন বিপজ্জনক বাড়ি নিজেরাই ভাঙতে পারবে। তেমনই বাড়ি ভাঙার আগে পুরসভা সেখানে বসবাসকারীরা যতটা জায়গা নিয়ে বসবাস করছেন তাদের সেই পরিমান জায়গা উল্লেখ করে বসবাসের শংসাপত্র দেবে। ওই জায়গায় নতুন বাড়ি তৈরি হলে তাদের সমপরিমান জায়গা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। বাড়ির মালিক এবং ভাড়াটে সকলেই এই সুযোগ পাবেন। এই মর্মে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর নির্দেশিকা জারি করেছে।

কো-উইন অ্যাপ, এফআইআর দায়ের ডেরেক ও ব্রায়ান-র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জুন ঃ কোভিডের টিকাকরণের জন্য কো উইন অ্যাপে নাম নথিভুক্ত করে দেশবাসীর অনেকের ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ জানিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস এফআইআর দায়ের করেছে। দলের সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়ান আজ লালবাজার থানার সাইবার সেলে লিখিতভাবে এই অভিযোগ জানিয়েছেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। তার জন্ম তারিখ, পাসপোর্টের বিস্তারিত বিবরণ, মোবাইল নম্বরের মতো ব্যক্তিগত জরুরী সব তথ্য টেলিগ্রাম অ্যাপ এ ফাঁস হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ জানিয়ে এই বিষয়ে তিনি দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের আর্জি জানিয়েছেন।

হাড়োয়ায় মনোনয়নের শেষ দিন প্রবল অশান্তি, তৃণমূলের বোমাবাজি

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগণা, ১৫ জুনঃ হাড়োয়ায় মনোনয়নের শেষ দিন প্রবল অশান্তি হয়। বিজেপি ও সিপিএম উভয় পক্ষেরই এই ব্যাপারে অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে। বুধবার হাড়োয়ায় মনোনয়নপর্বে সারা দিন বাধা পান বিজেপি প্রার্থীরা। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে বৃহস্পতিবার হাড়োয়ায় ১১ জন বিজেপি প্রার্থীকে থানা থেকে পুলিশ সুরক্ষা নিয়ে বিডিও অফিসে মনোনয়ন দিতে যাচ্ছিলেন বিজেপি নেতৃবৃন্দ। বিজেপি-র অভিযোগ, ঠিক সে সময় হঠাৎ করে গাড়িতে ইট বৃষ্টি শুরু করে তৃণমূল বাহিনী। গাড়ির কাঁচ ভেঙে দেওয়ার পাশাপাশি কয়েকজন বিজেপি কর্মীকে মারধর করা হয়। তছনছ করা হয় গাড়ির ভেতর। গন্তব্যস্থলে যেতে বাধা দেওয়া হয় প্রার্থীদের। অন্যদিকে সিপিএমের অভিযোগ, এ দিন হাড়োয়ায় নিষিদ্ধ বাজি ফাটিয়ে মনোনয়ন দাখিল করতে যান তৃণমূল প্রার্থী। এই নিষিদ্ধ বাজি আসলে বোমা। খোদ শাসক দলের এক কর্মী এই কথা স্বীকার করেছে। তিনি জানিয়েছেন, ওটা নিষিদ্ধ বাজি নয়। ছোট বোমা। সিপিএমের অভিযোগ, হাড়োয়ার প্রমাণ করছে যে তৃণমূল নির্বাচনে অশান্তি তৈরি করার জন্য বোমা মজুত করছে। কিন্তু মনোনয়ন দিতে যাওয়ার পথে বোমা কেন। ৪? শাসক দলের কাছে এর কোনও উত্তর নেই। তবে অনেকে মনে করছেন গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব এবং দুর্নীতিতে জেরবার তৃণমূল মানুষের মনে ভয় ধরাতে এই কাজ করছে। এদিন এই হাড়োয়া বিডিও অফিসের মূল গেটে দেখা গেলো সিভিক ভলেন্টিয়ারদের। আবার কোথাও দেখা গেলো বাইক মিছিল। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে বাইক মিছিল করা যাবে না। কিন্তু তৃণমূল তা মানছে না। কমিশনও কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেন না। এই একই জায়গায় এদিন সকালে সিপিআই(এম) প্রার্থীকে মারধর করে মনোনয়নের কাগজ নষ্ট করে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় একজন তৃণমূল কর্মী গ্রেফতার হয়েছে।

বর্ষার আগে পৌরনিগম এলাকার নিকাশির কাজ পরিদর্শন করলেন হাওড়ার পুরকর্তারা

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ১৫ জুন ঃ বর্ষার আগে পৌরনিগম এলাকার নিকাশির কাজ পরিদর্শন করলেন হাওড়ার পুরকর্তারা। হাওড়া পুরসভার সংযোজিত ওয়ার্ড সহ ৯ নম্বর ওয়ার্ডে জল জমার সমস্যা দূর করতে বৃহস্পতিবার ওই সমস্ত ওয়ার্ড পরিদর্শন করেন হাওড়া পৌরনিগমের ভাইস চেয়ারপার্সন সৈকত চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি দল। মূলতঃ ওই সমস্ত ওয়ার্ডগুলিতে প্রতি বছর বর্ষায় হাঁটু সমান জল জমে যায়। এই জল জমার সমস্যায় ভুগতে হয় এলাকার সাধারণ মানুষকে। এবার আগে থেকেই সমস্ত ওয়ার্ডগুলিতে জমা জলের সমস্যা দূর করতে পৌরসভার তরফ থেকে ডিসেলটিং এর কাজ চলছে। বৃহস্পতিবার সকালে সেই কাজ ঘুরে দেখেন সৈকত চৌধুরী নেতৃত্বে পৌরনিগমের আধিকারিকরা। এই বিষয়ে সৈকত চৌধুরী বলেন, আমাদের যে কাজ চলছে সেগুলো এদিন পরিদর্শনে যাওয়া হয়। মূলতঃ এদিন হাওড়া পৌরনিগমের ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০ এবং ৯ নং ওয়ার্ড পরিদর্শনে যাওয়া হয়। যে জায়গাগুলোয় বেশি জল জমার সমস্যা আছে সেই সকল জায়গায় কি ধরনের কাজ হচ্ছে, কিভাবে কাজ এগোচ্ছে, কোথাও কোনও সমস্যা থাকলে সেই সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যাবে তা এদিন দেখা হয়। এই অঞ্চলগুলোতে বেশ কয়েক বছর ধরে জল জমার সমস্যা রয়েছে। আগের বছর বেশ কিছুটা সমাধান করা সম্ভব হয়েছিল। এই বছর চেষ্টা করা হচ্ছে আরও ভাল করার। বেশ কিছু জায়গায় দেখা গিয়েছে সরাসরি সুয়ারেজের লাইন মেন ড্রেনের লাইনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পরিষ্কার করতে সমস্যা হচ্ছে। এই জন্য কনজারভেন্সি দপ্তরের কাছে নোটিশ জারি করা হবে যাতে পরের বছর এমনভাবে ময়লা না ফেলা হয়। মানুষের প্রবণতা আছে সমস্ত জঞ্জাল নর্দমায় ফেলার। সেটা যাতে না করেন সেই ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে। নর্দমা পরিস্কারের সময় যে ময়লা উঠছে সেগুলো যাতে ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য বস্তা দিয়ে ঢেকে রাখা হচ্ছে। অনেক জায়গায় নর্দমা থেকে ওঠা ময়লা রাখার সমস্যা হচ্ছে। সেগুলো যতটা সম্ভব দ্রুত সেখান থেকে সরানো হচ্ছে। যেসব জায়গায় জল জমার সমস্যা আছে চেষ্টা করা হচ্ছে সেই জায়গায় এবার যাতে জল আর না জমে।

ঘটনাস্থলে বিজেপি সাংসদ থেকে তৃণমূলের মন্ত্রী

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে ধনিয়াখালিতে সাংবাদিকদের মারধর ও দু দলের ধাক্কাধাক্কি

বনস্পতি দে, হুগলি, ১৫ জুন ঃ উত্তপ্ত ধনেখালি, বৃহস্পতিবারই মনোনয়ন জমার শেষ দিন। কিন্তু, শেষ দিনেও থামলো না উত্তেজনা। ক্যানিং থেকে ভাঙড়, ইন্দাস থেকে ধনেখালি, বিগত কয়েকদিন ধরে মনোনয়ন জমাকে কেন্দ্র করে তপ্ত হয়েছে বাংলার নানা প্রান্ত। মনোনয়ন জমার খবর করতে গেলে ব্যাপক মারধর করা হয় সাংবাদিকদের। তাঁদের ঘাড়ে গুরুতর আঘাত লেগেছে। বৃহস্পতিবার দলীয় প্রার্থীদের নিয়ে ধনেখালির বিডিও অফিসে মনোনয়ন জমা দিতে যান বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। বিজেপির অভিযোগ, তাঁদের প্রার্থীদের মনোনয়ন কেন্দ্রে ঢোকার আগেই আটকে দেয় তৃণমূল কর্মীরা। লকেটের সামনেই লাগাতার চলতে থাকে স্লোগান। কেন সাংসদ প্রার্থীদের নিয়ে বিডিও অফিসে ঢুকবেন এই প্রশ্ন তুলতে থাকেন ঘাসফুল শিবিরের লোকজন। উত্তেজনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় সাংবাদিকরা। সেই সময়ই তাদেরকে ব্যাপক মারধর করা হয়। খবর পেয়ে

ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ধনেখালি থানার পুলিশ। ছুটে আসেন ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র। তবে তখনও কমেনি উত্তেজনা। দু পক্ষের মধ্যে রীতিমতো হাতাহাতির পরিস্থিতি তৈরি হয়। শেষে পরিস্থিতি সামল দিতে মাঠে নামে র‍্যাফ। যদিও তৃণমূল কর্মীদের অভিযোগ, সকাল থেকে শান্তিপূর্ণভাবেই মনোনয়ন পর্ব চলছিল। কিন্তুই লকেটই বাইরে থেকে লোকজন নিয়ে এসে ঝামেলা পাকানোর চেষ্টা করেন। যদিও তাঁদের অভিযোগ উড়িয়ে লকেট চট্টোপাধ্যায়ের দাবি, ধনেখালি সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর। তাঁদের প্রার্থীদের বিডিও অফিসে ঢুকতে বাধা দেওয়া হচ্ছিল। সেই খবর পেয়ে তিনি সেখানে ছুটে যান। তখনই তেড়ে আসেন তৃণমূলের কর্মীরা। এমনকী সাংবাদিকদের মারধর নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। প্রশ্ন তোলেন ধনেখালির বিধায়ক তথা তৃণমূল নেত্রী অসীমা পাত্রের ভূমিকা নিয়েও। যদিও পাল্টা লকেটের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন অসীমা পাত্র। তাঁর দাবি, সারা বছর দেখা মেলে না। এখন ভোট বলে এলাকায় এসেছেন লকেট। তাঁর উস্কানিতেই এলাকায় অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হয়েছে।

ভোটে জয় নিয়ে আশাবাদী তৃণমূল।

জমা পড়লো চমকপ্রদপ্রার্থীদের নাম, বেশিরভাগ পুরনো প্রার্থীরা বাদ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৫ জুন ঃ বৃহস্পতিবার পঞ্চায়েত ভোটের মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন। এদিনই শাসকদলের জেলা পরিষদের চূড়ান্ত তালিকা সামনে এল। সূত্রের খবর, বুধবার হুগলি জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেন তৃণমূলের মুখপাত্র শান্তনু সেন। শ্রীরামপুরে মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার প্রার্থীরা যখন মনোনয়ন জমা দেন, সেখানেও তিনি ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি অরিন্দম গুইঁ। একাধিক নতুন মুখের ভিড় এবারের তালিকায়। বাদও পড়েছেন একাধিক কর্মাধ্যক্ষ। প্রার্থী হয়েছেন তিন প্রাক্তন বিধায়ক। উল্লেখযোগ্যভাবে গত ভোটে তারকেশ্বরের আসন থেকে লড়েছিলেন শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়। নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে ইডির হাতে তিনি গ্রেফতার হন। দল থেকে বহিষ্কারও করা হয় তাঁকে। জেলায় যথেষ্ট দাপুটে নেতা ছিলেন তিনি। গ্রেফতারির পর তাঁর নানা 'কীর্তি' সামনেও এসেছে। বর্তমানে জেল হেফাজতে রয়েছেন তিনি। সেই জায়গায় এবার দেবীপ্রসাদ রক্ষিতকে প্রার্থী করেছে দল। গত পাঁচ বছর হুগলি জেলা পরিষদের যাঁরা কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন, তাঁদের অনেককেই বাদ দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম সঞ্জয় দাস। তিনি বিদায়ী বোর্ডের বিদ্যুৎ দফতরের কর্মাধ্যক্ষ। মানিক দাস বন ও ভূমি বিভাগের বিদায়ী কর্মাধ্যক্ষ। গোপাল রায় শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষের ভূমিকায় থেকেছেন, মিজানুর রহমান মস ও প্রাণিসম্পদ কর্মাধ্যক্ষ, প্রতিমা হাঁসদা নারী ও শিশু কল্যাণ ত্রাণ দফতরের কর্মাধ্যক্ষ। এসেছে একাধিক নতুন মুখ। তবে নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য তিন প্রাক্তন বিধায়কের প্রার্থী হওয়া। তিনজনই জেলা পরিষদের প্রার্থী হয়েছেন। বলাগড়ের প্রাক্তন বিধায়ক অসীম মাজি, গোঘাটের প্রাক্তন বিধায়ক মানস মজুমদার, আরামবাগের প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরাকে এবার প্রার্থী করেছে তৃণমূল। জেলা পরিষদের বিদায়ী বোর্ডের সভাধিপতি মেহেবুব রহমান এবার টিকিট পেয়েছেন, তবে খানাকুল থেকে। এই

বাসাছাড়া পাখিদের বাসস্থানের ব্যাবস্থা করতে এগিয়ে এলো বেশ কিছু সংগঠন

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৫ জুন ঃ সব পাখি বাবুই না হলেও, খড়কুটো দিয়ে গাছের ডালে নিজের মাথা ঠাঁই করে নেয় প্রত্যেক পাখিই। তার উপর

পাখিদের এখন চলছে ডিম পাড়ার মরশুম। কিন্তু তুমুল ঝড় বৃষ্টিতে পাখিদের পরিবার সুরক্ষিত থাকে না, ছোট্ট ওই দুটি ঠোঁটের উপর ভর করে খড়কুটো যোগাড় করা এবং তা দিয়ে বাসা বানানোর উপর। উন্নত মনুষ্য জাতির সকল সন্তান দুধে ভাতে থাকলেও, তাদের জন্য কজনের হৃদয় কাঁদে? কিন্তু সংখ্যায় অতি অল্প হলেও এখনো পর্যন্ত ঘরের খেয়ে বনে পাখিদের বাসা বেঁধে দেওয়া মানুষজন এখনো আছে। বৃহস্পতিবার সকালে নবদ্বীপ শহরের মহাশ্মশান ও কর্মমন্দির ক্লাবের মাঠের পার্শ্ববর্তী এলাকায় অনুষ্ঠিত হলো এক ব্যাতিক্রমি ও সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের। এলাকায় প্রাত ভ্রমন কারী, লাফিং ক্লাব সহ কয়েকটি সংগঠনপর উদ্যোগে আয়োজন করা হয় বিভিন্ন ধরনের চারাগাছ বিতরণ ও গাছের মগডালে পাখিদের বাসস্থান বসানোর কাজ। শহরের বুকে এ যেন এক ব্যাতিক্রমী ও ভিন্ন ভাবনায় এদিনের এই মহতি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সেখান থেকে সকলের সমবেত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা ঠিক করে আগামী কাল থেকেই প্রত্যেক সংগঠনের দুই একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে চলে যাবেন বনে। অথবা রাস্তার পাশের গাছে, যেখানে নিরাপদ ডাল দেখে মাটির হাড়ি এবং কৃত্রিমভাবে বানানো পাখির বাসা বসিয়ে দিয়ে আসবেন।

মনোনয়নপত্র জমা দিতে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবেন ওসি, নির্দেশ বিচারপতির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জুন ঃ মনোনয়ন জমা দিতে না পেরে পঞ্চায়েতের চার প্রার্থী হাই কোর্টে মামলা করতে এসেছিলেন। হাই কোর্টের নির্দেশ, ওই প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দিতে নিয়ে যাবে কলকাতার হেয়ার স্ট্রিট থানার পুলিশ। হেয়ার স্ট্রিট থানাকে সাহায্য করবে সংশ্লিষ্ট এলাকার পুলিশ। মনোননয়নপত্র জমা দেওয়ার জন্য বিরোধী শিবিরের প্রার্থীদের একটি জায়গায় জড় হতে হবে। সেখান থেকে তাঁদের পাহারা (এসকর্ট) দিয়ে মনোনয়ন কেন্দ্র পর্যন্ত নিয়ে যাবেন থানার ওসি। বৃহস্পতিবার এমন নির্দেশই দিলেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। হাই কোর্ট পুলিশকে দ্রুত পদক্ষেপ করার নির্দেশও দিয়েছে। বৃহস্পতিবারই পঞ্চায়েতে মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন। মনোনয়ন জমা দিতে না পেরে আইএসএফ এবং বিজেপি প্রার্থীরা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন। তাঁদের অভিযোগ ভাঙড়-সহ দুই ২৪ পরগনার একাধিক কেন্দ্রে মনোনয়ন জমা দেওয়া যাচ্ছে না। ইতিমধ্যেই মনোনয়ন প্রক্রিয়া ঘিরে অশান্তির কথা জানাতে আলাদা আলাদা ভাবে নবান্ন এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশনে গিয়েছিলেন আইএসএফ এবং বিজেপি নেতারা। বৃহস্পতিবার হাই কোর্টে বিজেপি এবং আইএসএফ ছাড়াও মামলা করে রাজ্যের প্রাক্তন শাসকদল সিপিএম।

জয়নগর ২ নং বিডিও অফিস মনোনয়ন পত্র জমার কাজ শেষ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১৫ জুন ঃ বৃহস্পতিবার জয়নগর ২ নং ব্লকের নিমপীঠ বিডিও অফিসে পঞ্চায়েতের ভোটের মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে ভীড় ছিল। এদিন দুপুর পর্যন্ত এই মনোনয়ন পঅ জমা নেওয়ার কাজ চলে। এদিন এই ব্লকের অধীন ১০ টি পঞ্চায়েতের গ্রামে বিজেপির ১৪ জন, সিপিআইএমের ২৯ জন, তৃনমূল কংগ্রেসের ১৫ জন, নির্দলের ১৮ জন ও অন্যান্যর ২১ জন মনোনয়ন পত্র জমা দেন। মোট ৯৭ জন এদিন গ্রামে মনোনয়ন পত্র জমা দেন বলে ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গেল। গত ৬ দিনে মোট ৭৩৬ জন গ্রামে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বলে ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গেল এদিন। আবার পঞ্চায়েত সমিতির ৩০ টি আসনের জন্য বিজেপির ৪ জন, সিপিআইএমের ১২ জন, তৃণমূল - কংগ্রেসের ৪ জন, নির্দল ৭ জন ও অন্যান্য ২ জন মোট ২৯ জন মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন এবং ৬ দিনে মোট ১২৪ জন পঞ্চায়েত সমিতিতে মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন বলে জানা গেল ব্লক প্রশাসন সূত্রে।

'কেন্দ্রীয় বাহিনীতে মাথাব্যথা নেই', বলছেন কুণাল 'ম্যানেজ করার' তত্ত্ব উস্কে দিচ্ছেন সেলিম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৫ জুন ঃ পঞ্চায়েত ভোটে সব জেলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এই নির্দেশ কার্যকরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর এরপরই প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলছেন, এটি সম্ভবত সারা দেশের নিয়ম-কানুনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সিদ্ধান্ত হল কি না, তা খতিয়ে দেখা দরকার।' একইসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে তৃণমূল ভয় পায় না। বললেন, 'এই নিয়ে তৃণমূলের কোনও মাথাব্যথা নেই। কারণ এই বিধানসভা নির্বাচনের কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে আট দফায় ভোট করানো হয়েছিল। অফিসার বদলি করা হয়েছিল। তারপরও তৃণমূল কংগ্রেস ব্যাপকভাবে জিতেছে। ফলে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকল, নাকি সেনা বাহিনী এল পুলিশ দিয়ে ভোট হল নাকি হোমগার্ড দিয়ে ভোট হল এসব কোনও ব্যাপার নেই। আমরাই জিতব, বিরোধীদের সঙ্গে মানুষ নেই।' যদিও কুণাল ঘোষ বলছেন, 'সাধারণভাবে, লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রীয় কমিশন ও কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে হয়। পঞ্চায়েত ভোট ও পুরসভা ভোট রাজ্যের কমিশন ও রাজ্যের বাহিনী দিয়ে হয়।' তৃণমূল মুখপাত্রর বক্তব্য, 'কেন্দ্রীয় বাহিনী যখন যেখানে ইচ্ছা আসবে, যাবে, খাবে, ঘুমোবে। কিন্তু মানুষ ভোট দেবে তৃণমূল কংগ্রেসে।' অর্থাৎ, তৃণমূল মুখপাত্র স্পষ্ট করে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করানোর নির্দেশে বিশেষ উদ্বিগ্ন নয় শাসক শিবির। অতীতে যে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করানোর পরও তৃণমূলই জিতেছে, তাও বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি। আর এদিকে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলছেন, 'কেন্দ্রীয় বাহিনীকে আমরা দেখেছি বিজেপি ও তৃণমূল ম্যানেজ করার চেষ্টা করে। যা যা লাগে, সে সব দিয়ে। মানুষ কিন্তু গ্রামে সজাগ আছে।'

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General/S&D, KMC** invites tender online item rate in two bid system for following works :

(1) NIT No.: KMC/(S_D)/XI/003/23-24
Name of the Work: **Repair & Raising of manholes, C.P, G.P, removal of chokage and ancillary works under Br.-XI.** Estimated Cost: ₹ **4,31,198.03**. Earnest Money: ₹ **8,700.00.** Period of Completion: **214 days.**

(2) NIT No.: KMC/(S_D)/112/002/23-24
Name of the Work: **Removal of silt from covered surface drain at Natun Bazar Porakhola and its adjoining area in Ward No.-112 under Br.-XI.** Estimated Cost: ₹ **4,11,882.56**. Earnest Money: ₹ **8,250.00.** Period of Completion: **30 days.**

(3) NIT No.: KMC/(S_D)/107/RBC/23-24
Name of the Work: **Repair & Replace of non-openable damage manhole covers and finding out the hidden manhole under the black top at R. B. connector from Ruby to Nilachal Complex in Ward No.-107 under Br.-XII.** Estimated Cost: ₹ **4,18,418.00**. Earnest Money: ₹ **8,400.00.** Period of Completion: **25 days.**

(4) NIT No.: KMC/(S_D)/XII/001/23-24
Name of the Work: **Repair & Raising of manholes, C.P, G.P, removal of chokage and ancillary works at 7/44 Mukundapur, Naskarhat, Panchasayar, Survey Park, Nayabad etc. under Br.-XII.** Estimated Cost: ₹ **4,57,859.73**. Earnest Money: ₹ **9,200.00.** Period of Completion: **213 days.**

(5) NIT No.: KMC/(S_D)/103/004/23-24
Name of the Work: **Repair of catchpits and replacement of C.P. covers, manhole covers etc. with some ancillary civil works in Ward No.-103 under Br.-XI.** Estimated Cost: ₹ **4,64,999.26**. Earnest Money: ₹ **9,300.00.** Period of Completion: **30 days.** Starting date and time of submission of bid (online): **16.06.2023 at 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 5). Last date and time of submission of bid (online): **24.06.2023 at 2 p.m.** (For Sl. No. 1 to 5). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 5).

(6) NIT No.: KMC/DG(S_D)/BDPS/ES-02/23-24 (1st Call)
Name of the Work: **Servicing and replacement of worn-out component of 5 Nos. auto resistance starter panel unit no.-1, 2, 3, 4 & 5 at JDPS Drainage Pumping Station under BDPS (S&D).** Estimated Cost: **Rate to be quoted**. Earnest Money: ₹ **9,700.00.** Period of Completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid (online): **24.06.2023 at 12 Noon**. The bid forms and other details are available on and from **16.06.2023 at 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

(7) NIT No.: KMC/S_D/RAJAPUR/3/23-24 (2nd Call)
Name of the Work: **Cleaning of clogged materials from the submersible pumps as & when required at Rajapur, Chakgaria, Jorabridge & Rajdanga Drainage Pumping Station.** Estimated Amount: ₹ **3,60,021.00**. Earnest Money: ₹ **7,500.00.** Period of Completion: **180 days.** Last date and time of submission of bid: **27.06.2023 – 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **16.06.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen.

The **Dy. C.E.(E)/(S&D), KMC** invites tender online percentage rate e-tender for following works :

(1) NIT No.: KMC/S_D/KGPS-1/23-24
Name of the Work: **Periodic lifting of foreign materials from sump & screen chamber of Canal Road LS under Kudghat Unit/S&D Department.** Estimated Amount: ₹ **2,20,991.23**. Earnest Money: ₹ **4,450.00.**

(2) NIT No.: KMC/S_D/KGPS-2/23-24
Name of the Work: **Clog cleaning operation of pumps at Buroshibtala L.S-1 under Kudghat Unit/S&D department.** Estimated Amount: ₹ **1,96,886.98**. Earnest Money: ₹ **3,950.00.**

(3) NIT No.: KMC/S_D/KGPS-3/23-24
Name of the Work: **Clog cleaning operation of pumps at Canal Road, LS under Kudghat Unit/S&D department.** Estimated Amount: ₹ **1,70,756.26**. Earnest Money: ₹ **3,450.00.** Period of Completion: **180 days.** (For Sl. No. 1 to 3). Last Date and Time of submission of Bid: **23.06.2023 at 1 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3).

(4) NIT No.: KMC/DG(S_D)BDPS/MM/05/23-24 (1st Call)
Name of the Work: **Repairing and fitting fixing worn out components of Auto Cleaning Strainer mechanism (ACS) at MMPS under BDPS.** Estimated Cost: **Rate to be quoted**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **10 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **28.06.2023 at 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **16.06.2023 at 5 p.m.** (For Sl. No. 1 to 3) & **17.06.2023 at 5 p.m.** (For Sl. No. 4) from the website **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 to 4).

CORRIGENDUM

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XI/110/008/23-24/R of Engg. Deptt.(C) Br-XI published in this Newspaper (Key No.-238/23-24) on 07.04.2023. Last Date and Time of Bid submission should be read as **26.06.2023 – 12 Noon** instead of 17.06.2023 – 12 Noon, the tender will be opened on **28.06.2023** instead of 19.06.2023.

(2) NIT No.: KMC/DG(C)/Br-XI/333/012/23-24/R of Engg. Deptt.(C) Br-XI published in this Newspaper (Key No.-247/23-24) on 09.06.2023. Estimated Amount (Incl. GST & CESS) should be read as **Quoted rate** instead of ₹ 3,01,763.76 (Incl. GST & CESS), Last Date and Time of Bid submission should be read as **26.06.2023 – 12 Noon** instead of 17.06.2023 – 12 Noon, the tender will be opened on **28.06.2023** instead of 19.06.2023. The bid forms and other details will be available on and from **16.06.2023 (5 p.m.)** instead of 09.06.2023 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 & 2) from the website **https://etender.wb.nic.in** 288/23-24

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ১৯৬ সংখ্যা, শুক্রবার, ৩২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০

মোদির আমেরিকা সফরে গোঁষা রুশের

সম্পাদকীয় ১

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমেরিকা সফর নিয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নিজেকে যত বেশি করে তৎপর করতে শুরু করে দিয়েছেন তত বেশি করে রাশিয়া আবার পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। এখন রাজনৈতিক সামরিক এবং আর্থিক দিক দিয়ে মস্কো ইসলামাাবদের বড় বন্ধু বলা চলে। চিন তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা করছে। আরব দেশগুলি এখন চিনের পক্ষ অবলম্বন করতে শুরু করেছে। তারা পাকিস্তানের আর্থিক দুরাবস্থায় সময়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল যার ফলে পাকিস্তান এখন বেশ শক্ত হতে শুরু করেছে। যদিও পাকিস্তানের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। তবুও আরব দেশের আর্থিক সাহায্য নিয়ে পাকিস্তান এখন আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। পাকিস্তানের বর্তমান সরকার এর জন্য ইমরান খানের আর্থিক নীতির সমালোচনা করেছে। ইমরান খান পাকিস্তানে প্রধানমন্ত্রী থাকার সময়ে তিনি পাকিস্তানের আর্থিক উন্নতির কোনও ব্যবস্থা গড়ে তোলেননি। তার ফলেই নাকি পাকিস্তানের বর্তমান দশা। বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। গরিবের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নয়া শিল্প স্থাপন হচ্ছে না। ইমরান খান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী থাকার সময়ে সব কিছুকে অবহেলা করা হয়েছিল। পাকিস্তানের মূল সমস্যার সমাধান করতে পারেননি ইমরান বলে বর্তমান সরকার প্রচার করতে শুরু করেছে। এদিকে রাশিয়া যেভাবে পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করে দিয়েছে তাতে ভারতের বিদেশ নীতি কী হবে তা নিয়ে জটিল হতে শুরু করেছে। ভারত এখনও পর্যন্ত ভারসাম্য নীতি গ্রহণ করে চলছে। রাশিয়া আমেরিকার কোনও পক্ষে ভারত নেই সেটা পরিস্কার করে দিয়েছে। তবুও চিন কিন্তু ভারতের সঙ্গে তাইওয়ান এবং জাপানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাটা একেবারে গ্রহণ করে নিতে পারছে না। জাপান এদিকে চিনের আগ্রাসন রুখতে কোয়াড গঠন করেছে। সেখানে আমেরিকা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং ভারত রয়েছে। কোয়াড তৈরি করেছিলেন জাপানেরর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সিনজে আবে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন চিন এখন দক্ষিণ এশিয়ার দিকে বেশি করে নজর দিতে শুরু করেছে। তার ফলে তারা এখন রাশিয়ার হাত ধরে দক্ষিণ এশিয়া দখল করতে চায়। এদিকে ভারতকে চিনের হাত থেকে রক্ষা পেতে গেলে আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক মধুর করতে হবে। তাছাড়া আমেরিকার বিজ্ঞান প্রযুক্তি ভারতের খুবই প্রয়োজন। আধুনিক বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে আমেরিকাকে পাশে পেতে হবে। সেই কারণে প্রধানমন্ত্রী মোদির আমেরিকা সফর। তাও আবার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আমন্ত্রণে। আমেরিকা এবং ভারত দুই দেশই এই দুই রাষ্ট্র প্রধানের মধ্যে বৈঠকের আয়োজন করে বহু সমস্যার সমাধান করার ব্যাপারে বিশদে আলোচনা করা হবে। আমেরিকা এখন ভারতের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করতে আরও বেশি করে আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করেছে। সামরিক অস্ত্র আদান প্রদানের ব্যাপারে ভারত আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এদিকে রাশিয়া আবার পাকিস্তানের সঙ্গে নিরাপত্তা ব্যাপারে দিকটা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। ইতিমধ্যে পাকিস্তান সেনারা রাশিয়ার সেনাদের সঙ্গে সামরিক মহড়া করে ফেলেছে।

বিশ্বকে রক্ষা করতে পরমাণু অস্ত্র নয়!

সম্পাদকীয় ২

এদিকে রাশিয়া আবার নতুন করে হামলা করতে শুরু করেছে ইউক্রেনের ওপরে। কিভের পাশেই রুশ বাহিনী পৌঁছে গিয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। কিভ দখল করতে মরিয়া হয়েছে রুশ সেনারা। পুতিন এখন ইউক্রেনের খাদ্য ভাণ্ডারের ওপরে আক্রমণ করতে শুরু করেছে। ইউক্রেন সেনাদের খাদ্য কেড়ে নেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে রাশিয়া। ইউক্রেনের সাপ্লাই লাইন কেটে দেওয়ার চেষ্টা করছে রাশিয়া। এদিকে কিভ ত্যাগ করে চলে যাননি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি। তিনি কিভকে রয়েছেন। তিনি পরিস্কার করে বলেছেন, কিভ ছেড়ে চলে যাওয়ার কোনও কথাই থাকতে পারে না। ইউক্রেন সেনারা তাদের মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে জীবন দিয়ে লড়াই করছে। ইউক্রেনকে স্বাধীন রাখাই হচ্ছে ইউক্রেন সেনাদের লক্ষ্য। রাশিয়ার অধীনে ইউক্রেন থাকতে চায় না সেই বার্তা জেলেনস্কি আগেই দিয়েছিলেন। কিন্তু পুতিন ইউক্রেনকে তাদের দখলে রাখতে চান। এদিকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির সঙ্গে জাপানে কী আলোচনা হয়েছে তা প্রকাশ্যে আসেনি। সেটা প্রকাশ্যে না আসলে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভারত কোনও রকম মত প্রকাশ করেনি। তবে যুদ্ধ করার এটা সময় নয় এই বার্তা মোদি জেলেনস্কিকে বলেছেন। কিন্তু দুই পক্ষকে সামালানো সম্ভব হচ্ছে না ভারতের পক্ষে। সারা বিশ্বে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে ঠাণ্ডা যুদ্ধ। রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্বকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে দেওয়ার পক্ষে সবচেয়ে বেশি অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছে। এদিকে জার্মান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তারা পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করবে না। বিশ্বকে রক্ষা করতে গেলে পরমাণু অস্ত্র সম্ভার কমাতে হবে। জার্মান এখন পরমাণু শক্তিকে ত্যাগ করে সৌর শক্তির ব্যবহারের ওপরে বেশি করে জোর দিয়েছে। এদিকে রাশিয়ার পরমাণু অস্ত্র বেলারুশে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। বেলারুশের প্রেসিডেন্ট বলেছেন, যাদের হাতে পরমাণু অস্ত্র রয়েছে তাদের সঙ্গে লড়াই করাটা একেবারে মুর্খামি। তবে ইউক্রেনে যুদ্ধে যদি ভুল ক্রমে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করা হয় তাহলে তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে থাকবে। পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করার কথা না বললেও পুতিন বলে দেননি যে তিনি পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করবেন না।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী

স্বামী বিবেকানন্দ শক্তির কথা বলতেন মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি জয়ী হওয়ার শক্তি দিয়েছিলেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি তিনি দিয়েছিলেন। অর্ধমকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে।

বাংলার বিপ্লবীদের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড

রবীন্দ্রকুমার শীল

১৯১৪ সালে ২৬ আগস্ট এর ঐতিহাসিক রডা অস্ত্র লুণ্ঠন অভিয়ানে সঙ্গে যাঁরা প্রধান ভূমিকায় ছিলেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত পচিয় এখানে দেওয়া হল। কলকাতার বসে ব্রিটিশ রাজশক্তি দরবারের সম্মুখে থেকে 'রডা কোম্পানি'র অস্ত্র লুঠ করে সশস্ত্র সংগ্রামীদের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করাই ছিল 'আত্মোন্নতি সমিতি'র সদস্যদের মূল লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করতে যুক্ত হয়েছিল বেশ কয়েকটি গুপ্ত সংস্থার সদস্যরা। তার মধ্যে ছিল 'মুক্তি সংঘ' তথা উত্তরকালীন 'বি.ভি'-এর বেশ কয়েকজন আদি কর্মনায়কেরা। যুক্ত ছিল 'বি.ভি'। এই সংগঠনের পুরো নাম ছিল 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'। ১৯০৬ সালে বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ (বড়দা) কলকাতায় এসে উপস্থিত হন। সেই বছরেই তাঁর সঙ্গে ক্রমে ক্রমে কলকাতার বিপ্লবীদেরপরিচয় ঘটতে থাকে। এঁদের মধ্যে ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, শ্রীঅরবিন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, বিপিনচন্দ্র পাল, সতীশ মুখার্জি (ডন সোসাইটি) প্রমুখ। হেমচন্দ্র দলের 'মুক্তি সংঘ' নামটি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের খুবই পছন্দ হয়েছিল। তবে তিনি সেই সময়ে বলেছিলেন গুপ্ত সমিতি যেন গুপ্ততেই থাকে। তাই ছিল। হেমচন্দ্রের ভাষায় বলা যেতে পারে, ''গুপ্ত সমিতির তৎকালীন নিয়মানুসারে এই নাম আমরা গোপন-মন্ত্রের মতই গ্রহণ করিয়াছিলাম। দলে ঢুকিবার পাঁচ-সাত বৎসর পর প্রয়োজনবোধে খাঁটি কর্মীকে হয়তো তখনকার দিনে নামটি জানান হইত। পুলিশ বা অপর বিপ্লবী দল তো দূরের কথা, নিজেদের অধিকাংশ কর্মীও দলের এই নাম জানিতেন না। সকলেই সাধারণতঃ আমাদের দলকে 'হেম ঘোষের দল' বলিয়া চিহ্নিত করিতেন। সেই যুগে দলের নাম খুব একটা প্রয়োজনীয় ব্যাপার হইয়া উঠে নাই। উহা সংগোপনে মনে রাখিলেই চলিত।'' (ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়ের 'সবার অলক্ষ্যে' গ্রন্থের প্রথম পর্বের (২য় সং, ১৩৭৬, ছয়ের পাতায়)।

শ্রীশচন্দ্র পালঃ জন্ম ১৮৯১ সালে। শিরিষ চন্দ্র পাল ওরফে নরেন রবি। পিতার নাম শরৎচন্দ্র পাল। মাতার নাম ছিল শশীবালা দেবী। থাকতেন ঢাকা মুলবড়গা। থানা ঃ শ্রীনগর। সক্রিয় এবং কট্টরপন্থী বিপ্লবী। রডা কোম্পানির অস্ত্র লুণ্ঠনের মূল কারিগর। পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেডেন্ট বসন্ত চ্যাটার্জির হত্যাকারী। সঙ্গীসাথী নিয়ে ঢাকায় গিয়েছিলেন ডাকাতি করতে। কিন্তু সেখানে ধরা পড়ে যান। ক্রিমিনাল প্রসিডিউর কোড এর ১৮১৮ এর তৃতীয় ধারা অনুযায়ী ১৯১৯ সালে সালের ২৬ সেপ্টেম্বর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ তিনি ছাড়া পান। বিপ্লবী আক্রমণ প্রকল্প রচনা করতেন। বৈপ্লবিক কর্মস্থল ছিল কলকাতায়। এখানে তিনি 'মুক্তি সংঘে'র প্রতিষ্ঠাতা ও সর্বাধিনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের প্রতিনিধিত্ব করতেন এবং 'আত্মোন্নতি সমিতি'র সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করে যেতেন। নন্দলাল হত্যা, ব্রায়েন হত্যার ষড়যন্ত্র ও রডা কোম্পানির ষড়যন্ত্রের নায়ক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করার শ্রীশচন্দ্র পাল আত্মগোপন করে থাকতেন। তাঁর ছদ্মনাম ছিল নরেন দত্ত। বিপ্লবীদের চোখে তিনি ছিলেন 'an action wizard'। 'আত্মোন্নতি সমিতি'র বিশিষ্ট সদস্য এবং রডা কোম্পানি অস্ত্র লুণ্ঠনের সঙ্গে জড়িত

বিপ্লবী সতীশ চন্দ্র দে-এর ভাষায় বলা যেতে পারে,'' শ্রীশ পাল (ওরফে নরেন) নির্ভীক বিপ্লবী ছিলেন। শুধু প্রফুল্ল চাকি'র আত্মবলিয়নের জন্য দায়ী পুলিশ অফিসার নন্দ ব্যানার্জীকে সারপেনটাইন লেনে হত্যা করেন নি, আগড়পাড়ায় যে মুরারী মিত্র আমাদের বিপ্লবী নেতা বিপিনদাকে ধরিয়ে দিয়েছিল, তাকেও গুলি করে মেরেছিলেন তাঁর বাড়ির দরজায়।'' (সাপ্তাহিক বসুমতী, ০১.০৭.১৯৬৫)। ১৯১৬ সালে ধরা পড়ে তিন আইনে বন্দী হন। স্টেট প্রিজনার রূপে নানা জেল ঘুরিয়ে শেষটায় তাঁকে হাজারিবাগের সেন্ট্রাল জেলে রাখা হয়েছিল। ১৯১৯ সালের শেষে দিকে অসুস্থ অবস্থায় তিনি মুক্তিলাভ করেন। মুক্তি লাভের পর দলের নির্দেশে তিনি লোক দেখানো ভাবে রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমৃত্যু অতি সংগোপনে বাছাই করা দুই চারজন দলীয় সদস্যের মাধ্যমে দলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে প্রয়োজনীয় বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে গেছেন। ১৯৩৯ সালে ১৩ই এপ্রিল মাত্র ৫৩ বছর বয়সে ঢাকা মেডিকেল স্কুল হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। 'মুক্তি সংঘে'র সক্রিয় কর্মী ছিলেন শ্রীশ পাল। দলের ছেলেরা হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে পরিচিত ছিল না। দলের সবাই শ্রীশ পালকে চিনতো। শ্রীশ পালের মাধ্যমে হেমচন্দ্র (বড়দা) প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেন। 'মুক্তি সংঘ' প্রথম অ্যাকশন সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত করেছিল। ১৯০৮ সালে ৯ নভেম্বর কলকাতার সারপেনটাইন লেনে ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকির আত্ম-বিলয়নের জন্য দায়ী অতিরিক্ত পুলিশ অফিসার নন্দলাল ব্যানার্জিকে সেদিন পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন শ্রীশ পালই। তিনি রিভালবার দিয়ে গুলি করে হত্যা করেন পুলিশ অফিসারটিকে। সেদিন এই কাজ সংঘটিত হওয়ার সময়ে 'আত্মোন্নতি সমিতি'র সদস্য রণেন গাঙ্গুলী তাঁর পাশে ছিলেন। 'আত্মোন্নতি সমিতি'র নেতা বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য দায়ী পুলিশ গুপ্তচর মুরারী মিত্রকে ২৫.০৮.১৯১৫ তারিখে তার আগরপাড়ার বাড়ির দরজায় গুলি করে মেরেছিলেন। এখানে উল্লেখ করতে হবে যে ১৯০৫ সালে হেমচন্দ্র ঘোষ ঢাকাতে মুক্তি সমিতি গড়ে তুলেছিলেন। হেমচন্দ্রের সেই সময়ে সঙ্গী ছিলেন শ্রীশ পাল, রাজেন গুহ, গুণেন ঘোষ, মাখন চক্রবর্তী, হরিদাস দত্ত, খগেন দাস, বিভূতি বসু, ক্ষিতিপতি মিত্র, নিকুঞ্জ সেন (বড়), হরিদাস রায়, সুরেন বর্দ্ধন (ডাঃ), কৃষ্ণকান্ত অধিকারী, মুন্সী আলিমুদ্দিন (মাস্টার সাহেব), সতীশ সাহা, প্রমথ (টেনু) চৌধুরী প্রমুখ।

হরিদাস দত্তঃ হরিদাস দত্তর জন্ম ঢাকা জেলার কাঠালিয়া (কার্তিকপুর) গ্রামের বিখ্যাত দত্ত পরিবারে। তাঁর জন্মদিনটি হল ১৮৯০ সালের ১৬ নভেম্বর। পিতার নাম কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত ও মাতার নাম বিন্দুবাসিনী দেবী। ১৯০১ সালের ১৯ মার্চ স্বামী বিবেকানন্দ যখন ঢাকায় যান মেজদাও তখন ঢাকার মামার বাড়িতে। মেজদার দাদা যোগেশ দত্ত ছিলেন বিপ্লবী নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের সহপাঠী। সেই সূত্রেই হরিদাস দত্ত হেমচন্দ্রের তথা বড়দার সংস্পর্শে আসেন। হেমচন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দ্রের দর্শন লাভ করেছিলেন। তখন হেমচন্দ্রের বয়স ছিল সতেরো আঠারো বছর। কাজেই দশ বছরের হরিদাস দত্তর সঙ্গী হবার কোনও প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু বালক হরিদাস নাছোড়বান্দা। বড়দের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ দর্শনে যাবেনই। যোগেশ দত্তর পিছন পিছন শেষ পর্যন্ত হরিদাস দত্ত স্বামী বিবেকানন্দ দর্শনে গেলেন এবং তাঁর আর্শীবাদ পেলেন। হরিদাস দত্তের বিপ্লবী জীবনের অঙ্কুরোদ্গমের এই হল শুভ সূচনা। এর পরে ঢাকার প্রখ্যাত মল্লবীর পার্শ্বনাথের আখড়ার লালমাটি স্পর্শে হরিদাস দত্ত নিজেকে বিপ্লবী হিসাবে প্রস্তুত করলেন। হরিদাস দত্তের রাজনৈতিক নেতা হেমচন্দ্র ঘোষ হলেও তাঁর কর্ম নেতা ছিলেন হেমচন্দ্রের অনুগামী বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র পাল (১৮৮৬-১৯৩৯)। শ্রীশ পালের নির্দেশে হরিদাস পালের প্রথম বৈপ্লবিক কাজ হল, জগদ্দলের আলেকজান্ডার জুটমিলের এক ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার ও'ব্রায়েন সাহেব সেই মিলের এক বাঙালি কেরানিকে পদাঘাত করে মেরে ফেলেছিল। বিচারে তার মাত্র ৫০ টাকা জরিমানা হয়। সেই সাহেবকে চরম দণ্ড দেওয়ার জন্য হরিদাস দত্ত ও তাঁর অপর সতীর্থ বিপ্লবী খগেন দাশ (১৮৯৩-১৯২৭) ওই চটকলের সাধারণ কুলি হিসাবে কাজে অংশ গ্রহণ করেন। তবে ভীত সন্ত্রস্ত ও'ব্রায়েন অতিরিক্ত সতর্ক হয়ে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত কাজটি করা সম্ভব হয়নি। জাতির সম্মানার্থে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এই দুই শিক্ষিত তরুণ চটকলের কাজে যোগ দিয়ে কুলির জীবন যাপন করতে দ্বিধাবোধ করেননি। এই ঘটনার পর হরিদাস দত্তকে কিছু দিনের জন্য গা ঢাকা দিতে হয়েছিল। এস. এস হাবিলদার নামে একটি জাহাজে ভাণ্ডার রক্ষকের কাজ নিয়ে বিদেশে চলে গিয়েছিলেন। তবে ১৯১৪ সালেই তাঁকে আবার দেখলে পেলাম রডা অস্ত্র লুণ্ঠনের রোমাঞ্চকর অভিযানে।

জাহাজে করে রডা কোম্পানির অস্ত্র আসার খবর পাওয়া মাত্র জরুরী বৈঠক ডাকার সিদ্ধান্ত হল। দিনের দুপুরে ডালহৌসির মতো জনবহুল স্থানে গাড়ি বোঝাই করা পিস্তল লুট করার পরিকল্পনাকে অতি উদ্ভট এবং অবাস্তব মনে করে কয়েকজন প্রতিনিধি বৈঠক ছেড়ে চলে গেলেন। এমনকী সেই সময়ে নরেন ভট্টাচার্যও (পরবর্তীকালে যিনি এম. এন রায় নামে পরিচিত হয়েছিলেন) সভা ত্যাগ করে চলে যান। কিন্তু 'মুক্তি সংঘ' এবং 'আত্মোন্নতি সমিতি'র সদস্যরা বৈঠক ছেড়ে উঠলেন না। সেই সময়ে শ্রীশ পালের মাথা দিয়ে একটি বুদ্ধি এসে গিয়েছিল। সেই বুদ্ধি জোরে অস্ত্র লুঠ করা হবে বসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। একদিকে 'মুক্তি সংঘ'-এর শ্রীশ পাল, হরিদাস দত্ত ও খগেন দাশ এবং অন্যদিকে 'আত্মোন্নতি সমিতি'র অনুকূল মুখার্জি, শ্রীশ (হাবু) মিত্র উপস্থিত ছিলেন। পেছনে ছিলেন হেমচন্দ্র ঘোষ এবং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর মতো নেতৃবৃন্দ। সভায় ঠিক হয়েছিল অনুকূল মুখার্জি একটি গোরুর গাড়ি জোগাড় করে দেন এবং সেই গাড়ির গাড়োয়ান হবেন 'কুঞ্জ' ছদ্মবেশী হরিদাস দত্ত। কুঞ্জ গাড়োয়ান গোরুর গাড়ি করে মাউজার পিস্তল নিয়ে মলঙ্গা লেনে প্রবেশ করেন। সেই সব পিস্তল বিভিন্ন স্থানে সরানোর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন অনুকূল মুখার্জি। অস্ত্র লুঠ করা দিনে হরিদাস দত্তকে শ্রীশ পাল নিয়ে এলেন হোস্টেলে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর অনুগামী প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকারের কাছে। তিনি তখন আইন কলেজের ছাত্র। কথা ছিল হরিদাস দত্তকে একেবারে খাঁটি হিন্দুস্তানী গাড়োয়ানের মতো সাজিয়ে দেওয়া হবে। হরিদাস দত্তকে প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকার চিনতেন। কারণ একটি সময়ে দুমকায় হরিদাস দত্ত 'অতুল' ছদ্মনামে কিছুদিন অজ্ঞাতবাস করেছিলেন। গোরুর গাড়ির চালক হয়ে হরিদাস দত্ত যখন গরুর গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বের হলেন তখন কার সাধ্য তাকে চিনতে পারে। মাথায় কদম ছাঁট। গায়ে কালো ফতুয়া। গলায় কালো ফিতের সঙ্গে আঁট করে লাগানো পিতলের ধুকধুকি। পরণে আট হাতি কোড়া ধুতি। এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন রয়েছে যে তখন কাস্টমস হাউস রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে শুরু করে একেবারে স্ট্যান্ড রোড পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হরিদাস দত্তের অস্ত্র বোঝাই গাড়িটি লাইনের শেষ দিকে ছিল। হরিদাস দত্তের গাড়ি এগোতে থাকে। সঙ্গে রক্ষী হিসাবে ছিলেন সশস্ত্র শ্রীশ পাল এবং খগেন দাশ। অন্য গাড়িগুলি রডা কোম্পানির দিকে প্রবেশ করলো। (ক্রমশ...)

অমিত কৌশল কী পরাস্ত? উত্তর খুঁজছে জনগণ

বিশেষ প্রতিনিধি

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ কৌশল কি পরাস্ত হতে শুরু করে দিয়েছে তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। মহারাষ্ট্রে শিবসেনা দলকে যেভাবে দুই টুকরো করে দেওয়ার কৌশল অবলম্বন করে অমিত শাহ মহারাস্ট্রের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করলেন সেটা কিন্তু বহু দক্ষ রাজনীতিবিদের কাছে খুব একটা পছন্দ হয়নি। অমিত শাহ আবার এই কৌশল নিয়ে গর্ব অনুভব করেছেন। উত্তর ভারতে বিজেপি সরকারের প্রভাব থাকলে দক্ষিণ ভারতে বিজেপি তাদের প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে হিন্দি ভাষার ওপরে বেশি গুরুত্ব দেওয়া। হিন্দি ভাষাকে বেশি গুরুত্ব দিতে গিয়ে আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কোনও চিন্তাভাবনা করছে না। বাংলা ভাষা একটি শক্তিশালী ভাষা। সেই ভাষাকে আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজন রয়েছে সেটা কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার অনুভব করছে না। বহু আঞ্চলিক ভাষা অত্যন্ত শক্তিশালী। সেই সব ভাষাকে আরও বেশি করে শক্তিশালী করার জন্য কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা থাকার প্রয়োজন। কিন্তু তা দেখতে একেবারে পাওয়া যাচ্ছে না। দক্ষিণের বহু রাজ্য হিন্দি ভাষাকে বয়কট করতে শুরু করে দিয়েছে। সেখানকার ভোটাররা মনে করে যে বিজেপি আসা মানেই হল হিন্দি ভাষাকে তাদের রাজ্যে নিয়ে আসা। সেই কারণে তারা বিজেপিকে দূর রাখতে শুরু করেছে। রামচন্দ্র ভারতের মহাকাব্যের জাতীয় চরিত্র হলেও বহু রাজ্যে আবার শিব, নারায়ণ, তিরুপতি পরম দেবতা হিসাবে গণ্য। তার ফলে সেখানে কিন্তু রাম নাম করলে ভোট পাওয়া একেবারে অসম্ভব। যদিও রামকে হিন্দুরা যথেষ্ট শ্রদ্ধা এবং ভক্তি করে থাকে। তবুও বহু রাজ্যে আঞ্চলিক দেব দেবতাগুলি সেখানকার ধর্মীয় প্রধান উপাসক হয়ে রয়েছে। মহারাষ্ট্রে যেমন গণেশ প্রধান উপাস্য দেবতা হিসাবে চিহ্নিত। বাংলায় দেবী দুর্গা এবং মা কালী প্রধান উপাস্য দেবী হিসাবে পুজিত হন। বাংলার রাম মন্দির থাকলেও তা নিয়ে বাংলার নাগরিকদের কোনও উৎসাহ নেই। দুর্গা পুজো এবং কালী পুজোকে কেন্দ্র করে যে উৎসব বাংলায় শুরু হয় তা কিন্তু রামকে নিয়ে সেই রকম উৎসব দেখতে পাওয়া যায় না। রাম মন্দির কলকাতায় রয়েছে। সেখানে নিত্য পুজো হয়ে থকে। সেখানে একটি স্কুলও আছে। কলকাতার রাম মন্দির একটি বিখ্যাত মন্দিরও বটে। কিন্তু বাঙালিরা বিশেষ করে বাংলার লোকেরা কালী এবং মা দুর্গকে নিয়ে মেতে থাকে বেশি। আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ধর্মকে গুরুত্ব বেশি করে দিতে হবে। তারা যাতে লুপ্ত না হয়ে যায় তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে সরকারকে। কারণ এই সব ধর্মীয় সংস্কৃতি কয়েক হাজার বছরের প্রাচিন। এর সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতি জড়িয়ে রয়েছে। সেই কারণে দরকার হচ্ছে সব ধর্ম এবং সংস্কৃতিকে রক্ষা করা। সেই কারণে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দিকে নজর রাখতে হবে। কারণ তাঁর ওপরে বেশি ভরসা করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি এবং অমিত শাহ এখন বিজেপি দলের কাণ্ডারি বলা যেতে পারে। তবে হুঙ্কারের কাজ হয় না। কাজ হয় শান্তনায়। আওয়াজ দিলেই কাজ হয় না। কাজ করতে রাস্তায় নেমে সকলের সঙ্গে হাত ধরতে হয়। সেই হাত ধারাটা একেবারে বাদ দিল বিজেপি? হাত ধরে চলার চেষ্টা করেনি বলেই আজকে বিজেপিকে এত বড় ধরনের ধাক্কাকে সামাল দিতে হচ্ছে। ভারতবর্ষের অসহায় মানুষদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে না পারলে কিন্তু পরাজয় একেবারে নিশ্চিত সেটা আবার প্রমাণ করে দিল দিল্লির বাসিন্দারা। তারা বুঝিয়ে দিল যে তাদের পাশে যদি সরকার বা শাসক দলের নেতারা এসে না দাঁড়ায় তাহলে তাদেরকে সমর্থন করার কোনও মানে হয় না। আম আদমি দলের নেতারা জনগণের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে তাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে। সেটাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু যাদের শক্তি ছিল। কিন্তু তারা সেই শক্তি নিয়ে অসহায় নাগরিকদের পাশে এসে দাঁড়ায়নি তাদেরকে একেবারে ফেলে দিয়েছে রাস্তায়। তাদের আর উঠে দাঁড়ানোর মতো কোনও ক্ষমতা নেই। বিজেপিকে ক্ষমতায় নিয়ে এসেছিল জনগণ বহু আশা নিয়ে। কিন্তু বিজেপি জনগণের সেই আশাকে পূরণ কী পরণ করতে পেরেছে? আম আদমি দলের শক্তি ছিল না। কিন্তু শক্তি ছিল সাধারণ মানুষের হয়ে কথা বলার। সাধারণ মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর ফলে আজকে দিল্লিতে আবার সরকার গঠন করতে পারলো আম আদমি। পাঞ্জাবে সরকার গঠন করলো আম আদমি। কংগ্রেস দল আবার কর্নাটকে ফিরে এলো। গোয়াতে কংগ্রেস দল শক্তিশালী হতে শুরু করেছে। বিজেপি এখন নাগরিকদের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্কটা কী বুঝতে পারছে না? সরল অঙ্কটা বুঝতে কেন তাদের এতো সময় নিচ্ছে সেটা ঠিক ধরতে পারা গেল না। রাম জন্মভূমি নিয়ে রাজনীতি করে ক্ষমতা দখল করা আর যাবে না সেটা স্পষ্ট। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বিজেপি সরকারকে ধরে রাখতে পারছে না। পদে পদে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সরকারের ভুল পথ ধরে চলার চেষ্টা করছে। যার ফলে বহু রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠন করতে পারছে না। সাধারণ মানুষ কী চায় সেটা ধরতে হবে বলে বুঝতে হবে। সাধারণ মানুষের হয়ে কথা বলতে পারছে না কেন বিজেপি পারছে না তার গলদ কোথায় তাতে বুঝতে হবে। ধর্মীয় ভীতি দেখা দিতে শুরু করেছে। সংখ্যালগুরা নিরাপদ বোধ করছে না। ধর্মীয় ভীতির বিস্তার করার ফলে বিভেদের রাজনীতি প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। এর থেকে বিজেপি দলকে এখন বের হতে হবে। সাধারণ মানুষের মনে আস্থা দিতে হবে। অভয় দান করতে হবে। তবেই বিজেপি শাসন সাধারণ মানুষের সহানুভূতি লাভ করতে সক্ষম হবে। না হলে কিন্তু আবার বিজেপিকে সারা ভারত থেকে সরে যেতে হবে। কোনঠাসা হয়ে যেতে হবে। কংগ্রেস যদিও কোনঠাসা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তবুও কংগ্রেসের ওপরে ভরসা রাখে একদল নাগরিক। তারা কিন্তু এখন কংগ্রেসের ওপরে ভরসা করে। সাধারণ নাগরিকদের হয়ে কথা বলে কংগ্রেস। বিজেপি সেই কথাটা ধরতে পারছে না। অমিত শাহ যে কৌশল গ্রহণ করে রাজনীতিক ক্ষমতা দখল করতে চাইছেন তা সাময়িক। ভারতবর্ষটা হচ্ছে বহু ধর্মের বিশ্বাসীদের বসবাস করার স্থান। সবাইকে ধর্মাচারণ করার অধিকার দিতে হবে। আইন দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে তা কেড়ে নেওয়া যায় না। ভয়টা এতো বেশি পেয়ে গিয়েছে সাধারণ নাগরিকেরা যার ফলে দিল্লিতে বিজেপি ওপরে কেউই ভরসা করতে পারছে না। আগামি লোকসভার নির্বাচনে মোদি সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের আসতে গেলে জনগণের আস্থা অর্জন করতে হবে। জীবনের নিরাপত্তা দিতে হবে। গনজণকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

হেরিটেজ পাথুরিয়াঘাটার মল্লিক পরিবার

পাথুরিয়া ঘাটা একসময়ে ধনী বাঙালিদের আবাস ছিল। সেখানে কিছু সোনার বণিক সম্প্রদায় পরিবার ছিল যারা সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায় ভুক্ত। পাথুরিয়া ঘাটা মল্লিক বাড়িটি আজও বাংলার ঐতিহ্যকে বহণ করে চলেছে। প্রবেশ পথের দরজাটি কাস্ট আয়রনের তৈরি। এখন সেখানে রয়েছে গাসের ল্যাম্প পোস্ট যা অতীতকে স্মরণ করায়। এখানে রয়েছে ঠাকুর দালান। সেখানে ঠাকুর মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে সিংহ বাহিনী দেবী মূর্তি। এখানে একটি আয়রন বুক রয়েছে যা ইংল্যাণ্ড থেকে আনা হয়েছিল ১৮১৮ সালে। পাঠান শাসন কালে সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাংলার সোনার খনিগুলোর উৎস আবিস্কার করেছিলেন। এ ব্যাপারে যাঁরা তাঁকে সহযোগিতা করেছিলেন সেই সব পরিবারকে মলিকস উপাধি দান করেন। তারপর থেকে মল্লিক উপাধিতে নিজেদের ভূষিত করতে শুরু করে কলকাতার মল্লিকেরা। রাজারাম মল্লিক কলকাতায় চলে এসেছিলেন। কলকাতায় এসে পাথুরিয়া ঘাটাতে বসবাস করতে শুরু করেন।

রাজারামের দাদা বৈদ্যনাথ দে মল্লিক তাঁদের বাড়িতে প্রথম সিংহ বাহিনী দেবতা মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই দেবতার প্রায় ১৫০০ বছরের ইতিহাস রয়েছে। শোনা যায় রাজা মান সিং এই দেবতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মুঘলদের হাত থেকে দেবতাকে রক্ষা করতে একজন পুরোহিত চট্টগ্রামে দেবতাকে নিয়ে পালিয়ে যান। রাজা রাম মল্লিকের পুত্র দর্পনায়ারণ মল্লিক ১৬৭২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৭০৩ সালে কলকাতায় এসেছিলেন। ১৭১৩ সালে তাঁর পুত্র নয়ন চাঁদ মল্লিকের জন্ম হয়। নয়ন চাঁদের পুত্র নিমাই চরণ ১৮৩৬ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। নিমাই চরণ একজন বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সংকটের সময় ইংরেজ সরকারকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতেন। ফলে ইংরেজ সরকার তাকে বেশি মান্যতা দিত। মল্লিক বাড়িটি তৈরি করেছিলেন ম্যাকিনটস বার্ন কোম্পানি। এখনও এই বাড়িটে নাচঘরে বেলজিয়াম কাচের ঝাড়বাতি দেখতে পাওয়া যায়। ঠাকুর দালানের বাতি স্তম্ভ গুলো কাস্ট লোহা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।

সিলিন্ডার চুরি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৫ জুন ঃ গ্যাস সিলিন্ডারের গাড়ি থেকে টোটো নিয়ে গ্যাস ভর্তি সিলিন্ডার চুরি করে পালাতে গিয়ে দুই চোরকে হাতে নাতে ধরে ফেলল স্থানীয়রা। তাদের দু'জনকে মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দেয় এলাকাবাসী। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। ঘটনাটি ঘটে শান্তিনগর আমতলা মোড় এলাকায়। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুর ১টা নাগাদ একটি গ্যাস সিলিন্ডার ডেলিভারি করতে আসেন গ্যাস কোম্পানির এক কর্মী। তিনি যখন সিলিন্ডার রাখতে বাড়ির ভেতরে ঢোকেন তখন সুযোগ বুঝে একটি টোটো করে দুই যুবক সিলিন্ডারের গাড়ি থেকে একটি গ্যাস ভর্তি সিলিন্ডার নিয়ে টোটোতে চাপিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সেই সময় ওই কর্মীর ঘটনাটি চোখে পড়লে তিনি চিৎকার শুরু করেন। তার চিৎকার শুনে স্থানীয়রা ওই টোটোটি ধাওয়া করে তাদের আমতলা স্পোর্টিং ক্লাবের সামনে এসে আটকায়। সেখান থেকে তাদের শান্তিনগর এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই ওই দুই চোরকে মারধর করে এলাকাবাসী। পরবর্তীতে ঘটনাস্থলে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ পৌঁছালে তাদের দু'জনকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ঝড়ে লন্ডভন্ড

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৫ জুন ঃ বৃহস্পতিবার সকাল আনুমানিক ছ'টা নাগাদ বৃষ্টির সাথে আচমকা ঝড় হওয়ায় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ময়নাগুড়ি ব্লকে। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন এক মহিলা। বর্তমানে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। জানা যায়, ময়নাগুড়ি ব্লকের সাপটি বাড়ি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চেকাডেরা বুথের অন্তর্গত পণ্ডিতের বাড়ি এলাকায় এই ঝড়ের তান্ডব হয়। যার জেরে এলাকার প্রায় পঞ্চাশের অধিক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঝড়ের ফলে প্রচুর গাছ উপড়ে পড়ে, কারো টিনের চাল উড়ে গিয়েছে, কোথাও ভেঙে পড়েছে বিদ্যুতের খুঁটি আবার কোথাও মুরগির ফার্ম ভেঙে পড়ে ব্যাপক ক্ষতি হয়। জানা যায় ওই এলাকার এক মহিলা রাধারাণী বিশ্বাসের শোবার ঘরে গাছ ভেঙে পড়ায় গুরুতর আহত হন। তাকে উদ্ধার করে প্রথমে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে প্রথমে জলপাইগুড়ি ও পরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করানো হয়। সেখানেই বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

আক্রান্ত সিপিএম

দুরন্ত বার্তা, খড়্গপুর, ১৫ জুন ঃ মনোনয়ন জমা দিতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন সিপিএম নেতা-কর্মীরা। সিপিএমের মহিলা কর্মী ও নেত্রীদের ওপরও আক্রমণ করার অভিযোগ উঠলো। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলায়। সিপিএমের দাবি, এদিন পিংলাতে দলের নেতা-কর্মীরা মনোনয়ন দিতে যাচ্ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন দলের জেলা কমিটির সদস্য তথা পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সম্পাদিকা নাসিমা বিবিও। নাসিমা বিবি সহ আট জনকে মারধর করা হয়। সকলেই কম বেশি জখম হয়েছেন। অভিযোগ, বিডিও অফিসে যখন তারা মনোনয়ন জমা দিতে যান তখন বিডিও অফিসের কাছে পুলিশের সামনেই পথ আটকায় তৃণমূল। মনোনয়ন জমা দিতে বাধা দেয়। কিছু বাধা না মানায় লাঠি, রড দিয়ে আক্রমণ করা হয়। কয়েকটি নমিনেশন পেপার সহ ভোটার কার্ড, আধার কার্ডও ছিনিয়ে নেয় বলে অভিযোগ।

হ্যারিকেন মিছিল

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৫ জুন ঃ শিলিগুড়ি শহরে ক্রমাগত লোডশেডিংয়ের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে হ্যারিকেন হাতে বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হল সিপিএম শিলিগুড়ি ২ নম্বর এরিয়া কমিটি। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডের অনিল বিশ্বাস ভবনের সামনে থেকে হাতে হ্যারিকেন নিয়ে একটি বিক্ষোভ মিছিল করে হিলকার্ট রোডস্থিত বিদ্যুৎ বন্টন দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকের হাতে দাবি সম্মিলিত স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়। তীব্র তাপদাহে যেভাবে শহরজুড়ে লোডশেডিং হচ্ছে তাতে আমজনতা ভোগান্তির শিকার হচ্ছে। অবিলম্বে এই লোডশেডিং বন্ধ করতে হবে এই দাবি তুলে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এছাড়াও যদি সমস্যা সমাধান না হয় তাহলে বৃহত্তর আন্দোলনে নাম্বার হুশিয়ারি দেওয়া হয় সিপিএম দুই নম্বর এরিয়া কমিটির পক্ষ থেকে।

সদ্যোজাত দেহ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ জুন ঃ সদ্যোজাত শিশু কন্যার মৃতদেহ উদ্ধার করল ইংরেজ বাজার থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালে ইংরেজবাজার শহরের নজরুল সরণী এলাকায় রাস্তার ধারে পড়ে থাকা আবর্জনার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় এই শিশু কন্যার মৃতদেহ। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকাজুড়ে। ওই এলাকায় একটি ডাস্টবিনের মধ্যে প্রথমে এলাকার কিছু লোকজন সদ্যোজাতের দেহটি পড়ে থাকতে দেখেন। শহরের ডাস্টবিনে এমন সদ্যজাত ফেলার ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করছেন এলাকার বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। ইংরেজবাজার থানা থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে একটি ডাস্টবিনে বৃহস্পতিবার সকালে এই সদ্যজাত শিশুটির দেহ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনায় নিন্দার ঝড় উঠেছে। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বনধে অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৫ জুন ঃ পাঁচ দফা দাবিতে আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের ডাকে ভারত বনধের ডাক দেওয়া হয়েছে। আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের দার্জিলিং জেলা কমিটির তরফে বনধের সমর্থনে পথ অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হয়। বৃহস্পতিবার তীর ধনুক, ধামসা মাদল নিয়ে প্রথমে ফাঁসিদেওয়ায় বনধের সমর্থনে মিছিল করা হয়। এরপর ঘোষপুকুরে এশিয়ান হাইওয়ে অবরোধ করে আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের দার্জিলিং জেলা কমিটির কর্মী-সমর্থকরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। এদিকে পথ অবরোধের জন্য যানজটের সৃষ্টি হয়। তাতে বিপাকে পড়তে হয় নিত্যযাত্রীদের।

তৃণমূলী চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব

মুর্শিদাবাদ পুরসভায় সঙ্কট

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৫ জুন ঃ পঞ্চায়েত ভোটের আবহেই একটি পুরসভা হাতছাড়া হওয়ার উপক্রম হল জোড়াফুল শিবিরে। কেননা মুর্শিদাবাদ পুরসভায় তৃণমূলের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন দলেরই কাউন্সিলরদের কয়েকজন। ইতিমধ্যেই তাঁরা লালবাগ মহকুমা শাসকের কাছে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দিয়েছেন। লালবাগ মহকুমা শাসক সুদীপ ঘোষ মুর্শিদাবাদ পুরসভার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থার সত্যতা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, পুরসভার বেশ কয়েকজন কাউন্সিলার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছেন। তবে কতজন অনাস্থা এনেছেন, সেই সংখ্যাটি প্রকাশ করেননি তিনি। যদিও জানা গিয়েছে অনাস্থা প্রস্তাবে ৯জন কাউন্সিলরের সই রয়েছে। গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ্যে শতাধিক পুরসভায় নির্বাচন হয়। তার মধ্যে মুর্শিদাবাদ পুরসভাও ছিল। শহরের ১৬টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৯টি ওয়ার্ড যায় তৃণমূলের দখলে। ৬টি ওয়ার্ডে জয়ী হয় বিজেপি। ১টি ওয়ার্ডে জয়ী হয় এক নির্দল প্রার্থী। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে তৃণমূল প্রথমবার মুর্শিদাবাদ পুরসভায় বোর্ড গঠন করে। চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন ৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার ললিতা নন্দী দাস। পরবর্তী কালে বিজেপির ৬ জন কাউন্সিলারের মধ্যে ৩ জন তৃণমূলে যোগ দেন। ফলে তৃণমূলের কাউন্সিলরের সংখ্যা এখন ১২। কিন্তু প্রথম থেকেই ললিতা নন্দী দাসকে চেয়ারম্যান হিসেবে মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে আপত্তি জানিয়েছিলেন বেশ কিছু তৃণমূল কাউন্সিলর। তার জেরে দলেরই কাউন্সিলারদের একাংশ চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনতে চলেছেন এই বিষয়টি বিগত কয়েকমাস ধরে কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল। এখন সেটাই সত্যি হয়ে দাঁড়াল।

রাজ্যে এখন পঞ্চায়েত নির্বাচনের তোড়জোড় চলছে। তার মধ্যেই মুর্শিদাবাদ পুরসভা তৃণমূলের হাতছাড়া হওয়ার উপক্রম হয় সেক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই অস্বস্তি ছড়িয়ে পড়েছে জোড়াফুল শিবিরে। সূত্রে জানা গিয়েছে যে ৯জন কাউন্সিলার অনাস্থা এনেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন বিজেপির থেকে আসা ৩জন কাউন্সিলর এবং তৃণমূলের প্রতীকে জেতা ৬জন কাউন্সিলর। অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটি হলে পুরসভার একমাত্র নির্দল কাউন্সিলরও তাতে সমর্থন দিতে পারেন বলে জানা গিয়েছে। একই সঙ্গে এটাও জানা গিয়েছে, তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব গোটা বিষয়টি দলের রাজ্য নেতৃত্বকে জানানো হয়েছে। তাঁরা সম্ভবত দলেরই বিক্ষুব্ধ ৬ কাউন্সিলরকে কলকাতায় ডেকে পাঠাতে পারে। সেখানে তাঁদের অনাস্থা প্রস্তাব প্রত্যাহার করার জন্য বলা হতে পারে।

প্রাচীর বিবাদে আহত হলেন দম্পতি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ জুন ঃ বাড়ির পাশে প্রাচীর দেওয়াকে কেন্দ্র করে দুই প্রতিবেশীর সংঘর্ষে আহত হলেন এক দম্পতি। আহতরা চিকিৎসাধীন মালদা মেডিকেলে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানার কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোপাল ঘোষ টোলা এলাকায়। আক্রান্তরা হলেন দীনেশ মন্ডল (৪৫) ও তার স্ত্রী দেবরানী মন্ডল(৪০)। অভিযুক্তরা হলেন সনৎ মন্ডল, দিলীপ মন্ডল, মৃণাল মন্ডল সহ মোট পাঁচজন। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায় বাড়ির পাশেই দুই প্রতিবেশী দীনেশ মন্ডল ও সনৎ মণ্ডলের পাশাপাশি বাড়ি রয়েছে। আজ সকালে মন্ডল দিনেশ মন্ডলের জায়গা দখল করে প্রাচীর দিচ্ছিলেন অভিযুক্ত সনৎ মন্ডল। আর প্রাচীর দেওয়ার প্রতিবাদ করায় দীনেশ মন্ডলকে বেধড়ক মারধোর করার অভিযোগ উঠে সনৎ মন্ডল সহ বেশ কয়েকজন বিরুদ্ধে। স্বামীকে মারতে দেখে এগিয়ে আসেন স্ত্রী দেবরানী, তাকেও বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এরপর তড়িঘড়ি উদ্ধার করে প্রথমে আক্রান্তদের স্থানীয় বেদরাবাদ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে অবস্থার অবনতি হলে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে বৈষ্ণবনগর থানা পুলিশ।

রথযাত্রার প্রস্তুতি শুরু শিলিগুড়িতে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৫ জুন ঃ আগামী ২০ জুন রথযাত্রা উপলক্ষে প্রস্তুতি চলছে। মহা ধুমধাম করে পালিত হবে ৩৪তম রথযাত্রা। শ্রী অখিল আত্মাপ্রিয় দাস, ইস্কন শিলিগুড়ির সভাপতি জানিয়েছেন শিলিগুড়িতে প্রথমবার বিশাল আকারে জগন্নাথ দেবের মাসির বাড়ি তৈরী হচ্ছে ডাবগ্রাম সূর্য্যনগর ময়দানে (২৩ নং ওয়ার্ড)। চলবে ২০ থেকে ২৮ জুন পযন্ত মাসির বাড়িতে বিভিন্ন রকমের আধাত্মিক অনুষ্ঠান, জগন্নাথের লীলা কথা পরিবেশন, পূজা, কীর্তন, নৃত্যানুষ্ঠান, নাটক, প্রাসাদ বিতরণ, ইত্যাদি। নামকৃষ্ণ দাস জানিয়েছেন এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বিশেষ বিশেষ কীর্তনীয়া মায়াপুর থেকে শ্রী কমল গোপাল প্রভু, শ্রীহারি কান্ত প্রভু, বিশাখা দেবী এবং বিশেষ জগন্নাথের লীলা কথা প্রবচন দেওয়ার জন্য শ্রী শ্রীমদ ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ, যিনি বিশ্বব্যাপী জগন্নাথের কথা প্রবচন করেন, ইস্কন পরিচালনা মণ্ডলীর সদস্য, মায়াপুর থেকে আসবেন ২২ জুন প্রবচন দেওয়ার জন্য।

রাতারাতি বদলে গেল পার্টি অফিস

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৫ জুন ঃ মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের কোহেতপুর গ্রামের তৃণমূলের পার্টি অফিস বৃহস্পতিবার রাতারাতি কংগ্রেসের পার্টি অফিসে বদলে গেল। খুলে ফেলা হয়েছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দেওয়া ফ্লেক্স। টাঙানো হয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর ছবি। প্রার্থী নিয়ে জেলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন মুর্শিদাবাদের চার তৃণমূল বিধায়ক। ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর, নওদার বিধায়ক সাহিনা মমতাজ খান, জলঙ্গি বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক এবং রেজিনগরের বিধায়ক রবিউল আলম চৌধুরী একযোগে দলের জেলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন রীতিমতো সাংবাদিক বৈঠক ডেকে। মূলত জেলা সভাপতির বিরুদ্ধেই ক্ষোভ ওই বিধায়কদের। সামশেরগঞ্জের কোহেতপুরে টিকিট ক্ষোভের জেরে তৃণমূলের পার্টি অফিস মুহূর্তের মধ্যে কংগ্রেসের অফিসে পরিণত হয়েছে। অফিস থেকে তৃণমূল নেতাদের ছবি খুলে ফেলে আশপাশের দেওয়াল থেকে তৃণমূল প্রার্থীদের নামও মুছে দেওয়া হয়েছে। বুধবার সকাল পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতাপগঞ্জ অঞ্চলের যুব সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন মহম্মদ জাহাঙ্গীর শেখ। প্রার্থী তালিকায় নাম না দেখেই বেদম চটে গিয়ে তিনি কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। দলবল নিয়ে কংগ্রেসে যোগও দেন। তার পরই পার্টি অফিস থেকে তৃণমূলের পতাকা, ফ্লেক্স সরিয়ে ফেলা হয়। ছিঁড়ে ফেলা হয় অভিষেকের ছবিও। তৃণমূলের বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীর অনুগামীরা দফায় দফায় স্লোগান তোলেন। অন্যদিকে জেলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তোপ দেগে হুমায়ুনরা বলেন, জেলা সভাপতি এবং জেলা চেয়ারম্যনের কথামতোই প্রার্থী করা হয়েছে। বিধায়কদের অন্ধকারে রেখে ব্লক সভাপতিদের প্রাধান্য দেওয়া হয়ছে। হুমায়ুন জেলা চেয়ারম্যন অপূর্ব সরকারের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনেন। তিনি বলেন, বিধানসভা ভোটে হেরে যাওয়া জেলা সভাপতি লালবাগ ও ডোমকলের নিজের পছন্দ মতো প্রার্থী নির্বাচন করেছেন।

তৃণমূলের হয়ে একই আসনে মনোনয়ন স্বামী-স্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৫ জুন ঃ একই আসনে স্বামী ও স্ত্রী মনোনয়নপত্র জমা করলেন। দুই প্রার্থীই আবার নিজেদের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে দাবী করলেন। মালদার কালিয়াচক ৩ নং ব্লকের জেলা পরিষদের ৪৩নং আসনে এই দম্পতি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। বিষয়টি নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। দলীয়ভাবে মালদার জেলা পরিষদের ৪৩ নং আসনটির বৈষ্ণবনগর বিধানসভার বিধায়ক চন্দনা সরকারের স্বামী পরিতোষ সরকারের নাম স্থির করা হয়। কিন্তু চন্দনা সরকার বৈষ্ণবনগর বিধানসভার বিধায়কের পাশাপাশি মালদা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রয়েছেন। তাই কালিয়াচক ৩ নং ব্লকের ৪৩ নং আসনটি বিধায়কের স্বামী পরিতোষ সরকারের নাম স্থির করা হয়। এরপরই দম্পতির মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। ৪৩ নং আসনটিতে প্রার্থী হতে দাবী জানান বিধায়ক চন্দনা সরকার। জেলা নেতৃত্ব বিষয়টি রাজ্য নেতৃত্বকে জানালে রাজ্য নেতৃত্ব চন্দনা সরকারের দাবী নাকচ করে দেন। শুধু তাই নয়, চন্দনা সরকারের স্বামী গৃহযুদ্ধ রুখতে প্রার্থীপদ থেকে নিজের নাম প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করেন দলীয় নেতৃত্বকে। কিন্তু দলীয়ভাবে সেই আবেদনও নাকচ করে দেওয়া হয়। প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় পরিতোষ সরকারকে। এরপরই এই দম্পতি একসাথে জেলা রিটানিং দপ্তরে এসে একই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দেন।

CAPRI

ক্যাপ্রি গ্লোবাল ক্যাপিটাল লিমিটেড

CIN No.: L65921MH1994PLC173469

রেজি. অফিস ঃ ৫০২, টাওয়ার এ, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার প্যারেল, মুম্বই ৪০০০১৩। টেলি ঃ +৯১ ২২ ৪৩৫৪৮১০০, ফ্যাক্স ঃ +৯১ ২২ ৪০৮৮৮১৬০, ওয়েবসাইট ঃwww.capriloans.in

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সূচিত করা যায় যে কোম্পানি উল্লেখিত স্থানে তাদের শাখা বন্ধ করবে।

শাখার নাম	ঠিকানা	বন্ধের তারিখ	কারণ	বিনিয়োগকারী / গ্রাহকদের পরিষেবার বন্দোবস্ত
কলকাতা	প্লট-জি১, ব্লক-জিপি, সেক্টর-৫, বিধাননগর, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, থানা-ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স, সাব রেজিস্ট্রেশান অফিস-বিধাননগর, সল্টলেক সিটি, কলকাতা--৭০০০৯১	২৩.০৯.২০২৩	একই শহরে অন্যত্র স্থানান্তরিত হবে	কোম্পানি নতুন স্থান নির্বাচন করার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে

ক্যাপ্রি গ্লোবাল ক্যাপিটাল লিমিটেড-এর পক্ষে

স্বা /-

(ইয়াশিশ ভাট)

কোম্পানি সেক্রেটারি

তারিখ ঃ ১৫ জুন, ২০২৩

স্থান ঃ মুম্বই

HDFC BANK
We understand your world

রেজিস্টার অফিস ঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউস, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০১৩ এবং ইহার আরও একটি অফিস রয়েছে

রিটেল পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লি., ১ম ফ্লোর, ১-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাস, কাঞ্জুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৪২।

বিক্রয় ঘোষনা এবং পাবলিক নোটিস বিক্রয়ের জন্য সুরক্ষিত সামগ্রী যা বন্ধকী রয়েছে এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লি.-র কাছে

নিম্নে উল্লেখিত এইচডিএফসি লি. (ব্যাঙ্ক) গ্রাহক উদ্দেশ্যে জানানো যায় যে সুরক্ষিত সামগ্রী বিক্রয় করা হবে যা বন্ধকী রয়েছে ব্যাঙ্কের কাছে, যার দরুণ ঋণ সুবিধা নিয়েছে ঋণ / ওভারড্রাফট সম্পত্তি বন্ধক রেখে। বকেয়া রাশি পরিশোধের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের তরফ থেকে ব্যর্থতার দায়ে লোনের চুক্তি অনুসারে, নিম্নলিখিত লোন অ্যাকাউন্টগুলি দোষী হিসাবে বিবেচিত। ব্যাঙ্ক বহুবার ওই গ্রাহদের নোটিস জারি করেছে, যার সাথে রয়েছে চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিস নিম্নে উল্লেখিত তারিখে, যার ফলে ব্যাঙ্ক গ্রাহকদের আহ্বান জানাচ্ছে এবং ৭ দিনের সময় প্রদান করছে সমস্ত বকেয়া রাশি পরিশোধ করার জন্য নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টগুলির ক্ষেত্রে, যাহাতে ব্যর্থ হলে, ব্যাঙ্ক বাধ্য হবে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করতে কোনরূপ পরবর্তী নোটিস জারি না করেই। গ্রাহকরা অবহেলা করছেন এবং বকেয়া রাশি পরিশোধে ব্যর্থ হচ্ছেন, সেক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক নিজের অধিকার প্রয়োগ করে লোন চুক্তি অনুসারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিক্রয় বা সমাপ্তি করতে সমস্ত বন্ধকী **২৩ জুন, ২০২৩** বা তারপর বকেয়া রাশি পুনরুদ্ধার করতে যা গ্রাহকরা ব্যাঙ্কের কাছ থেকে নিয়েছেন। গ্রাহকদের আরও সূচিত করা যায় যে, যে কোন সময়, বন্ধকী সম্পত্তির মূল্যমান কমে যেতে পারে স্টক মার্কেটের অস্থিরতার কারনে যাহাতে পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় সীমারেখায় ঘাটতি দেখা দিতে পারে সেক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করতে এক (১) ক্যালেণ্ডার দিবসে, কোনরূপ পরবর্তী নোটিস জারি না করে। গ্রাহকরা বাধ্য রয়েছে ব্যাঙ্কের কাছে বকেয়া পরিশোধ করতে যে সমস্ত বকেয়া রয়েছে, বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় পদ্ধতি সম্পাদনের পর সামঞ্জস্য করা হবে।

ক্র নং	লোন অ্যাকাউন্ট নাম্বার	গ্রাহকের নাম	১৩ জুন ২০২৩ তারিখে থাকা বকেয়ার পরিমান	বিক্রয় নোটিসের তারিখ
১	XXXX5842	সত্য নারায়ণ কুলথিয়া	৯,৫০,৭৮২.১০	০৭-জুন-২৩
২	XXXX1756	নীলেশ দুজারি	১০,৯৯৯.০০	০৭-জুন-২৩
৩	XXXX9239	আশিস ভজন মহাপাত্র	৮০,৬৮২.৫৮	০৭-জুন-২৩
৪	XXXX9724	কৃষ্ণেন্দু পাল	৮,৭৯,৮৮৪.৮০	০৭-জুন-২৩
৫	XXXX2508	দেবাশিস গায়েন	১৬,৯৭,৮০৭.২৬	০৭-জুন-২৩
৬	XXXX9177	শুভদীপ রায়	১,১৪,৩৪৬.০০	০৭-জুন-২৩

তারিখ ঃ ১৬-০৬-২০২৩

স্থান ঃ পশ্চিমবঙ্গ

স্বা /-

এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লি.

TENDER

CHANDERNAGORE MUNICIPAL CORPORATION

(1) Tender No. WBMAD/CMC/COMMISSIONER/PWD/NIT-08(e)/2023-24, dt. 15.06.2023, Memo No-3133/PWD/TENDER/23-24/08, dt. 15.06.2023, Various Development Areas. For details please visit the website: www.chandernagoremunicipalcorporation.in

Sd/- Mayor
Chandernagore Municipal Corporation

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আমার মক্কেল **সুতপা প্রামানিক কাজলি,** প্রযত্নে সুভাষ প্রামানিক, নিবাস গ্রাম ঃ গড়গ্রাম, পোস্ট ঃ ব্রজলালচক, থানা ঃ চন্ডীপুর, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর হারিয়ে ফেলেছেন আসল নথিবদ্ধ দলিল যার নং. ৫০৬২ সাল ১৯৬২, এবং দায়ের করেছেন সাধারণ ডায়েরি চন্ডীপুর থানায় তারিখ ১৪-০৬-২০২৩ যার জিডি এন্ট্রি নং. ৭২১। যদি কোন ব্যক্তির কোন দাবী, অংশ, অধিকার, শিরোনাম, আগ্রহ থাকে এই বিষয়ে বা কোন আপত্তি যাকিছু অবশ্যই তা জানান নিম্নস্বাক্ষরকারীকে প্রামান্য নথি সহকারে ০৭ দিনের মধ্যে যার পর কোন দাবী থাকলে তা এড়িয়ে যাওয়া হবে এবং পরবর্তী কোন গ্রাহ্য করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার
অ্যাডভোকেট
ফোন নং. ৯০০৭৮২৪৯৫৭

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ২২২-এস/১/জোন/২৩-২৪/ডব্লু-II, তারিখ ঃ ০৯.০৬.২০২৩। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক ০১.০৭.২০২৩ থেকে ৩০.০৬.২০২৪ পর্যন্ত সময়কালের জন্য সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/সি/পূর্ব রেলওয়ে/শিয়ালদহ-এর অধীনে করণীয় মেরামতি/রক্ষণাবেক্ষণ ও নতুন কাজ (৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ওয়ার্ক অর্ডার) সংক্রান্ত জোনাল কাজের জন্য অনলাইনে নিম্নলিখিত জোনাল ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্রমিক নং; টেন্ডার নং; ২৩-২৪ এর জোন নং; কাজের নাম; ২৩-২৪-এর জন্য জোনাল টেন্ডার মূল্যমান ও বায়না মূল্য** নিম্নরূপঃ **১; টিএন-২২/২৩-২৪;** ১; অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বালিগঞ্জ-এর অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/চিৎপুর-এর অধীনে চক্ররেলের দমদম থেকে কলকাতা স্টেশন পর্যন্ত দক্ষিণদাঁড়ি কলোনি, পাতিপুকুর কলোনি, উল্টোডাঙ্গা কলোনি সহ চিৎপুর ইয়ার্ড, দক্ষিণদাঁড়ি ইয়ার্ড, কলকাতা স্টেশন এলাকার সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার ও এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্টের সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ সহ অন্যান্য নতুন ছোটখাটো কাজ; ৭৫,০০,০০০ টাকা ও ১,৫০,০০০ টাকা। **২; টিএন-২৩/২৩-২৪;** ২; অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/শিয়ালদহ-এর অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/ ব্যারাকপুর-এর অধীনে সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার, গেট লজ-এর সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য নতুন ছোটখাটো কাজ; ৮৫,০০,০০০ টাকা ও ১,৭০,০০০ টাকা। **৩; টিএন-২৪/২৩-২৪;** ৩; অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/শিয়ালদহ-এর অধিক্ষেত্রে প্ল্যাটফর্ম সার্ফেস, সার্কুলেটিং এরিয়া, লেভেল ক্রসিং সহ ব্রিজ (সাব-স্ট্রাকচার), রাস্তার কাজ ইত্যাদির মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ; ৬০,০০,০০০ টাকা ও ১,২০,০০০ টাকা। **৪; টিএন-২৫/২৩-২৪;** ৪; অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বালিগঞ্জ-এর অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/বালিগঞ্জ-এর অধীনে এলসি-৫-এর পরে শিয়ালদহ সাউথ সেকশনে বালিগঞ্জ থেকে বজবজ পর্যন্ত সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার ও অন্যান্য নতুন ছোটখাটো কাজ সহ সমস্ত ব্রিজ, ফুট ওভারব্রিজ ও লেভেল ক্রসিং, মাঝেরহাট স্পোর্টস কমপ্লেক্সের সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ; ৮০,০০,০০০ টাকা ও ১,৬০,০০০ টাকা। **৫; টিএন-২৬/২৩-২৪;** ৫; অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বালিগঞ্জ-এর অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/ বালিগঞ্জ-এর অধীনে শিয়ালদহ সাউথ সেকশনে কিমি. ০/৫৩ থেকে এলসি নং ৫ পর্যন্ত এবং কাঁকুড়গাছি কর্ড সেকশনে কিমি ৯X/৩৫ পর্যন্ত সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার ও অন্যান্য নতুন ছোটখাটো কাজ ও তৎসহ সকল ব্রিজ, ফুট ওভারব্রিজ ও লেভেল ক্রসিং সহ স্যাটেলাইট সার্ভিস বিল্ডিংগুলির সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ;৫১,০০,০০০ টাকা ও ১,০২,০০০ টাকা। **৬; টিএন-২৭/২৩-২৪;** ৬; অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/কাঁচরাপাড়া-এর অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/নৈহাটি-এর অধীনে সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার, গেট লজ-এর সাধারণ মেরামতি, রক্ষণাবেক্ষণ, রঙ করণ, রঙিন চুনকাম এবং ব্রিজ ও ফুট ওভারব্রিজগুলির মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য নতুন ছোটখাটো কাজ ইত্যাদি;৯০,০০,০০০ টাকা ও ১,৮০,০০০ টাকা। **৭; টিএন-২৮/২৩-২৪;** ৭; অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/কাঁচরাপাড়া-এর অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/লাইন/কাঁচরাপাড়া-এর অধীনে সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার, গেট লজ-এর সাধারণ মেরামতি, রক্ষণাবেক্ষণ, রঙ করণ, রঙিন চুনকাম, ব্রিজ ও ফুট ওভারব্রিজগুলির মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য নতুন এম/সি শেডের মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য ছোটখাটো কাজ ইত্যাদি [এম/সি শেড এবং আরপিএফ ব্যারাক, ট্রেনিং সেন্টারের প্রত্যেকের জন্য ২০ লাখ]; ৮৫,০০,০০০ টাকা ও ১,৭০,০০০ টাকা। **৮; টিএন-২৯/২৩-২৪;** ৮; অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বালিগঞ্জ-এর অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/চিৎপুর-এর অধীনে কাশিপুর কলোনি, চিৎপুর কলোনি ও সার্কুলার রেলওয়ের টালা স্টেশন থেকে মাঝেরহাট পর্যন্ত সহ চিৎপুর লোয়ার ইয়ার্ড, কাশিপুর ইয়ার্ড, দক্ষিণদাঁড়ি ইয়ার্ড, কলকাতা স্টেশন এলাকার সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার, চিৎপুর ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, প্রিন্সেপ ঘাট ও বড়বাজারে অফিসার্স রেস্ট হাউসের সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ সহ অন্যান্য নতুন ছোটখাটো কাজ; ৫১,০০,০০০ টাকা ও ১,০২,০০০ টাকা। **৯; টিএন-৩০/২৩-২৪;** ৯; অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বালিগঞ্জ-এর অধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/চিৎপুর-এর অধিক্ষেত্রে ব্রিজ (সাব স্ট্রাকচার), পিএফ সার্ফেস সহ রোড ওয়ার্কস, সার্কুলেটিং এরিয়া, লেভেল ক্রসিং ইত্যাদির মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ; ৫১,০০,০০০ টাকা ও ১,০২,০০০ টাকা। **১০; টিএন-৩১/২৩-২৪;** ১০; অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বালিগঞ্জ-এর অধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/বালিগঞ্জ-এর অধিক্ষেত্রে ব্রিজ (সাব স্ট্রাকচার), পিএফ সার্ফেস সহ রোড ওয়ার্কস, সার্কুলেটিং এরিয়া, লেভেল ক্রসিং ইত্যাদির মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ; ৫১,০০,০০০ টাকা ও ১,০২,০০০ টাকা। **১১; টিএন-৩২/২৩-২৪;** ১১; অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/কাঁচরাপাড়া-এর অধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/নৈহাটি-এর অধিক্ষেত্রে ব্রিজ (সাব স্ট্রাকচার), পিএফ সার্ফেস সহ রোড ওয়ার্কস, সার্কুলেটিং এরিয়া, লেভেল ক্রসিং ইত্যাদির মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ; ৫১,০০,০০০ টাকা ও ১,০২,০০০ টাকা। **১২; টিএন-৩৩/২৩-২৪;** ১২; অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/কাঁচরাপাড়া-এর অধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/লাইন/কাঁচরাপাড়া-এর অধিক্ষেত্রে ব্রিজ (সাব স্ট্রাকচার), পিএফ সার্ফেস সহ রোড ওয়ার্কস, সার্কুলেটিং এরিয়া, লেভেল ক্রসিং ইত্যাদির মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ; ৫১,০০,০০০ টাকা ও ১,০২,০০০ টাকা। **১৩; টিএন-৩৪/২৩-২৪;** ১৩; অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারুইপুর-এর অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/সোনারপুর-এর অধীনে ঢাকুরিয়া থেকে (সোনারপুর সহ) ক্যানিং পর্যন্ত সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার, গেট লজ, ও অন্যান্য ছোটখাটো নতুন কাজের সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ফুট ওভারব্রিজগুলির মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ [কারশেডের জন্য ৩০ লাখ]; ৮৫,০০,০০০ টাকা ও ১,৭০,০০০ টাকা। **১৪; টিএন-৩৫/২৩-২৪;** ১৪; অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারুইপুর-এর অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/সোনারপুর-এর অধীনে সোনারপুর (ব্যতিরেকে) থেকে ডায়মন্ড হারবার পর্যন্ত সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার, গেট লজ, ও অন্যান্য ছোটখাটো নতুন কাজের সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ফুট ওভারব্রিজগুলির মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ; ৭০,০০,০০০ টাকা ও ১,৪০,০০০ টাকা। **১৫; টিএন-৩৬/২৩-২৪;** ১৫; অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারুইপুর-এর অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/বারুইপুর-এর অধীনে বারুইপুর (ব্যতিরেকে) থেকে নামখানা (সহ) পর্যন্ত সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার, গেট লজ, ও অন্যান্য ছোটখাটো নতুন কাজের সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ফুট ওভারব্রিজগুলির মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ; ৯৫,০০,০০০ টাকা ও ১,৯০,০০০ টাকা। **১৬; টিএন-৩৭/২৩-২৪;** ১৬; অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারাসাত-এর অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/বারাসাত-এর অধীনে দমদম ক্যান্টনমেন্ট (৮/৩) থেকে বারাসাত স্টেশন (সহ) ও বারাসাত কারশেড পর্যন্ত সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার, গেট লজ, ও অন্যান্য ছোটখাটো নতুন কাজের সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ফুট ওভারব্রিজগুলির মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ; ৮০,০০,০০০ টাকা ও ১,৬০,০০০ টাকা। **১৭; টিএন-৩৮/২৩-২৪;** ১৭; অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারাসাত-এর অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/বারাসাত-এর অধীনে বারাসাত রেলওয়ে কলোনি (সহ) থেকে হাসনাবাদ পর্যন্ত সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার, গেট লজ, ও অন্যান্য ছোটখাটো নতুন কাজের সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ফুট ওভারব্রিজগুলির মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ; ৮০,০০,০০০ টাকা ও ১,৬০,০০০ টাকা। **১৮; টিএন-৩৯/২৩-২৪;** ১৮; অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারাসাত-এর অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/বনগাঁও-এর অধীনে বারাসাত (ব্যতিরেকে) থেকে ঠাকুরনগর (ব্যতিরেকে) পর্যন্ত সার্ভিস বিল্ডিং, গেট লজ, ও অন্যান্য ছোটখাটো নতুন কাজের সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ফুট ওভারব্রিজগুলির মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ; ৬৫,০০,০০০ টাকা ও ১,৩০,০০০ টাকা। **১৯; টিএন-৪০/২৩-২৪;** ১৯; অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারাসাত-এর অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/বনগাঁও-এর অধীনে বিএনজে-আরএইচএ সেকশনে ঠাকুরনগর (সহ) থেকে বনগাঁও এবং সাতবেড়িয়া হল্ট (ব্যতিরেকে) পর্যন্ত সার্ভিস বিল্ডিং, গেট লজ, ও অন্যান্য ছোটখাটো নতুন কাজের সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ফুট ওভারব্রিজগুলির মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ; ৬৫,০০,০০০ টাকা ও ১,৩০,০০০ টাকা। **২০; টিএন-৪১/২৩-২৪;** ২০; অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারাসাত-এর অধিক্ষেত্রে ব্রিজ (সাব স্ট্রাকচার), পিএফ সার্ফেস সহ রোড ওয়ার্কস, সার্কুলেটিং এরিয়া, লেভেল ক্রসিং ইত্যাদির মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ; ৯০,০০,০০০ টাকা ও ১,৮০,০০০ টাকা। **২১; টিএন-৪২/২৩-২৪;** ২১; অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারুইপুর-এর অধিক্ষেত্রে ব্রিজ (সাব স্ট্রাকচার), পিএফ সার্ফেস সহ রোড ওয়ার্কস, সার্কুলেটিং এরিয়া, লেভেল ক্রসিং ইত্যাদির মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ; ৮০,০০,০০০ টাকা ও ১,৬০,০০০ টাকা। **২২; টিএন-৪৩/২৩-২৪;** ২২; অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/রাণাঘাট-এর অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/রাণাঘাট-এর অধীনে আরএইচএ-বিএনজে সেকশনে সাতবেড়িয়া হল্ট (সহ) পর্যন্ত সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার, গেট লজ, হর্টিকালচার-এর সাধারণ মেরামতি, রক্ষণাবেক্ষণ, রঙ করণ, রঙিন চুনকাম এবং ব্রিজ ও ফুট ওভারব্রিজগুলির মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য নতুন ছোটখাটো কাজ; ১,১০,০০,০০০ টাকা ও ২,০৫,০০০ টাকা। **২৩; টিএন-৪৪/২৩-২৪;** ২৩; অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/রাণাঘাট-এর অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/কৃষ্ণনগর-এর অধীনে সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার, গেট লজ, হর্টিকালচার-এর সাধারণ মেরামতি, রক্ষণাবেক্ষণ, রঙ করণ, রঙিন চুনকাম এবং ব্রিজ ও ফুট ওভারব্রিজগুলির মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য নতুন ছোটখাটো কাজ ইত্যাদি [শুধুমাত্র গুডস্ শেডের জন্য ১৫ লাখ]; ১,০০,০০,০০০ টাকা ও ২,০০,০০০ টাকা। **২৪;টিএন-৪৫/২৩-২৪;** ২৪; অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বহরমপুর কোর্ট-এর অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/বেলডাঙ্গা-এর অধীনে সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার, গেট লজ, হর্টিকালচার-এর সাধারণ মেরামতি, রক্ষণাবেক্ষণ, রঙ করণ, রঙিন চুনকাম এবং ব্রিজ ও ফুট ওভারব্রিজগুলির মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য নতুন ছোটখাটো কাজ ইত্যাদি; ৮০,০০,০০০ টাকা ও ১,৬০,০০০ টাকা। **২৫; টিএন-৪৬/২৩-২৪;** ২৫; রোড জোন-সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/III/শিয়ালদহ-এর অধিক্ষেত্রে এলসি গেট, কলোনি ও স্টেশনের প্রবেশপথ ইত্যাদি;১,০০,০০,০০০ টাকা ও ২,০০,০০০ টাকা। **২৬; টিএন-৪৭/২৩-২৪;** ২৬; অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/১/শিয়ালদহ-এর অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/শিয়ালদহ-এর অধীনে মুন্সিবাজার কলোনি, হ্যারিসন স্ট্রিট, নর্থ শিয়ালদহ রোড কলোনি, গুড়িপাড়া, বেলিয়াঘাটা কলোনি, কাইজার স্ট্রিট কলোনি সহ নেতাজি সুভাষ ইন্সটিটিউট, গান্ধী কলোনি-তে সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টারের সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য নতুন ছোটখাটো কাজ সহ সকল ধরনের পাইপলাইন, স্যানিটারি ও প্লাম্বিং কাজ; ৯০,০০,০০০ টাকা ও ১,৮০,০০০ টাকা। **২৭; টিএন-৪৮/২৩-২৪;** ২৭; অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/১/শিয়ালদহ-এর অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/বি. আর. সিং হসপিটাল-এর অধীনে বি. আর. সিং হসপিটালের ক্যাম্পাসের ভিতরে সমস্ত স্টাফ কোয়ার্টার ও জি + ৫ বিল্ডিং, ফিজিওথেরাপি বিল্ডিং, মেডিসিন স্টোর, ডরমিটরি, ডরমিটরির নিকটস্থ কার পার্কিং এরিয়া ও জি + ৫ বিল্ডিং-এর পিছনের দিক থেকে হসপিটালের দক্ষিণ দিকের অন্তিম দ্বার পর্যন্ত সার্কুলেটিং এরিয়ার সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ; ৭৫,০০,০০০ টাকা ও ১,৫০,০০০ টাকা। **২৮; টিএন-৪৯/২৩-২৪;**২৮; অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/১/শিয়ালদহ-এর অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ ওয়ার্কস/বি. আর. সিং হসপিটাল-এর অধীনে বি. আর. সিং হসপিটালের ক্যাম্পাসের ভিতরে ওপিডি বিল্ডিং, মেট্রো বিল্ডিং ও অন্যান্য সকল সার্ভিস বিল্ডিং সহ নানাবিধ কাজ ও তৎসহ হসপিটাল বিল্ডিং-এর ইলেক্ট্রিক্যাল অফিস, মর্গ এলাকা ও সম্মুখস্থ সার্কুলেটিং এরিয়ার সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ; ৭৫,০০,০০০ টাকা ও ১,৫০,০০০ টাকা। **২৯; টিএন-৫০/২৩-২৪;**২৯; অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/১/শিয়ালদহ-এর অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/ নারকেলডাঙ্গা-এর অধীনে সকল সার্ভিস বিল্ডিং সহ নারকেলডাঙ্গা কারশেড এবং এনএসএস ইয়ার্ড, সিক লাইন, ট্রিপ শেড, আরপিএফ ব্যারাক, ট্র্যাক মেশিন শেড, ট্রেনিং স্কুল, বিআরআই অফিস, আইওডব্লু অফিস ও গোডাউন এবং অন্যান্য ছোটখাটো নতুন কাজ সহ সমস্ত পাইপলাইন, স্যানিটারি ও প্লাম্বিং কাজ, হস্তচালিত টিউবওয়েল খুঁড়ে তোলা ও পুনরায় বসানো ইত্যাদি; ৭৫,০০,০০০ টাকা ও ১,৫০,০০০ টাকা। **৩০; টিএন-৫১/২৩-২৪;** ৩০; অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/১/শিয়ালদহ-এর অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/নারকেলডাঙ্গা-এর অধীনে নারকেলডাঙ্গা, মোঘলবাগান ও কামারডাঙ্গা কলোনির সকল স্টাফ কোয়ার্টার ও অন্যান্য ছোটখাটো নতুন কাজ সহ সমস্ত পাইপলাইন, স্যানিটারি ও প্লাম্বিং কাজ, হস্তচালিত টিউবওয়েল খুঁড়ে তোলা ও পুনরায় বসানো ইত্যাদি; ৭৫,০০,০০০ টাকা ও ১,৫০,০০০ টাকা। **৩১; টিএন-৫২/২৩-২৪;** ৩১; অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/১/শিয়ালদহ-এর অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (স্টেশন)/শিয়ালদহ-এর অধীনে স্টেশন সার্ভিস বিল্ডিং, স্টেশন সীমার বাইরের সার্ভিস বিল্ডিং, পার্সেল শেড, সার্কুলেটিং এরিয়া, প্ল্যাটফর্ম, সাব-ওয়ে, আরআরআই কেবিন, ইলেক্ট্রিক পাওয়ার হাউস, ডিজেল শেড, মোটর গ্যারাজ ও এনসিসি ইয়ার্ড (ব্রিজ নং ১ পর্যন্ত), এসআই অফিস, টিআরডি অফিস, পার্সেল রোড, ড্রেন ও অন্যান্য ছোটখাটো নতুন কাজ সহ সকল ধরণের পাইপলাইন, স্যানিটারি ও প্লাম্বিং কাজ ইত্যাদি সহ শিয়ালদহ স্টেশনের সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ; ১,৬০,০০,০০০ টাকা ও ২,৩০,০০০ টাকা। **৩২; টিএন-৫৩/২৩-২৪;** ৩২; অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/১/শিয়ালদহ-এর অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/শিয়ালদহ-এর অধীনে শিয়ালদহে ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের অফিসের সকল ধরণের পাইপলাইন, স্যানিটারি ও প্লাম্বিং কাজ সহ সার্ভিস বিল্ডিং ও অন্যান্য নতুন ছোটখাটো কাজ, কন্ট্রোল বিল্ডিং, শিয়ালদহ অফিসার্স কলোনি, বি.সি. রায় অডিটোরিয়াম, ক্যাশ অফিস, পি.এল. রায় ইনস্টিটিউট, অফিসার্স রেস্ট হাউস, আরএমএস বিল্ডিং, হ্যান্ডিক্র্যাফ্ট, এসআই অফিস, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক, রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেল অফিস, লেডিজ আরপিএফ ব্যারাক ও পিডব্লুআই/বেলিয়াঘাটা অফিসের সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ; ১,০০,০০,০০০ টাকা ও ২,০০,০০০ টাকা। **৩৩; টিএন-৫৪/২৩-২৪;** ৩৩; সিনিয়র ডিইএন/এইচকিউ/এসডিএএইচ-এর অধীনে বি.আর. সিং হসপিটাল, শিয়ালদহ স্টেশন, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার-এর বিল্ডিং অফিস ও চতুস্পার্শ্ব, বি.সি. রায় ইনস্টিটিউট, শিয়ালদহ কলোনি, বেলভেডিয়ার পার্ক, জিএম বাংলো, জাজেস কোর্ট, নিউ আলিপুর রেলওয়ে কলোনি, আলিপুর রেলওয়ে পরিসর (বার্ণ স্ট্যান্ডার্ড), ঘোলসাপুর কলোনি, সুইমিং পুল ও বেহালা স্পোর্টস কমপ্লেক্সে উদ্যানপালনের কাজ; ৭৫,০০,০০০ টাকা ও ১,৫০,০০০ টাকা। **৩৪; টিএন-৫৫/২৩-২৪;** ৩৪; অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ডব্লু/II/শিয়ালদহ -এর অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/বেলভেডিয়ার পার্ক-এর অধীনে অফিসার্স বাংলো-তে সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার ও অন্যান্য নতুন ছোটখাটো কাজ, বেলভেডিয়ার পার্কের ওয়েলফেয়ার বিল্ডিং-এর সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ; ৭৫,০০,০০০ টাকা ও ১,৫০,০০০ টাকা। **৩৫; টিএন-৫৬/২৩-২৪;** ৩৫; অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ডব্লু/II/শিয়ালদহ -এর অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/বেলভেডিয়ার পার্ক-এর অধীনে অফিসার্স বাংলো-তে সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার ও অন্যান্য নতুন ছোটখাটো কাজ, যার আওতাধীন জিএম বাংলো ও ১/১এ জাজেস কোর্ট রোড সংক্রান্ত সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ; ৬৫,০০,০০০ টাকা ও ১,৩০,০০০ টাকা। **৩৬; টিএন-৫৭/২৩-২৪;** ৩৬; অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/II/শিয়ালদহ -এর অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/নিউ আলিপুর-এর অধীনে নিউ আলিপুর রেলয়ে কলোনি, আলিপুর রেলওয়ে পরিসর (বার্ণ স্ট্যান্ডার্ড)-এ সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার ও অন্যান্য নতুন ছোটখাটো কাজের সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ; ৮০,০০,০০০ টাকা ও ১,৬০,০০০ টাকা। **৩৭; টিএন-৫৮/২৩-২৪;** ৩৭; অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/II/শিয়ালদহ -এর অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/ঘোলসাপুর-এর অধীনে ঘোলসাপুর রেলওয়ে কলোনিতে সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার ও অন্যান্য নতুন ছোটখাটো কাজ, স্পোর্টস কমপ্লেক্স ও সুইমিং পুলের সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ; ৯০,০০,০০০ টাকা ও ১,৮০,০০০ টাকা। **৩৮; টিএন-৫৯/২৩-২৪;** ৩৮; শিয়ালদহ ডিভিসন জুড়ে সাবার্বান সেকশনে মাইনর ও মেজর স্টীল ব্রিজ ওয়ার্কস (সুপারস্ট্রাকচার) সংক্রান্ত সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ; ৯০,০০,০০০ টাকা ও ১,৮০,০০০ টাকা। **সম্পাদনের তারিখ ঃ** ৩০.০৬.২০২৪ (সকল ক্ষেত্রে)। টেন্ডার নথি ও বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে বিড জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ বাতিল করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৭.০৭.২০২৩ দুপুর ৩টা (সকল ক্ষেত্রে)। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ **০৭.০৭.২০২৩ দুপুর ৩.৩০ মিনিট** (সকল ক্ষেত্রে)।

(SDAH-82/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter

তাণ্ডবের শিকার সাংবাদিক থেকে বিশ্বভারতীর ছাত্রীও

মনোনয়নের শেষ দিনে রণক্ষেত্র বীরভূম জেলা

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৫ জুন ঃ শেষ দিনের মনোনয়ন ঘিরে ধুন্ধুমার রণক্ষেত্র বীরভূম। দিকে দিকে বিরোধীদের মনোনয়নে বাধা, মারধর, পথ আটকানো। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ব্লক অফিসের সামনেই তৃণমূল নেতা-কর্মীদের জমায়েত। বিজেপির সাংগঠনিক সভাপতিকে গাড়ি থেকে নামিয়ে মার, সিপিএম কার্যালয়ে ভাঙচুর, ভাটল মাথা, আক্রান্ত সাংবাদিক। তৃণমূলীদের হাত থেকে বাদ যায়নি বিশ্বভারতীর ছাত্রীও। পুলিশ-প্রশাসন কার্যত ব্যর্থ। মনোনয়নের শেষ দিনে জাত চেনালো অনুব্রত মণ্ডলের গড় বীরভূম জেলা। পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণার পর থেকেই তৃণমূল নেতা-বিধায়কদের মুখে শোনা গিয়েছিল, কোথাও বিরোধীদের মনোনয়ন পত্র জমা দিতে বাধা দেওয়া যাবে না। গণতন্ত্রের উৎসবে সকলেই অংশ নিতে পারবে। সেই মত জেলার দিকে দিকে বিরোধীরা মনোনয়ন পত্র দাখিল করছিল। বুধবার তৃণমূল কংগ্রেস মনোনয়ন পত্র দাখিল করার পরেই দৃশ্যটা বদলে গেল। শেষ দিনের মনোনয়নে উত্তাল বীরভূম। বীরভূমের নানুরে বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অষ্টম মণ্ডলকে গাড়ি থেকে নামিয়ে বেধড়ক মারধর করে তৃণমূলের লোকজন। নানুর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। বোলপুর-শ্রীনিকেতন ব্লকের সামনে সকাল থেকে ঘিরে রাখে তৃণমূল কর্মীরা। বিরোধীরা মনোনয়ন দাখিল করতে এলে বাঁশলাঠি নিয়ে মারধর করা হয়। ভাঙচুর করা হয় সিপিএমের দলীয় কার্যালয়। রাস্তার ধারে কাজ করতে থাকা এক সাইকেল মিস্ত্রীকে বিরোধী দলের লোক ভেবে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। আহমেদপুরে ব্লক অফিস থেকে ঢিলছোঁড়া দূরত্বে ব্যাপক বোমাবাজি করে তৃণমূলের লোকজন। উত্তপ্ত এলাকা। একই ভাবে মাড়গ্রামে সিপিএম কার্যালয় ভাঙচুর করা হয়। ইলামবাজারে বিজেপি প্রার্থী ও নির্দল প্রার্থীর বাড়ি ভাঙচুর করা হয়। বোলপুর-শ্রীনিকেতন ব্লক অফিসার কাছেই বিশ্বভারতীর সমাজকর্ম বিভাগ। সেখানে যাচ্ছিলেন এক ছাত্রী। বিরোধী দলের প্রার্থী ভেবে ছাত্রীকেই কিল পুলিশের সামনে। এদিন জেলার বেশির

ভাগ ব্লক অফিসের সামনে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে জমায়েত হয়েছিল তৃণমূল কর্মীরা। বিরোধীরা শেষ দিনে কোথাও মনোনয়ন জমা করতে পারেনি। কার্যত ব্যর্থ পুলিশ ও প্রশাসন। পুলিশের সামনেই ১৪৪ ধারা ভঙ্গ থেকে, বিরোধীদের হেনস্থা, মারধর, তাণ্ডবের দৃশ্য দেখা গেল। বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বলেন, জেলাজুড়ে ১৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে অশান্তির জন্য। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেব। মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময়সীমা শেষ হতেই রীতিমতো সবুজ আবীর ছড়িয়ে উল্লাস প্রকাশ নানুরের তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের।

টলি-বলির টুকরো খবর

বলিউডে পা দিচ্ছেন পর্ণ সুন্দরী মিয়া খালিফা

এই সিজনে কে কে হতে চলেছে সলমান খানের অতিথি? তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। শুরু হতে চলেছে বিগ বস ওটিটি সিজন টু ২)। করণ জোহরের পরিবর্তে এবার এই শো ওটিটিতেও সঞ্চালনা করবেন সুপারস্টার সলমান খান। ইতিমধ্যেই সামনে এসেছে বেশ কয়েকজন প্রতিযোগীর নাম, তবে যে নাম নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে, তা হল প্রাক্তন অ্যাডাল্ট স্টার মিয়া খালিফা। শোনা যাচ্ছে ইতোমধ্যেই শোয়ে যোগদানের অফার করা হয়েছে তাঁকে। রিপোর্ট অনুযায়ী বিগ বস ওটিটি সিজন টুয়ে যোগদানের জন্য মিয়া খালিফার টিমের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিগ বসের টিম। শোনা যাচ্ছে যে একই সময়ে মিয়া খালিফা ও রাজ কুন্দ্রা দুজনকেই অফার করেছে বিগ বস কর্তৃপক্ষ। যদিও অফিসিয়ালি এই বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে টিম। তবে এই খবর চাউর হওয়ার পরেই বিগ বসের ফ্যানেদের মধ্যে বাড়ছে উৎসাহ। তবে এটাই প্রথমবার নয়, এর আগেও মিয়ার এন্ট্রি নিয়ে শোনা গিয়েছিল গুঞ্জন। সেই সময় জল্পনা শোনা মাত্রই তার সত্যতা জানিয়ে দিয়েছিলেন অভিনেত্রী। ২০১৫ সালে এই গুঞ্জনে সরগরম হয়েছিল বলিউড। শোনা গিয়েছিল যে, বিগ বসের তরফ থেকে যোগাযোগও করা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। কিন্তু বারংবার এই কথা অস্বীকার করেন। সেই সময় ট্যুইটে মিয়া লেখেন, 'চলো একটা বিষয় সরাসরি বলি। আমি কখনই ভারতে আসছি না, তাই যে এই গুজব ছড়িয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক।' এরপর গত বছর বিগ বস সিজন ১৬-এ শোনা যায় একই গুঞ্জন। সেই সময় জানা যায় যে ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রিতে ঘরে প্রবেশ করবেন মিয়া। শুধুমাত্র সাধারণ দর্শকই নয়, মিয়া খালিফার কানেও পৌঁছায় সেই গুঞ্জন। তবে মিয়াই প্রথম নয়, এর আগেও বিগ বসে প্রতিযোগী হিসাবে এসেছেন অ্যাডাল্ট স্টার। বিগ বস সিজন ফাইভে প্রথমবার অতিথি হিসাবে এসেছিলেন সানি লিওনি। ভারতীয় বিনোদন জগতে সেটাই ছিল তাঁর প্রথম পদক্ষেপ। এরপর আর ঘুরে তাকাতে হয়নি সানিকে। পর্ন দুনিয়াকে বিদায় জানিয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন বলিউডের তারকা। আইটেম নম্বর থেকে শুরু করে একের পর এক ছবিও করেছেন সানি। সম্প্রতি অনুরাগ কাশ্যপের পরিচালনায় কেনেডি ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। সেই ছবি প্রদর্শিত হয় কান ফিল্ম ফেস্টিভালে। টানা ৭ মিনিটের স্ট্যান্ডিং ওভেশান পান সানি সহ ছবির তারকারা।

বিবেকের 'দ্য ভ্যাকসিন ওয়ার' ছবিতে অভিনয় করবেন বঙ্গতনয়া রাইমা

'আমাকে হিন্দিতে কেউ কাজ দেয় না', বিবেক অগ্নিহোত্রীর সঙ্গে আলাপচারিতায় আক্ষেপ করেছিলেন রাইমা সেন। বঙ্গকন্যার মুখ থেকে এমন কথা শুনে এবার নিজের ছবিতেই কাস্ট করলেন 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' পরিচালক। বিবেক অগ্নিহোত্রীর ভ্যাকসিন যুদ্ধে এবার শামিল বাঙালি অভিনেত্রী। পরিচালকের 'দ্য ভ্যাকসিন ওয়ার'-এ অভিনয় করবেন রাইমা সেন। সম্প্রতি অভিনেত্রীকে পাশে নিয়ে এই ঘোষণা করেন খোদ বিবেক। কেন রাইমা সেনকে তাঁর বহু প্রতীক্ষিত 'দ্য ভ্যাকসিন ওয়ার'-এ কাস্ট করলেন? এক ভিডিওতেই তার কারণ ফাঁস করেন পরিচালক। 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' পরিচালক জানান, দিন কয়েক আগেই আমি কলকাতায় গিয়েছিলাম। সেখানে এই বঙ্গসুন্দরীর সঙ্গে আলাপ হয়। আমি ওঁকে জিজ্ঞেস করি- এত ভাল অভিনয় করো তুমি, প্রত্যেকটা চরিত্রকে জীবন্ত করে তোলো, কিন্তু হিংদি ছবিতে কাজ করো না কেন? পরিচালকের এমন প্রশ্নের উত্তরেই রাইমা সেন জানান, আমাকে হিন্দিতে কেউ কাজ দেয় না। তাই..। দক্ষ অভিনেত্রীর এমন আক্ষেপ শুনেই 'দ্য ভ্যাকসিন ওয়ার'-এ অভিনয় করার প্রস্তাব দেন বিবেক। পাশাপাশি মুনমুনকন্যাকে বাংলার অন্যতম প্রতিভাবান অভিনেত্রী বলেও প্রশংসা করেন। প্রসঙ্গত, বক্সঅফিসে 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' ধুন্ধুমার ব্যবসা করার পরই ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে 'দ্য ভ্যাকসিন ওয়ার'-এর ঘোষণা করেন বিবেক অগ্নিহোত্রী। মোদী - বন্দনা করে পরিচালক এই ছবির ঘোষণা করে বলেছিলেন, এবার এমন একটা যুদ্ধের গল্প সামনে নিয়ে আসছি, যে যুদ্ধ আপনাদের অজান্তে ভারত লড়েছে। আর বিজ্ঞান, সাহস এবং আদর্শকে ভর করে এই যুদ্ধটা জিতেওছে এদেশ! পাশাপাশি এই সিনেমার মধ্য দিয়ে যে বিরোধী দলনেতাদের খোঁচাও দেবেন তিনি, সেকথাও আগেভাগে ঘোষণা করে দিয়েছেন বিবেক। এর আগে এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেছিলেন, দেশের কিছু দল, কিছু মিডিয়া ভ্যাকসিন তৈরির বিষয়টাকে খাটো করার চেষ্টা করেছিল। তারই উত্তর দেবে এই 'দ্য ভ্যাকসিন ওয়ার'।

মঞ্চে নিষিদ্ধ নাটক, চলছে জোরকদমে প্রস্তুতি

গুপ্তরোগের মতো প্রতিটি মানুষ তার কৃত অপরাধ লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। এবং বহুল অংশে সফলও হয়। কিন্তু, কোন এক ঝঞ্ঝায় যখন সেই নিষ্কলুষ ভাবমুর্তিতে দাগ লাগে, তখন সে যেকোন মূল্যে সেই দাগ তোলার বা ঢাকার চেষ্টা করে। মুখোশ যখন মুখের সাথে মিশে যায়, তখন তা ফেলে দেওয়া কঠিন এবং বেদনাদায়ক। ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র সকলের মধ্যেই এই প্রবণতা বিদ্যমান। রাষ্ট্র কখনো কখনো কতিপয় মানুষের স্বার্থে বৃহত্তর জনগণের সাথে প্রতারণা করে। এবং সর্বশক্তি দিয়ে সেই অপরাধকে গোপন করার অপচেষ্টা করে। কিন্তু, তার অনুরণন মধ্যবিত্তের বসার ঘরে থেকে নিম্নবিত্তের রান্না ঘর পর্যন্ত শোনা যায়। গোয়েন্দা গল্পের আদলে রচিত সৌমেন পালের নাটক, একটি নিষিদ্ধ নাটক এমনি এক প্রেক্ষাপটে তৈরি যেখানে বড় বড় মানুষের ছোটে ছোটে অপরাধ সাধারণ মানুষের জীবনে বড় করে ছায়া ফেলে। আবার ঠুনকো সামাজিক অনুশাসন প্রাসঙ্গিক প্রেমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অবশেষে এই সকল বঞ্চিত মানুষের এক হওয়ার একটা হেতু তৈরি হয় কারণ এ সময়ে এক না হয়ে থাকার উপায় নেই। হাওড়া নাট্যজন প্রযোজিত এবং অজয় সাউ পরিচালিত এই নাটকে এক অধ্যক্ষের ঘরে এক ব্ল্যাকমেইলার ঢুকে পড়ে তাদের সাজানো সম্পর্কগুলো সব ভেঙে দেয়। ভাঙনের কারণ অনুসন্ধানে সবচেয়ে ভরসার মানুষগুলোর অবস্থান অচিরে বদলে যায়। ব্যক্তিস্বার্থের ঘাটে সব স্বার্থের বিসর্জন। মধ্যবিত্তের ড্রইং রুম হয়ে ওঠে রাষ্ট্রের আঙিনা। এই নাটকে যারা অভিনয় করেছেন তারা হলেন ড. বাসুদেব ভট্টাচার্য, বিপ্লব সরকার, অনির্বাণ ঘোষ, শিবা মজুমদার ও মৌসুমী সাউ। মঞ্চ ও আবহের দ্বায়িত্বে অজয় সাউ। আগামী ২৭ আগষ্ট হাওড়া রামগোপাল মঞ্চে মঞ্চস্থ হতে চলেছে। স্বচ্ছ কাঁটার পর হাওড়া নাট্যজন-এর আরও একটা প্রযোজনা যা দর্শকদের ভাবাবে। চলছে একটি নিষিদ্ধ নাটক - এর জোরকদমে প্রস্তুতি।

মুক্তির আগেই ৪.৭ লক্ষ টিকিট বিক্রি 'আদিপুরুষ'-এর

বহু প্রতীক্ষিত সিনেমা আদিপুরুষ। রামায়ণ অবলম্বনে তৈরি ছবি বাজেটও চমকপ্রদ। ১৬ জুন ছবিটি ৩ডি -তে মুক্তি পাবে। মুক্তির আগেই বক্স অফিসে এল সুনামি। প্রায় ৪.৭ লক্ষ টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। এই ছবির মুখ্য অভিনেতা প্রভাস, তাঁর বিপরীতে আছেন কৃতি শ্যানন। প্রথমবার পর্দায় জুটি বেঁধেছেন এই দুই তারকা। বাহুবলী ছবিটি বক্সঅফিসে হিট করার সঙ্গে সঙ্গেই অভিনেতা ফ্যানদের মনে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছিলেন প্রভাস। শুধু তাই নয়, অভিনেতা সারা ভারতের হার্টথ্রব হয়ে ওঠেন এই দক্ষিণী তারকা। আসন্ন এই ছবি মুক্তির আগেই যে পরিমাণে ব্যবসা করতে শুরু করে দিয়েছে যে, অনুমান করাই যায় প্রথম দিনই ৪০-৫০ কোটি ব্যবসা করতে পারে এই ছবি। সম্প্রতি হায়দ্রাবাদের একটি থিয়েটারে স্পেশাল স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে মুক্তি পায় ছবির ট্রেলার। প্রযোজক এবং ফিল্ম ব্যবসার বিশেষজ্ঞ গিরিশ জোহর এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, 'দর্শক আগেই ছবির নতুন ট্রেলারকে খুবই ভালো রিভিউ দিয়েছে। ছবিটি মহাকাব্য রামায়ণের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে। এটি একটি পারিবারিক ছবি। আশা করছি যে প্রথমদিনই সব ভাষার মুক্তি মিলিয়ে ৪৫ থেকে ৫০ কোটি (বা সম্ভবত আরও বেশি) ব্যবসা করবে এই ছবি।' ট্রেড ফিল্ম অ্যানালিস্ট তরন আদর্শ বলেন, ছবিটির বক্স অফিস কালেকশন হবে 'ব্যাপক', শুধুমাত্র উত্তরের সিঙ্গেল-স্ক্রিন থিয়েটার এবং মাল্টিপ্লেক্সে নয়, দক্ষিণে বিশেষ করে তেলেঙ্গানা এবং অন্ধ্রপ্রদেশে, যেখানে প্রভাসের বিশাল ফ্যান বেস রয়েছে সেখানেও ছবিটি ব্যাপক ব্যবসা করবে এই ছবি। রামায়নের উপর ভিত্তি করে চলচ্চিত্রটি তৈরি হয়েছে। ছবিতে রামের ভূমিকায় অভিনয় করবে প্রভাস, সীতার ভূমিকায় কৃতি স্যানন। এছাড়াও রাবণের ভূমিকায় দেখা যাবে বলিউডের নবাব সইফ আলি খানকে। লক্ষ্মণের চরিত্রে সানি সিং, বজরং চরিত্রে দেবদত্ত নাগ, মেঘনাদের চরিত্রে বৎসল শেঠ ছাড়াও সোনাল চৌহান এবং তৃপ্তি তোরাডমলকে ছবিতে দেখা যাবে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন ওম রাউত এবং প্রযোজনা করেছেন ভূষণ কুমার। এটি হিন্দি, তামিল, তেলুগু, মালায়ালাম এবং কন্নড় ভাষায় মুক্তি হবে। অভিনেতার ঝুলিতে একাধিক বড় বাজেটের ছবি। আদিপুরুষের পর তাঁকে সালার, প্রোজেক্ট কে-তে দেখা যাবে, যেখানে তিনি বলিউডের বিগ বি অমিতাভ বচ্চন এবং দীপিকা পাড়ুকোনের সঙ্গে দেখা যাবে। এছাড়াও স্পিরিট, মারুতিজ নেকস্ট ছবিতে দেখা যাবে। প্রভাসের থেকে পিছিয়ে নেই কৃতি। আদিপুরুষের পর অভিনেত্রীকে টাইগার শ্রফের সঙ্গে গনপত ছবিতে দেখা যাবে।

মক ফায়ার ড্রিল কাম প্রশিক্ষণ

কলকাতা, ১৫ জুন ঃ মেট্রো রেলওয়ে যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা এবং যত্ন নেয়। শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, মহাব্যবস্থাপক, মেট্রো রেলওয়ে নিয়মিতভাবে অগ্নিকাণ্ডের মতো কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে শহরের লাইফলাইনে গৃহীত নিরাপত্তা পরিমাপগুলি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করেন। টানেলের অভ্যন্তরে বা ভায়াডাক্টের অভ্যন্তরে যে কোনও অগ্নিকাণ্ডের জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিভিন্ন বিভাগের মেট্রো কর্মীদের প্রস্তুতি পরীক্ষা করার জন্য, ব্লু লাইন এবং গ্রিন লাইনে নিয়মিত মক ড্রিল পরিচালিত হয়। আজ ১৫.০৬.২০২৩ তারিখে কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে মেট্রো রেলওয়ের মাঠ কর্মীদের জন্য এমনই একটি মক ফায়ার ড্রিল কাম প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়েছিল। এই ড্রিলটিতে মেট্রো স্টাফদের মেট্রো স্টেশনের অভ্যন্তরে বিভিন্ন আগুন এবং ধোঁয়া পরিস্থিতির অনুকরণের মাধ্যমে শিখা নিভানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। ট্র্যাফিক, ইলেকট্রিক্যাল, সিগন্যাল এবং টেলিকমিউনিকেশন, আরপিএফ এবং ফায়ার অ্যান্ড সেফটি বিভাগের কর্মীরা এই মক ড্রিলটিতে অংশ নেন। এটা প্রত্যাশিত যে এই ধরনের ড্রিল যেকোন জরুরী পরিস্থিতিতে সাড়া দিতে মেট্রোমেনের দক্ষতা এবং সতর্কতাকে তীক্ষ্ণ করবে এবং উদ্ধারের সময় কমিয়ে আনবে এবং তাড়াতাড়ি স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনবে।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর মার্কিন সফর নিয়ে উচ্ছ্বসিত কংগ্রেস সদস্যরাও

ওয়াশিংটন, ১৫ জুন ঃ পেয়েছেন বিশেষ আমন্ত্রণ, আগামী সপ্তাহেই মার্কিন সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একদিকে তিনি যেমন মার্কিন কংগ্রেসে বক্তব্য রাখবেন, পাশাপাশি তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আয়োজিত বিশেষ নৈশভোজেও অংশ নেবেন। প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই সফর নিয়ে উচ্ছসিত ভারত ও আমেরিকা-দুই দেশই। প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই বিশেষ সফর নিয়ে মার্কিন সাংসদ রিচার্ড ম্যাককরমিক এ দিন বলেন, অনেকেই হয়তো বুঝতে পারেন না যে ভারত কতটা গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এখানে (আমেরিকা) আসা এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা জরুরি। এ দিন সংবাদসংস্থা এএনআই-র মুখোমুখি হয়ে জর্জিয়ার কংগ্রেসম্যান রিচার্ড ম্যাককরমিক বলেন, আমার মনে হয় না অনেকে বুঝতে পারেন যে ভারত কতটা গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণে প্রধানমন্ত্রী মোদীর এখানে আসা এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা জরুরি। যারা ভারতের গুরুত্ব কী, জানেন না, তারা সংখ্যার ক্ষমতা, শিল্পাঞ্চলের পরিমাণ, চিনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পণ্য উপাদনের পরিমাণও জানেন না। ডব্লুটিও-র নিয়ম ভাঙার বদলে অনুসরণ করে ভারত। এমন অংশীদারই তো আমাদের প্রয়োজন। মার্কিন কংগ্রেসের অপর প্রতিনিধি শিলা জ্যাকশন লি-ও প্রধানমন্ত্রী মোদীর আসন্ন মার্কিন সফর নিয়ে বলেন, মার্কিন কংগ্রেসে বক্তব্য রাখতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, কংগ্রেস এর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ। আমরা মিলিতভাবে কী কাজ করতে পারি এবং বিভিন্ন সমস্যার সমাধান সূত্র নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী কী বলেন, তা আমরা অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে শুনব। উল্লেখ্য, এর আগে একাধিক ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মার্কিন কংগ্রেসের অধিবেশনে অংশ নিলেও, নরেন্দ্র মোদীই প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি দ্বিতীয়বারের জন্য মার্কিন কংগ্রেসে বক্তব্য রাখার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। এর আগে ২০১৬ সালের জুন মাসে তিনি বক্তব্য রেখেছিলেন মার্কিন কংগ্রেসে। ১৯৮৫ সালে রাজীব গান্ধী, ১৯৯৪ সালে পিভি নরসিমহা রাও, ২০০০ সালে অটল বিহারী বাজপেয়ী, ২০০৫ সালে মনমোহন সিং মার্কিন কংগ্রেসে বক্তব্য রেখেছিলেন।

মুষলধারে বৃষ্টিতে ধস, বিপর্যস্ত ডিমা হাসাও জেলার জনজীবন

অসম, ১৫ জুন ঃ মুষলধারে বৃষ্টিপাতের জেরে ডিমা হাসাও জেলার জনজীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। গত তিন দিন থেকে ডিমা হাসাও জেলায় অবিরাম ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকায় ভূমিধসে বহু গ্রামের সংযোগী পথ বন্ধ হয়ে গেছে। এমন-কি নাগাড়ে বৃষ্টির দরুন শিলচর-হাফলং ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের বিভিন্ন স্থানে ওপর দিয়ে পাহাড় থেকে তীব্র বেগে কাদাজল নেমে আসছে। ফলে জাতীয় সড়ক নদীর আকার ধারণ করেছে। বৃষ্টি অব্যাহত থাকায় ধস নেমে যানবাহন চলাচল ব্যাহত হচ্ছে শিলচর-হাফলং জাতীয় সড়কে। বিশেষ করে হাফলং-হারাঙ্গাজাও এবং বালাছড়া থেকে হারাঙ্গাজাও অংশের অবস্থা একেবারে শোচনীয় হয়ে পড়েছে। বৃষ্টি হলেই পাহাড় থেকে নেমে আসা জল আর মাটিতে সড়কপথটি বন্ধ হয়ে পড়ে। তবে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ও এনএইচআইডিসিএল ধসমুক্ত করে সড়কটি সচল রাখার আপ্রাণ চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এমতাবস্থায় ঝুঁকি নিয়ে এই পথ দিয়ে যানবাহন চলাচল করছে। মেঘালয়ের সোনাপুরে ধস নেমে ৬ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ হয়ে পড়ায় শিলচর- হাফলং ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক হয়ে বহু পণ্যবাহী লরি ও অন্যান্য যানবাহন চলাচল করছে। আজ বৃহস্পতিবার প্রচণ্ড ঝড়- বৃষ্টিতে উমরাংসো-লংকার সড়কপথে বড় বড় গাছ রাস্তার ওপর ভেঙে পড়ায় এই সড়কপথেও যানবাহন চলাচল বেশ কিছু সময় বন্ধ ছিল। কিন্তু বিকালের দিকে এই সড়ক সচল করে তোলা হয়। এদিকে গুয়াহাটির মেট্রোলজিক্যাল বিভাগ আগামী সোমবার পর্যন্ত ডিমা হাসাও জেলা সহ বরাক উপত্যকার কাছাড় করিমগঞ্জে প্রবল বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে সতর্কতা জারি করেছে।

বিজনি ও সরভোগ স্টেশনের মধ্যে ডাবল লাইন চালু

মালিগাঁও, ১৫ জুন ঃ ১৩ জুন, ২০২৩ তারিখে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রঙিয়া ডিভিশনের অন্তর্গত বিজনি ও সরভোগ রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যে নতুন করে স্থাপিত ডাবল লাইনের বিধিবদ্ধ পরিদর্শন সম্পূর্ণ করেন এনএফ সার্কেল-এর রেলওয়ে সেফটি কমিশনার (সিআরএস) শ্রী শুভময় মিত্র। নতুন করে স্থাপিত এই দ্বিতীয় লাইনটি প্রতি ঘণ্টায় সর্বাধিক ৯০ কিলোমিটার গতিতে পণ্য সামগ্রী ও যাত্রী ট্রাফিকের জন্য ব্যবহার করা হবে। বিজনি-সরভোগ সেকশন হলো নিউ বঙাইগাঁও-আগথোরি ভায়া রঙিয়া ১৪২.৯৭ কিমি ডাবলিং প্রকল্পের একটি অংশ। এই প্রকল্পের মধ্যে ৭৫টি মেজর ব্রিজ, ৩৮টি মাইনোর ব্রিজ ও ১৯টি নতুন স্টেশন বিল্ডিং নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত আছে। বিজনি থেকে সরভোগ পর্যন্ত পথটি ১৮.৯৯ কিঃমিঃ পর্যন্ত প্রশস্ত। সেকশনটিতে ১০টি মেজর ব্রিজ নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এনএফ সার্কেলের রেলওয়ে সেফটি কমিশনার (সিআরএস)-এর দ্বারা প্রতি ঘণ্টায় ১৩৫ কিমি গতির পরীক্ষা করা হয়েছে। সমস্ত ওয়াইড বেস প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট (পিএসসি) স্লিপারের ব্যবহার সহ রোবাস্ট ট্র্যাক স্ট্রাকচার ও প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট স্লিপারের উপর নতুন ডিজাইনের মজবুত সুইচের থিক ওয়েব সুইচ এবং উচ্চ গতি নিয়ন্ত্রণ করার সক্ষমতার মতো আধুনিক প্রযুক্তি এই ডাবল লাইন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই ডাবল লাইন স্থাপনের ফলে স্টেশনগুলিতে স্টপ-ওভার ক্রসিং ছাড়াই উভয় দিক থেকে ট্রেন চলাচল করা যাবে, যার ফলে ট্রেনের সময়ানুবর্তিতা বৃদ্ধি পাবে। যানজট হ্রাস হওয়ার ফলে বর্ধিত গতিতে অধিক ট্রেন চলাচল করতে পারবে। পূর্বে ২৪ মে, ২০২৩ তারিখে পাঠশালা থেকে নলবাড়ি পর্যন্ত ২৬.৯১ কিমি সেকশন চালু করা হয়েছিল। এই সমগ্র সেকশনটি সম্পূর্ণ হওয়ার ফলে উত্তর পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

ঘূর্ণিঝড় 'বিপর্যয়'-এ সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিয়ে সংবাদ সংস্থাগুলিকে বার্তা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন ঃ ল্যান্ডফলের আগেই তাণ্ডব শুরু করে দিয়েছে এই শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় 'বিপর্যয়'। 'বিপর্যয়' আছড়ে পড়ার আগের মুহূর্তে বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা, বিশেষত বেসরকারি সংস্থাগুলির জন্য বিশেষ নির্দেশিকা জারি করেছে কেন্দ্র সরকার। রিপোর্টার, ফটোগ্রাফার সহ সাংবাদিকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সংবাদ সংস্থাগুলির জন্য বিশেষ নির্দেশিকা জারি করেছে 'উদ্বিগ্ন' তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কচ্ছ উপকূলে আছড়ে পড়বে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় 'বিপর্যয়'। 'বিপর্যয়'-এর প্রতি মুহূর্তের আপডেট জনগণকে দিতে বর্তমানে ঘটনাস্থলে গিয়ে রিপোর্ট সংগ্রহ করছেন সাংবাদিক, ফটোগ্রাফাররা। তবে তাঁদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বাগ্রে দেখা জরুরি বলে মনে করছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক। তাই রিপোর্টার, ফটোগ্রাফার সহ সাংবাদিকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সংবাদ সংস্থাগুলির জন্য বিশেষ নির্দেশিকা জারি করেছে 'উদ্বিগ্ন' তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক। বৃহস্পতিবার 'বিপর্যয়' আছড়ে পড়ার আগের মুহূর্তে বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা, বিশেষত বেসরকারি সংস্থাগুলির জন্য বিশেষ নির্দেশিকা জারি করেছে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক। বেসরকারি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল সহ যে সমস্ত সাংবাদিকেরা একেবারে 'গ্রাউন্ড লেভেলে' গিয়ে 'বিপর্যয়'-এর প্রতি মুহূর্তের খবর সংগ্রহ করছেন, তাঁদের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, যে সমস্ত সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা দুর্যোগ-বিধ্বস্ত এলাকায় গিয়ে খবর সংগ্রহ করছেন, তাঁদের সবরকম নিরাপত্তা দিতে হবে সংস্থাগুলিকে। সংবাদমাধ্যমগুলি কোনও অবস্থাতেই তাদের কর্মীদের ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় মোতায়েন করতে পারবে না এবং সাংবাদিকদের নিরাপত্তার সঙ্গে আপোস করা চলবে না, স্থানীয় প্রশাসনের জারি করা সমস্ত বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হবে বলেও কড়া বার্তা দিয়েছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক। প্রসঙ্গত, আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই গুজরাটের কচ্ছ উপকূলে আছড়ে পড়বে ঘূর্ণিঝড় 'বিপর্যয়'। ইতিমধ্যে কচ্ছ, সৌরাষ্ট্র সহ গুজরাটের বিস্তীর্ণ উপকূলে 'ক্যাটেগরি-৩'-এর 'বিপর্যয়'-এর তাণ্ডব শুরু হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে ঘণ্টায় ১১৫-১২০ কিলোমিটার বেগে বইছে ঝোড়ো হাওয়া বইছে। তার সঙ্গে চলছে প্রবল বৃষ্টি। উত্তাল হয়ে উঠেছে সমুদ্র। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে গুজরাটের উপকূলবর্তী এলাকা থেকে প্রায় ১ লক্ষ মানুষকে অন্যত্র সরানো হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় এদিন সকালেই উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল। রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী থেকে সেনা নামানো হয়েছে।

কুশীনগরে অগ্নিকাণ্ড ছয়জনের মৃত্যু

কুশীনগর, ১৫ জুন ঃ উত্তরপ্রদেশের কুশিনগর জেলার রামকোলা থানার অন্তর্গত বাপুনগর উর্ধা গ্রামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় একই পরিবারের ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার গভীরে রাতে ঘটনাটি ঘটেছে। নিহতদের মধ্যে একজন মহিলা ও পাঁচ শিশু রয়েছে। গভীর রাতে হঠাৎ ওই বাড়িটি থেকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখে স্থানীয়রা দমকল ও পুলিশকে খবর দেয়। দমকলের অনেক চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুন নেভানোর পর মৃত্যুর এই বীভৎস্য রূপ সামনে আসে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

মণিপুরে রাজ্যের মন্ত্রী নেমচা কিপগেনের সরকারি বাসভবনে অগ্নিসংযোগ দুর্বৃত্তদের

ইম্ফল, ১৫ জুন ঃ মণিপুরে রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী নেমচা কিপগেনের সরকারি বাসভবনে অগ্নিসংযোগ করে পুড়িয়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তের দল। ঘটনা বুধবার রাত প্রায় সাড়ে ছয়টায় সংঘটিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে রাজ্য পুলিশের সদর দফতর সূত্রে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, গতকাল সন্ধ্যারাত প্রায় সাড়ে ছয়টা নাগাদ ইমফল পশ্চিম জেলার অন্তর্গত লামফেল এলাকায় রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী নেমচা কিপগেনের সরকারি বাসভবনে অগ্নিসংযোগ করেছে সন্দেহভাজন কুকি দুষ্কৃতীরা। নেমচা কিপগেন কুকি সম্প্রদায়ভুক্ত বিজেপি সমর্থিত দশ বিধায়কের একজন। কিপগেন সহ দশ বিধায়ক পৃথক প্রশাসনের দাবি তুলেছিলেন। একজন বিধায়কের বাসভবন পুড়িয়ে ফেলার সাথে নতুন সহিংসতার ঘটনাটি এমন এক সময় সংগঠিত হয়েছে, যখন রাজ্যের মেইতই এবং কুকি-জো সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিগত হিংসা অব্যাহত রয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ১৩ জুন রাতে নতুন করে সংগঠিত সহিংসতার ঘটনায় নয়জনের মৃত্যু এবং ১০ জন আহত হয়েছেন। ঘটনা ওই দিন রাতে ইম্ফল পূর্ব এবং কাংপোকপি জেলার সীমান্তবর্তী আইগেজাং গ্রামে সংগঠিত হয়েছে। এদিকে, মণিপুরের নিরাপত্তা উপদেষ্টা কুলদীপ সিং জানান, এ পর্যন্ত মোট ১,০৪০টি আগ্নেয়াস্ত্র, ১৩,৬০১টি গোলাবারুদ এবং ২৩০টি বিভিন্ন ধরনের বোমা উদ্ধার করা হয়েছে। অন্যদিকে, ইমফল পূর্বের জেলা প্রশাসন পূর্বে জারিকৃত সকাল ৫-টা থেকে সন্ধ্যা ৬-টার পরিবর্তে কারফিউয়ের সময়সীমা কমিয়ে সকাল ৫-টা থেকে সকাল ৯-টা পর্যন্ত ছয় ঘণ্টার জন্য শিথিল করেছে।

শিল্পার বাংলোয় ডাকাতি, গ্রেফতার ২

মুম্বই, ১৫ জুন ঃ এদিক ওদিক নয় সোজা শিল্পা শেট্টির বাংলোয় হাজির ডাকাত। শুধু হাজির হয়েই খান্ত থাকেনি তারা। চলে রীতিমত অভিনেত্রীর বাংলোয় ডাকাতি। ঘটনায় বৃহস্পতিবার মুম্বই পুলিশের হাতে আটক ২। ঘটনার সূত্রপাত গত সপ্তাহে। বলি তারকা শিল্পার জুহুর বাংলো থেকে খোয়া যায় বেশকিছু বহুমূল্য জিনিসপত্র। টের পেয়েই তড়িঘড়ি স্থানীয় জুহু থানায় গিয়ে অভিযোগ জানান অভিনেত্রী। এরপরই তদন্তে নামে মুম্বই পুলিশ। কারা শিল্পা শেট্টির বাড়িতে এই ডাকাতি চালাল সেই তদন্ত চলতে চলতেই বৃহস্পতিবার ২ জনকে আটক করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় ওই ২ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

আন্তর্জাতিক লেভেল ক্রসিং সচেতনতা দিবস উপলক্ষে হাওড়া বিভাগে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান।

নয়াদিল্লির বহুতল আবাসনের কোচিং সেন্টারে ভয়াবহ আগুন

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন ঃ বৃহস্পতিবার ভরদুপুরে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড রাজধানীতে। নয়াদিল্লির মুখার্জিনগরে বহুতল আবাসনের একটি কোচিং সেন্টারে ভয়াবহ আগুন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে যায়। কালো ধোঁয়ায় ঢেকেছ গোটা এলাকা। প্রাণে বাঁচতে কোচিং সেন্টারের জানলা দিয়ে ঝাঁপ দেয় ছাত্র-ছাত্রীরা। অনেকে আবার দড়ি বেয়ে নীচে নামার চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে দমকলের ১১টি ইঞ্জিন। ওই কোচিং সেন্টারে আটকে পড়া ছাত্র- ছাত্রী সহ বহুতলের বাসিন্দাদের দ্রুত নামিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। এলাকা ঘিরে রেখেছে পুলিশ। মুখার্জী নগরের ওই বহুতলে সংস্কৃত পড়ার কোচিং সেন্টার ছিল। এদিন দুপুর ১২টা নাগাদ হঠাৎ করেই কোচিং সেন্টারটিতে আগুন লেগে যায়। সেই সময় অনেক ছাত্র- ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। আগুন লাগতেই আতঙ্কে প্রাণে বাঁচতে অনেকে কোচিং সেন্টারের জানলা দিয়ে ঝাঁপ দেয়ে। আবার অনেকে জানলা থেকে দড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসে। দড়ি বেয়ে ছাত্রদের নেমে আসার ভিডিয়ো বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। তারপর খবর পেয়েই দমকলের ১১ টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশবাহিনীও পৌঁছায়। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। কোচিং সেন্টার সহ বহুতলটি খালি করে আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে দমকলবাহিনী। তবে কীভাবে আগুল লাগল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

Name Change
I, RATAN LAL ROY (old name) S/O LATE RAM PARICHAN ROY residing at 2/H/6, Achambit Shah Road, PO & PS- Hestings, Kolkata-700022 WB India I have changed my name to (shall henceforth be known as) RATAN LAL RAI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 15/06/2023. RATAN LAL ROY and RATAN LAL RAI both are same and one identical person.

Name Change
I, SAUGATA MITTRA S/O MUKUL MITTRA residing at Tower-5, 2304, Urban NRI Complex, 783, Anandapur, Behind Ruby Hospital, Madurdaha, E.K.T. Kolkata-700107, PO & PS- Anandapur W B, India do hereby solemnly affirm & declaring my daughter's actual name SANJANA C MITTRA instead of SANJANA MITTRA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 14/06/2023. SANJANA C MITTRA and SANJANA MITTRA both are same and one identical person.

Name Change
I, Nitai Chandra Karmakar (old name) S/O Panchugopal Karmakar residing at Vill & P.o- Deulpara, P.S- Pursurah, Hoogly Rural, Pin- 712414 WB India I have changed my name to (shall henceforth be known as) Nitai Karmakar, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 15/06/2023. Nitai Chandra Karmakar and Nitai Karmakar both are same and one identical person.

Name Change
I, BIMLA PATHAK (old name) D/O RAJ NARAYAN MISHRA residing 5, Garstin Place, Dalhousie, PO-G.P.O., Kolkata-700001 WB India I have changed my name to (shall henceforth be known as) BIMALA PATHAK, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 15/06/2023. BIMLA PATHAK and BIMALA PATHAK both are same and one identical person.

Name Change
I, SK RASAD alias SEIKH RASET (old name) S/O NABABAJAN SEIKH residing Vill & PO- Mohanpur, PS-Mohanpur, East Medinipur-721436 India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SEKH RASED, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 15/06/2023. SK RASAD, SEIKH RASET and SEKH RASED both are same and one identical person.

Name Change
I, CHAMPA BIMAR (old name) D/O BHOLANATH BIVA residing at NO 13 UPPER CHURCH LINE LOHAGAR TEA GARDEN DARJEELING 734423 India I have changed my name to (shall henceforth be known as) CHAMPA BIVAR, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 15/06/2023. CHAMPA BIMAR and CHAMPA BIVAR both are same and one identical person.

Name Change
I, ROHIT KUMAR PATHAK (old name) S/O SANTOSH KUMAR PATHAK residing 5, Garstin Place, Dalhousie,PO-G.P.O., Kolkata-700001 WB India I have changed my name to (shall henceforth be known as) ROHIT PATHAK, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 14/06/ 2023. ROHIT KUMAR PATHAK and ROHIT PATHAK both are same and one identical person.

Name Change
I, REKHA BARAL (old name) W/O AVIJIT BARAL residing at Leningarh E Block, PO-Chandpur, Leningarh, Barrackpore, N 24 Pgs-700110, WB India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MOUSUMI BAG, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 15/06/2023. REKHA BARAL and MOUSUMI BAG both are same and one identical person.

Name Change
I, MD. SAMSUDDIN MONDAL alias MD SAMSUDDIN MONDAL (old name) S/O GOLAM RASUL MONDAL residing at Panchur Mondal Para, PO-Bidhangar, PS-Rabindranagar, Pin-700066 India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SAMSUDDIN MONDAL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 15/06/2023. MD. SAMSUDDIN MONDAL, MD SAMSUDDIN MONDAL and SAMSUDDIN MONDAL both are same and one identical person.

Name Change
I, MAMPI BANERJEE (old name) D/O Amren thakur residing at 129GA, HO-CHI-MINH SARANI SARSUNA, SARSUNA, PS- SARSUNA, Kolkata, 700061 India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MAMPI THAKUR, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 15/06/2023. MAMPI BANERJEE and MAMPI THAKUR both are same and one identical person.

ভরসা নতুন মুখে

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ১৫ জুন ঃ গুরুত্ব কমল অনুব্রত'র! নাকি নতুনদের এগিয়ে দেওয়া। অনুব্রতহীন বীরভূমে জেলা পরিষদের আসনে ৯০ শতাংশ নতুন মুখকে প্রার্থী করল শাসক দল। অর্থাৎ, ৫২টি আসনের মধ্যে ৪৫ টি নতুন মুখকে প্রার্থী করল তৃণমূল কংগ্রেস। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল প্রার্থী তালিকায় বাদ গিয়েছে অনুব্রত ঘনিষ্ঠ নেতাদের নাম। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে নেই অনুব্রত দাওয়াই কারন গরু পাচার মামলায় জেল বন্দি তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। তাঁকে ছাড়াই এই প্রথম হচ্ছে পঞ্চায়েত নির্বাচনে নামল শাসক দল। দলনেত্রীর তৈরি করে দেওয়া কোর কমিটির নেতৃত্বে লড়াইয়ে নামল দল। ফলে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে তৃণমূল কংগ্রেসে কারা প্রার্থী হবেন, তা মূলত ঠিক করেছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সঙ্গী আই প্যাকের সদস্যরা। শুধুমাত্র এই তালিকায় কিছুটা সংযোজন হয়েছে জেলার শীর্ষ নেতা কোর কমিটির সদস্য-মন্ত্রীদের পাঠানো নাম। এমনটাই দলের অভ্যন্তরীণ সূত্রে জানা গিয়েছে। বীরভূম জেলা পরিষদ ৪২ টি আসন ছিল। এবারই প্রথম ১০ বেড়ে এবার ৫২টি আসন হয়েছে। তৃণমূলের জেলা পরিষদের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হতেই দেখা গেল মাত্র ৭ জন পুরনো প্রার্থী। বাকি ৪৫ জন নতুন মুখকে জেলা পরিষদের প্রার্থী করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, অধিকাংশ অনুব্রত মণ্ডল ঘনিষ্ঠ পুরনো প্রার্থীদের বাদ দেওয়া হয়েছে। যা নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে জেলার রাজনৈতিক মহলে। তবে কি ধীরে ধীরে অনুব্রত মণ্ডলের ডানা ছাঁটার প্রক্রিয়া শুরু করেছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নতুন তৃণমূল। পঞ্চায়েত ভোটের তপ্ত বাজারে এই প্রশ্নটাই ঘোরাফেরা করছে। পাশাপাশি দুর্নীতির অভিযোগ ওঠা নেতা দের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে তালিকা থেকে। অনুব্রত ঘনিষ্ঠ জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আব্দুল কেরিম খান এবার টিকিট পাননি। কারন গরু পাচার মামলায় ইতিমধ্যেই তার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে সিবিআই। তাকে হাজিরাও দিতে হয়েছে। সেই জায়গায় নানুরে টিকিট পেয়েছেন অনুব্রত বিরোধী গোষ্ঠীর নেতা কাজল শেখ। এই রকম উদাহরণ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে। তবে কি এভাবেই ধীরে ধীরে অনুব্রত মণ্ডলের ডানা ছাঁটা শুরু করল দল? এই নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। তবে তৃণমূলের কোর কমিটির আহ্বায়ক তথা সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী বলেন, নতুন পুরনো মিলিয়েই টিকিট বন্টন হয়েছে। স্বচ্ছ ভাবমূর্তির বেশি করে নতুন প্রার্থী করা হয়েছে এটা ঠিকই। কারন নতুনদেরও তো সুযোগ দিতে হবে। দল যা ভালো বুঝেছে সেটাই করেছে।

বন্ধ অভয়ারণ্য

দুরন্ত বার্তা, চালসা, ১৫ জুন ঃ শুক্রবার থেকে পর্যটকদের জন্য ৩ মাস বন্ধ থাকবে গরুমারা ও চাপরামারী অভয়ারণ্য। আগামী ৩ মাস পর্যটকরা জঙ্গলে ঢুকতে পারবে না। মূলত বর্ষার এই সময় বন্য জন্তুরদের প্রজননের সময়। এই সময় যাতে কোনওভাবেই বন্য জন্তুরা বিরক্ত না হয় সেই কারণে প্রতিবছর ১৬ জুন থেকে জঙ্গলে প্রবেশ পর্যটকদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। তিন মাস বন্ধ থাকার পর পুজোর আগে ফের একবার খুলবে জঙ্গল। বৃহস্পতিবার বন্ধের আগের দিনে মূর্তি থেকে জঙ্গলে যাওয়ার জন্য পর্যটকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। মূর্তি টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট কেটে শেষ দিনে জঙ্গলে যেতে পর্যটকদের আগমন হয় মূর্তিতে। মূর্তি থেকে চাপরামারী সহ অন্যান্য নজর মিনার যাওয়ার জন্য পর্যটকরা এদিন আসেন। মূর্তি জিপসি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালক মজিদুল আলম বলেন, তিন মাস জঙ্গল বন্ধ থাকার জন্য রোজগারের টান পড়বে। ৩ মাস জিপসি গাড়ি গুলোকে মেরামত করার মতো সামর্থ থাকে না আমাদের। আজ শেষ দিনে বহু পর্যটক জঙ্গলে যায়। পর্যটন ব্যবসায়ী শেখ জিয়াউর রহমান বলেন, তিন মাস জঙ্গল বন্ধ থাকলেও পর্যটকরা ডুয়ার্সে আসতে পারেন। বর্ষায় ডুয়ার্স আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। ডুয়ার্সের বিভিন্ন অফবিট জায়গা গুলোকে বর্ষায় পর্যটকরা উপভোগ করতে পারেন।

অশান্তি দিনহাটায়

দুরন্ত বার্তা, দিনহাটা, ১৫ জুন ঃ মনোনয়ন পর্বের শেষ দিনে যেমন উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায় গুলি চলায় তিনজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন, বৃহস্পতিবার দিনহাটার ত্রিমোহিনী এলাকায় বিজেপি প্রার্থীদের গাড়ি ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বিজেপি প্রার্থীরা যখন মনোনয়ন জমা দিতে যাচ্ছিলেন তখনই ভাঙচুর চালায়। তৃণমূলের দাবি, বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দলের জেরে ওই ভাঙচুর চালানো হয়। বিজেপি নেতা অজয় রায় বলেন, তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীরা হামলা চালিয়েছে। তৃণমূলের রাজ্য মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন, বিজেপির গন্ডগোলে ওই ঘটনা ঘটেছে।

টিকিট না পেয়ে রাস্তায় তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৫ জুন ঃ দলের সক্রিয়কর্মী। এবারে প্রার্থী তালিকায় নাম বাদ পড়েছে। তার বদলে 'বহিরাগত' একজনকে প্রার্থী করা হয়েছে। আর তাতেই অগ্নিশর্মা অনুগামী থেকে গোটা সমাজ। প্রার্থী না করার প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ তৃণমূলের এক কর্মী ও তার অনুগামীরা। অভিযোগ বহিরাগত সদস্যকে এলাকায় পাওয়া যায় না। শুধু তাই নয়, আদিবাসী ভাবাবেগে আঘাত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ঘটনাকে ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়াল অন্ডালের কাজোড়া সরষেডাঙা এলাকায়। শেষ পর্যন্ত বেলা গড়াতেই নির্দলে মনোনয়ন জমা ওই প্রত্যাশীর। নির্দলে মনোনয়ন দিতেই আস্ত পঞ্চায়েত তৃণমূলের হাতছাড়া হওয়ার শঙ্কা। আলোচনা করে প্রার্থী চূড়ান্ত করা হয়েছে বলে সাফাই স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের। প্রসঙ্গত, আগামী ৮ জুলাই রাজ্যের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন। ক্ষমতা ধরে রাখতে দলের স্বচ্ছ ভাবমূর্তির কর্মীদের প্রার্থী করতে উদ্যোগী হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। আর তাতেই চরম অসন্তোষের মুখে পড়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। উমেশ কোড়া। কাজোড়া সরষেডাঙ্গার বাসিন্দা। তৃণমূল কংগ্রেসের দীর্ঘদিনের কর্মী। এছাড়াও আদিবাসী কোড়া সমাজ কল্যান সমিতির সভাপতি। এবং অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের অন্ডাল ব্লকের সভাপতি। স্বাভাবিকভাবেই এলাকায় যেমন ভাবমূর্তিও ভাল। তেমনই ব্লকে আদিবাসী কোড়া সমাজে ভাবাবেগ জড়িয়ে রয়েছে। এবারে আশা করেছিলেন তিনি পঞ্চায়েত ভোটে দল তাকে টিকিট দেবে। এলাকার বাসিন্দারাও তাকে প্রার্থী হিসেবে চেয়েছিলেন। দলের প্রকাশিত প্রার্থী তালিকায় কাজোড়া পঞ্চায়েতের ১৪ নম্বর সংসদে তার নামও ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তার জায়গায় প্রার্থী করা হয় রাজেশ পাসওয়ান নামে অন্য একজনকে। খবর চাউর হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন উমেশ কোড়ার অনুগামী ও গ্রামবাসীরা। উমেশকে প্রার্থী করার দাবীতে সরব হয় বাসিন্দারা। আর ওই দাবীকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় উমেশের অনুগামীরা। কাজোড়া থেকে খাস কাজোড়া যাওয়ার রাস্তার সরষেডাঙ্গা মোড়ে অবরোধ করে। ঘটনাকে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অবরোধকারীদের দাবী, উমেশ কোড়াকে গ্রামে বিপদে সবসময় পাওয়া যায়। আগেও বহিরাগতকে সদস্য করা হয়েছিল। কিন্তু এলাকায় তার দেখা পাওয়া যেত না। সমস্য হত। উমেশ কোড়ার অনুগামীরা আরও জানান, জোর করে একজন বহিরাগত প্রার্থী চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা মানা সম্ভব নয়। তার প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ। দুঃসময়ে যাকে সর্বদা পাশে পাওয়া যায় সেই উমেশকে প্রার্থী করতে হবে। জানা গেছে, কাজোড়া পঞ্চায়েতের ২১ টি আসনের মধ্যে সরষেডাঙা, কোপাডাঙা, রায়দত্ত, মধুসুদনপুর, রিয়েল কাজোড়া, আঞ্জির বাগান, কেসিপাল সহ ১০ সংসদ আদিবাসী অধিষ্যুত। গত ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে উমেশের ভালো ভূমিকা ছিল। বিধানসভা নির্বাচনে সাংসদ ভিত্তিক ফলাফলে নিজের গ্রাম ১৪ নং সাংসদ সরষেডাঙায় সাড়ে পাঁচ'শ ভোটে দলকে লিড দিয়েছে। একাধিক সামাজিক সংগঠনে জড়িত রয়েছেন তিনি। স্বাভাবিকভাবে তাকে প্রার্থী না করার বঞ্চনার প্রভাব পড়তে পারে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারনা। তার ওপর এলাকায় বামেদের নতুন করে উত্থান শুরু হয়েছে। তাই ২১ সাংসদের ১০ টিতে তার প্রভাব পড়লে পঞ্চায়েত তৃণমূলের হাতছাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এদিন অবরোধ অনুগামীদের সঙ্গে উমেশ কোড়া নিজেও হাজির ছিলেন। হতাশ উমেশবাবু জানান, দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন এলাকার মানুষ যাকে চাইবে দল তাকে প্রার্থী করবে। এলাকার মানুষ আমাকে প্রার্থী হিসেবে চায়। কিন্তু দল আমার নাম চূড়ান্ত করার পরেও শেষ মুহূর্তে নাম বাদ দিয়ে অন্য একজনকে প্রার্থী করেছে। এলাকার মানুষ চেয়েছে, তাই নির্দলে মনোনয়ন জমা দিয়েছে। এবং আজকের মানুষের উৎসাহ আমাকে জিতিয়ে দেবে। প্রার্থী তালিকা চুড়ান্ত হতেই দলীয় কোন্দল কার্যত প্রকাশ্যে চলে আসায় অস্বস্তিতে পড়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। যদিও অন্ডাল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মলয় চক্রবর্তী জানান, সবাই প্রার্থী হতে চায়। কিন্তু সবাইকে প্রার্থী করা সম্ভব নয়। আলোচনা করেই প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে।

পাঞ্জাব নৈশনল বৈংক (ভারত সরকার কা উপক্রম) | pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking) | Oriental | United

শাস্ত্র সার্কেল অফিস ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণা
আমতলা রোড, পদ্মপুকুর মোড়ের নিকট
পোস্ট ঃ বারুইপুর, কলকাতা-৭০০১৪৪
ফোন নং. ঃ ০৩৩ ২৪৩৩ ৫০৪৬,
ই-মেল ঃ cs8319@pnb.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ইএমডি এবং নথিপত্র জমার শেষ তারিখ ও সময় (হার্ড কপি ও অনলাইনে) ঃ ২৮.০৬.২০২৩ (বিকাল ৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)

ই-নিলামের তারিখ ও সময় ঃ ৩০.০৬.২০২৩ (বেলা ১২.০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৪.৩০ ঘটিকা)

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তির এবং প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন, ২০০২ সঙ্গে পড়তে হবে বন্দোবস্ত ধারা ৮(৬) নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২।

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় জনস্বার্থে এবং বিশেষভাবে গ্রাহক এবং জামিনদারদের উদ্দেশ্যে যে নিম্ন বর্নিত অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া রয়েছে ঋণদাতাকে, সংগঠিত / শারিরীক/ প্রতীকি অধিগ্রহণ করা হয়েছে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা ব্যাঙ্ক/ ঋণদাতার তরফে, যা বিক্রয় করা হবে "**যেখানে যা আছে**", "**যা কিছু আছে**" এবং "**সেখানে যা কিছু আছে**" নিম্ন সারণীতে বর্নিত তারিখে, বকেয়া পুণরুদ্ধার করতে ব্যাঙ্ক/ ঋণদাতার তরফে উল্লেখিত গ্রাহক এবং জামিনদারদের কাছ থেকে।

সংরক্ষিত মূল্য এবং আয়ের মূল্য জমা করতে হবে উল্লেখিত সম্পত্তির ভিত্তিতে নিম্নেবর্নিত সারণীর উল্লেখ অনুসারে। বিক্রয় করা হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে **www.mstcecommerce.com** লিংক প্রদান করা হয়েছে ওয়েব পোর্টালে (**https://www.ibapi.in**)। জনসাধারণকে আহ্বান জানানো হচ্ছে নিজে বা অনুমোদিত ব্যক্তি মারফৎ দরপত্র জমা করতে।

লট নং.	ক) অ্যাকাউন্ট নাম (গ্রাহক) গ্রাহকের ঠিকানা খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ বন্ধকদাতা / মালিকের নাম (দায়ের তালিকা)	ক) দাবী বিজ্ঞপ্তি তারিখ খ) দাবী বিজ্ঞপ্তি অনুসারে বকেয়ার পরিমান (সঙ্গে পরবর্তী সুদ, দাবী, ব্যয়, মূল্য পুণরুদ্ধার বকেয়া যদি থাকে) গ) অধিগ্রহণ তারিখ	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লাখ টাকায়) খ) ইএমডি গ) দর বর্ধিত	ক) ই-নিলামের নির্ধারিত তারিখ ও সময় খ) ইএমডি জমার শেষ তারিখ ও সময় গ) নথিপত্র ও সম্পত্তি পরিদর্শন করার তারিখ
১	**ক) মে. রাজু এন্টারপ্রাইজ মালিক ঃ শ্রী জাফর সিদ্দিক উকিল** পিতা-প্রয়াত খোদাদত হোসেন উকিল ১৩৩, বিবেকানন্দ রোড, বৈকুন্ঠপুর, পোস্ট-রাজপুর, কলকাতা-৭০০১৪৯, পশ্চিমবঙ্গ **খ) সোনারপুর শাখা**	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ইকিউএম জমি এবং বসবাসের বাড়ি রয়েছে যার হোল্ডিং নং. ৭৬৪, হাল দাগ নং. ২১৩, এলআর দাগ নং. ২২৫, ওয়ার্ড নং. ৭, হাল খতিয়ান নং. ৮৯১/৩৯, এলআর খতিয়ান নং. ১৪৫৮, মৌজা-কুসুম্বা অধীন রাজপুর সোনারপুর পৌরসভা যার মোট এলাকা- ২কাঠা ৭ ছটাক ১৫ ব.ফু. এবং **সম্পত্তি রয়েছে শ্রী জাফর সিদ্দিকি উকিলের নামে,** পিতা-প্রয়াত খোদাদত হোসেন উকিল। **সম্পত্তির পরিসীমা ঃ** উত্তরে-১৫ ফুট চওড়া গলি, দক্ষিণ-অশোক কুমার শ'র সম্পত্তি, পূর্ব-২০ ফুট চওড়া পৌরসভার রাস্তা, পশ্চিম-খালি জমি। **(অধীন প্রতীকী অধিগ্রহণ)**	ক) ১০.০২.২০২২ খ) টাকা. ৩৪,১৮,২৮২.০০ গ) ২১.১২.২০২২	ক) টাকা. ৩৮,১০,০০০ /- খ) টাকা. ৩,৮১,০০০ /- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	ক) ৩০.০৬.২০২৩ (১২.০০ থেকে ৪.৩০ ঘটিকা) খ) ২৮.০৬.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত) গ) ২৭.০৬.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)
২	**ক) সুব্রত মুখার্জি** (প্যান নং. সিআইডিপিএম ৯৭৭২জে) পিতা-প্রয়াত নবকুমার মুখার্জি কালিকাপুর চন্দনপুর, রাধা নগর (রাজারহাট মেন রোডের কাছে) পোস্ট ও থানা-সোনারপুর, কলকাতা, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭০০১৫০। **খ) বেয়োন্তা শাখা**	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ইকিউএম জমি এবং বসবাসের বাড়ি রয়েছে জমির মোট এলাকা ১ কাঠা ৫ ছটাক ৩৭ ব.ফু. যার এলআর দাগ নং. ৩১৮ এবং ৩৬৬, খতিয়ান নং. ৫৫৪, জেএল নং. ৯, মৌজা-হাতিশালা, থানা ভাঙড় (পুরানো), এবং কেএলসি (নতুন), রাজারহাট মেন রোডের ধারে এবং **সম্পত্তির পরিসীমা ঃ** উত্তরে-মানিক দাসের সম্পত্তি, দক্ষিণ-মানিক দাসের সম্পত্তি, পূর্ব-৮ফুট চওড়া গলিপথ, পশ্চিম-দাগ নং. ৩৬৬ এবং **সম্পত্তি রয়েছে শ্রী সুব্রত মুখার্জি নামে,** যার বিক্রয় দলিল নং. ৩১৮৩ / ২০১৬ **(অধীন প্রতীকী অধিগ্রহণ)**	ক) ০১.০৭.২০২১ খ) টাকা. ১২,৬২,২৩৫.১৭ গ) ০৫.০৮.২০২২	ক) টাকা. ২১,৮৮,০০০ /- খ) টাকা. ২,১৮,০০০ /- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	ক) ৩০.০৬.২০২৩ (১২.০০ থেকে ৪.৩০ ঘটিকা) খ) ২৮.০৬.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত) গ) ২৭.০৬.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)
৩	**ক) শ্রী দুধকুমার ঢালি** পিতা-শ্রী নির্মল চন্দ্র ঢালি গ্রাম-কলাগেছিয়া, পোস্ট-সরিষা, থানা-ডায়মন্ড হারবার, পিন-৭৪৩ ৩৬৮ **খ) সরিষা শাখা**	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ইকিউএম জমি এবং বসবাসের বাড়ি রয়েছে আরএস ও এলআর দাগ নং. ৪৬১৮, আরএস খতিয়ান নং. ৬৫৮, এলআর খতিয়ান নং. ৩২৯৩ অংশীভূত এলআর খতিয়ান নং. ৮০১১, মৌজা, কামারপোল, জেএল নং. ৭৩, অধীন কামারপোল গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা-পারুলিয়া কোস্টাল, এডিএসআরও- ডায়মন্ড হারবার, এলাকা- কম বা বেশি ০৪.৬৬ শতক বাস্তু জমি। **সম্পত্তি রয়েছে শ্রী দুধকুমার ঢালি নামে,** যার নথিবদ্ধ দলিল নং. ১-১৬০৯০৩৪১৫ সাল ২০১৭, তারিখ ০৯.০৮.২০১৭ এবং **সম্পত্তির পরিসীমা ঃ** উত্তরে-০৬ ফুট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণ-৫ ফুট চওড়া গ্রাম্য রাস্তা, পশ্চিম- দাগ নং. ৪৫৯৭ অধীন খালি জামি, পূর্ব- দাগ নং. ৪৫৯৬ অধীন খালি জমি। **(অধীন প্রতীকী অধিগ্রহণ)**	ক) ২০.১০.২০২২ খ) টাকা. ১১,৯৮,৪৫০.১২ গ) ৩১.০১.২০২৩	ক) টাকা. ৪০,০৯,০০০ /- খ) টাকা. ৪,০৯,০০০ /- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	ক) ৩০.০৬.২০২৩ (১২.০০ থেকে ৪.৩০ ঘটিকা) খ) ২৮.০৬.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত) গ) ২৭.০৬.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)
৪	**ক) মে. স্নেহময়ী মেডিকেল স্টোর্স, মালিক- শ্রী মানস কাঞ্জি** (মে. সন্ধ্যা মেডিকেল হল) রুম নং. ৭, ফলতা ইনডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, পোস্ট-কলাতলা হাট, থানা-রামনগর, ২৪ পরগণা (দক্ষিণ), রামনগর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৫০৪। **খ) ফলতা ফ্রি ট্রেড জোন শাখা**	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ইকিউএম জমি (খালি) জার মোট এলাকা ৩ ডেসিমেল, দাগ নং. ৯০৫, খতিয়ান নং. ২৭২, জেএল নং. ১৮, গ্রাম-রামনগর (হোটেল সি বার্ড / হোটেল রাজহংস নিকটে), ফলতা সুপার মার্কেট নিকটে,সেক্ট্র-৪, অধীন কলাতলা হাট গ্রাম পঞ্চায়েত, পোস্ট-কলাতলা, থানা-রামরগর (ডায়মন্ড হারবার), এবং **সম্পত্তির পরিসীমা ঃ** উত্তরে-জয়দেব মন্ডলের সম্পত্তি, দক্ষিণ-হারান চন্দ্র নস্করের সম্পত্তি, পূর্ব-৮ফুট রাস্তা, পশ্চিম-ললিত কাঞ্জির সম্পত্তি। **(অধীন প্রতীকী অধিগ্রহণ)**	ক) ১৭.০৫.২০২২ খ) টাকা. ১৫,৮৩,৪১০.১০ গ) ৩১.০১.২০২৩	ক) টাকা. ১,৩৫,০০০ /- খ) টাকা. ১৩,৫০০ /- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	ক) ৩০.০৬.২০২৩ (১২.০০ থেকে ৪.৩০ ঘটিকা) খ) ২৮.০৬.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত) গ) ২৭.০৬.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)
৫	**ক) মে. বিশ্বকর্মা অটোমোবাইল মালিক ঃ শ্রী বিশ্বনাথ মন্ডল** ২৪৬, রোড ভাদুরিয়া পোল, গ্রাম ও পোস্ট-ভাদুরা, থানা-ফলতা, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, শাহারার হাট, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৫০৪ **খ) শাহারারহাট শাখা**	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ইকিউএম জমি এবং নির্মীয়মান বাড়ি যার দাগ নং. ২৪৩, খতিয়ান নং. আরএস (২) (এলআর ২০১৪, ২০১৫), তৌজি ন. ৩৯১, জেএল নং. ১২, মৌজা-ভাদুরা যার মোট এলাকা-০৩ ডেসিমেল, থানা-রামনগর, অধীন ভাদুরা হরিদাস গ্রাম পঞ্চায়েত এবং **সম্পত্তি রয়েছে শ্রী গৌরচন্দ্র মন্ডল এবং নিতাই চন্দ্র মন্ডলের নামে,** উভয়ের পিতা-বিশ্বনাথ মন্ডল, যার নথিবদ্ধ বিক্রয় দলিল নং. ১২৮৭ এবং ১২৮৮ সাল ১৯৯৭। **(অধীন প্রতীকী অধিগ্রহণ)**	ক) ১১.০৫.২০২২ খ) টাকা. ১৩,৩৮,৯২৬.৫২ গ) ৩১.০১.২০২৩	ক) টাকা. ৪,০৫,০০০ /- খ) টাকা. ৪০,৫০০ /- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	ক) ৩০.০৬.২০২৩ (১২.০০ থেকে ৪.৩০ ঘটিকা) খ) ২৮.০৬.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত) গ) ২৭.০৬.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)
৬	**ক) মতিয়ার রহমান লস্কর** পিতা-ইশা লস্কর ওরফে আবেদা লস্কর গ্রাম-পালেরচক, পোস্ট-জালবেড়িয়া, থানা-কুলতলি, ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৩৮, পশ্চিমবঙ্গ **খ) প্রিয়ার মোড় শাখা**	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ইকিউএম জমি এবং বাড়ি যার আরএস দাগ নং. ২৪৪, খতিয়ান নং. ২২৭, তৌজি নং. ১৩৯, জেএল নং. ২৭১০, মৌজা-জামতলা, মোট এলাকা ০১ ডেসিমেল (নির্মান এলাকা ৪২০ ব.ফু.) ব্যবসার ইউনিট-মে. লস্কর লুব্রিকেটিং ওয়েল এবং স্পেয়ার পার্টস নামে, যা রয়েছে মতিয়ার রহমান নামে, পিতা-ইশা লস্কর ওরফে আবেদা লস্কর নথিবদ্ধ দলিল নংয় ২২০৬ / ২০১০ এবং **সম্পত্তির পরিসীমা ঃ** উত্তরে-অন্যদের খালি জমি, দক্ষিণ-কার্তিক মন্ডল, পূর্ব-উত্তম মন্ডলের সম্পত্তি, পশ্চিম-২৫ ফুট জামতলা রোড। **(অধীন প্রতীকী অধিগ্রহণ)**	ক) ০২.০৫.২০২২ খ) টাকা. ১০,৯১,৬৮৫,৯৭ গ) ১৫.০৭.২০২২	ক) টাকা. ১৪,৮২,০০০ /- খ) টাকা. ১,৪৮,২০০ /- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	ক) ৩০.০৬.২০২৩ (১২.০০ থেকে ৪.৩০ ঘটিকা) খ) ২৮.০৬.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত) গ) ২৭.০৬.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)
৭	**ক) শ্রী আব্দুল ওয়াহাব** পিতা-প্রয়াত উনুচ আলি সেকলোন গ্রাম-উত্তর দেয়ারচক, পোস্ট-কুলেশ্বর, থানা-ডায়মন্ড হারবার, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৭৫ **খ) শ্রীচন্দহাট শাখা**	সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী ইকিউএম জমি এবং বাড়ি অবস্থিত মৌজা-উত্তর দেয়ারচক, জেএল নং. ১৩১, আরএস খতিয়ান নং. ১২৭, এলআর খতিয়ান নং. ১১৩৪, হাল এলআর খতিয়ান নং. ১৭৪০, আরএস ও এলআর দাগ নং. ৭৪৫, জমির পরিমান ১০ ডেসিমেল (বাস্তু) ও কার্পেট এলাকা বাড়ির-গ্রাউন্ড ফ্লোর ৪৮০ ব.ফু. ও ১ম ফ্লেঞ্চর ৪৮০ ব.ফু. অধীন থানা ও এডিএসআরও-ডায়মন্ড হারবার, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **সম্পত্তির মালিক আব্দুল ওয়াহাব,** পিতা-প্রয়াত উনুচ আলি সেক, রেকর্ড বুক নং. ১, সিডি ভলি. নং. ৪, পাতা ৫০৯ থেকে ৫২০, বিক্রয় দলিল নং. ১-০১৮১৯ সাল ২০১০, তাং. ২৫.০৫.২০১০ ও বুক নং. ১, সিডি ভলি. নং. ৩, পাতা ৭৬৬৮ থেকে ৭৬৮২, বিক্রয় দলিল নং. ১-০২১৪০ সাল ২০১৩ তাং. ২৮.০৫.২০১৩, এডিএসআরও-ডায়মন্ড হারবার। **(অধীন প্রতীকী অধিগ্রহণ)**	ক) ২০.০২.২০২০ খ) টাকা. ৭,১৯,৬১৭.০০ গ) ১৯.১২.২০২০	ক) টাকা. ৯,৩৬,০০০ /- খ) টাকা. ৯৩,৬০০ /- গ) টাকা. ১০,০০০ /-	ক) ৩০.০৬.২০২৩ (১২.০০ থেকে ৪.৩০ ঘটিকা) খ) ২৮.০৬.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত) গ) ২৭.০৬.২০২৩ (৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত)

-ঃ নিয়ম ও শর্তাবলী ঃ-

বিক্রয় করা হবে শর্ত এবং নিয়মাবলী পালন করে যা প্রস্তাবিত আকারে রয়েছে নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা ২০০২ এবং উল্লেখিত আরও শর্ত মোতাবেকঃ-

১. সম্পত্তি বিক্রয় হবে "**যেখানে যা আছে**" এবং "**সেখানে কি আছে**" এবং "**সেখানে যা কিছু আছে**" ভিত্তিতে।
২. সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণী উল্লেখ রয়েছে উপরোক্ত সারণীতে যা স্বীকৃত আধিকারিকের সর্বশেষ জানা তথ্যের ভিত্তিতে, কিন্তু অনুমোদিত আধিকারিক কোন ত্রুটি, ভুল তথ্য বা এই ঘোষনার কোনরূপ ভ্রান্তির জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য নন।
৩. বিক্রয় করা হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে যা দেওয়া হবে ওয়েবসাইটে-**https:// www.mstcecommerce.com**।
৪. বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী বিক্রয়ের, দয়াকরে দেখুন-**www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app & www.pnbindia.in**।
৫. বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী ই-নিলাম বিক্রয়ের জানতে দরপত্র জমা করার পূর্বে এবং ই-নিলাম বিক্রয়ে অংশ নেওয়ার পূর্বে তথ্য জানতে যোগাযোগের ব্যক্তি -**শ্রী দেবানন্দ শর্মা, চিফ ম্যানেজার, মোবাইল নং. ঃ ৯৫২৩৩২০২৬০।**
৬. সফল দরদাতা (যদি একটিমাত্র দর জমা পড়ে সেক্ষেত্রে একটি বর্ধিত দর রাশি প্রয়োজন থাকবে বিক্রয় সুনিশ্চিত হতে) জমা করতে হবে এফিডেভিট অনুমোদিত অধিকারিকের কাছে শারিরীক উপস্থিতি সুনিশ্চিত করতে এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির নথিপত্র যাঁচাইয়ের জন্য (যদি প্রয়োজন থাকে)।
৭. সমস্ত বিধিসমস্তত বকেয়া / পরিচারক চার্জ / অন্যান্য বকেয়া সঙ্গে রেজিস্ট্রেশান চার্জ, স্ট্যাম্প খরচ, কর, পরিবহণ খরচ, জিএসটি ইত্যাদি বহন করতে হবে ক্রেতাকে।
৮. সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণী সারণীতে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত যা সর্বশেষ তথ্যমতে অনুমোদিত আধিকারিকের কাছে, কিন্তু অনুমোদিত আধিকারিক কোন ত্রুটি, ভুল তথ্য বা এই ঘোষনার কোনরূপ ভ্রান্তির জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য নন।
৯. দরদাতাদের দ্বায়িত্ব থাকবে পরিদর্শন করে সন্তুষ্ট হতে নিজেদেরকে সম্পত্তির বিষয়ে এবং নির্দিষ্টভাবে দর জমার পূর্বে।
১০. নিলামের অর্থ প্রদানের জন্য করতে হবে ডিডি / নগদ/ এনইএফটি/ আরটিজিএস মাধ্যমে যার **অ্যাকাউন্ট নং. ঃ ০৩০০২০৩১৭১১৬০, আইএফএসসি নং. ঃ পিইউএনবি০০৩০০২০ পিএনবি-র, শাখা চৌধুরি বাজার, বারুইপুর, নাম-পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক।**

১৫ দিনের বিধিসম্মত বিক্রয় নোটিস অধীন রুল ৮(৬) ও ৯(১) সারফেইশি আইন, ২০০২

তারিখ ঃ ১৬.০৬.২০২৩
স্থান ঃ বারুইপুর

স্বা /- শ্রী দেবানন্দ শর্মা, চিফ ম্যানেজার ও অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলো মনোনয়ন জমা

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১৫ জুন ঃ নির্বাচনের দিন ঘোষণা হবার পর থেকেই শুরু হয়েছে মনোনয়ন জমা পর্ব। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এই মনোনয়ন জমাকে কেন্দ্র করে যখন বিক্ষিপ্ত অশান্তির খবর সামনে এসেছে কমবেশি প্রতিদিনি, সেখানে প্রথম দিন থেকে কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা বা কোন প্রকার অশান্তি ছাড়াই এই মনোনয়ন পর্ব শেষ হলো নবদ্বীপ ব্লকের ৮ অঞ্চলের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের মনোনয়ন জমা পর্ব। বৃহস্পতিবার শেষ দিনে যদিও বা মনোনয়ন জমা দেবার চাপ একদমই কম ছিল, সকাল থেকেই তেমন চাপ লক্ষ্যই করা যায় নি নবদ্বীপ বিডিও অফিসে। তথাপি প্রথম দিনের মতই প্রশাসনের নজরদারি ছিল যথেষ্ট চোখে পড়ার মতো। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী কড়া হাতে প্রশাসনকে আইনশৃঙ্খলা সামলাতে দেখা যায় প্রশাসনিক কর্তাদের। পাশাপাশি শেষ দিন মনোনয়নের, তাই বারংবার মাইকিংয়ের মাধ্যমেও মনোনয়ন জমার সময়সূচীও বলতে দেখা গেল পুলিশ-প্রশাসনের তরফে। বেলা ২.৪৫ মিনিটেও দেখা গেল মাইক হাতে নবদ্বীপ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক জলেশ্বর তিওয়ারিকে সকল রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্যে বলতে, মনোনয়ন জমার জন্য বাকি সময় সম্পর্কে অবগত করতে ও বিডিও অফিসের মেইন গেট বন্ধের সময়ও তিনি জানিয়ে দেন। বেলা তিনটে বাজতেই নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী বন্ধ হয়ে যায় নবদ্বীপ বিডিও অফিসের মেইন গেট। তবে সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নে মনোনয়ন পর্ব শেষ করতে প্রশাসনকে কিছু কিছু সময় কঠোর হতে হলেও মোটের ওপর শান্তিতেই মনোনয়ন জমা করতে পেরে খুশি সকল রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা।

বোলপুরে গলার নলি কেটে খুন মৎস্য ব্যবসায়ী

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১৫ জুন ঃ সাতসকালে গলার নলি কেটে এক ব্যক্তির রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো বোলপুরে। মৃতদেহ তুলতে বাধা দেন এলাকাবাসীরা। পুলিশ কুকুর দিয়ে তদন্তের দাবি তোলেন এলাকাবাসীরা। সেই দাবি মেনে এলাকায় পুলিশ কুকুর আনা হয়। জানা গেছে, মৃত ব্যক্তি পেশায় মৎস্য ব্যবসায়ী। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের বোলপুর থানার রায়পুর সুপুর অঞ্চলের কাঁকুটিয়া গ্রামে। নিহত ব্যক্তির নাম মদন বর্মন। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বোলপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ মৃতদেহ তুলতে গেলে গ্রামবাসীরা দাবি করেন পুলিশ কুকুর নিয়ে এসে সঠিক তদন্ত করে দোষীদের বের করা হোক। গ্রামবাসীদের কথা মেনে তড়িঘড়ি পুলিশ পুকুর এনে তদন্ত চালানো হয়। কিভাবে মৃত্যু হল তার খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়ের দাবি, গতকাল রাত থেকেই তিনি নিখোঁজ ছিলেন। তারপরে তারা জানতে পারেন মাঠের মধ্যে পড়ে আছেন গলাকাটা অবস্থায়। এই ঘটনার সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের খুঁজে বের করে কঠোর শাস্তি দাবী করেছেন সকলেই। মৃতর স্ত্রী মঞ্জু বর্মণ জানান, প্রতিদিনের মতো রাত ন'টা নাগাদ টর্চ নিয়ে পুকুর পাহারা দিতে যান তাঁর স্বামী মদন বর্মণ। কিন্তু বারোটার পর বাড়ি না ফেরায় তিনি চিন্তায় পড়ে যান। তাঁর জায়ের ছেলে মোটর বাইকের আলোতে সারারাত মদন বর্মণকে খোঁজেন। অন্যদিকে, টর্চ হাতে তিনি সারা পুকুর পাড় খুঁজে বেড়ান। কোথাও কিছু পান নি। জানা গেছে, মদন বর্মণ পুকুরে মাছ চাষ করতেন। তাঁর ছেলে নেই। দুই মেয়ের বিয়ে এই মাছ চাষ করেই দেন।

SBI

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএমইসি বিধাননগর,
কোড নং. ঃ ১৫৭৪৫, জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪র্থ ফ্লোর)
১/১৬, ভি.আই.পি. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪

অধিগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
অনুবিধি-৪,(ধারা ৮(১)

অ্যাকা. নং.- ৩৫৮১৬৭০৩২৩৬(সিসি), ৩৯৩৮৯৯৪০০২৩ (জিইসিএল), ৪০২৮২০৪১৬৯৪ (ডব্লুসিটিএল), ৪০২৮২০২৯৩২৬ (এফআইটিএল)

যেহেতু

নিম্নস্বাক্ষরকারী হচ্ছেন অনুমোদিত আধিকারিক **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএমইসি বিধাননগর শাখা** অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তির এবং প্রয়োগ সুদ নিরপাত্তা আইন, ২০০২ এবং ক্ষমতার প্রয়োগ সুনিশ্চিত রয়েছে অধীন ধারা ১৩(১২) সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৩ সুদ নিরাপত্তা (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২ জারি করেছেন দাবী বিজ্ঞপ্তি তারিখ ০৪.০৪.২০২৩ জানানো যায় গ্রাহক **মে. অনিন্দিতা এন্টারপ্রাইজ, মালিক ঃ অনিন্দিতা মন্ডল, স্বামী শ্রী নরেন মন্ত্রী, ৪৩৮, সূর্য সেন পল্লী, দক্ষিণ দমদম, রবীন্দ্রনগর, কলকাতা-৭০০০৬৫ এবং ২৯৬/১, সূর্য সেন পল্লী, রবীন্দ্রনগর, কলকাতা-৭০০০৬৫ এবং জামিনদার ঃ নরেন মন্ত্রী** পরিশোধ করতে হবে নোটিসে উল্লেখিত রাশি যা হল **টাকা. ৫৭,২২,৩৩৬.০০ (সাতান্ন লক্ষ বাইশ হাজার তিনশত ছত্রিশ টাকা মাত্র) ০৪.০৪.২০২৩ তারিখে** সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ব্যয় এবং খরচ সহকারে উল্লেখিত নোটিস গ্রহণের দিন থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।

গ্রাহক যদি বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে বিজ্ঞাপিত করা যায় গ্রাহক এবং জনস্বার্থে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী অধিগ্রহণ করেছেন নিম্নবর্নিত সম্পত্তি ক্ষমতার প্রয়োগবলে যা ন্যস্ত রয়েছে তার ওপর অধীন ধারা ১৩(৪) উল্লেখিত আইনে সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৮ এবং ৯ উল্লেখিত ধারায় **১৫ জুন, ২০২৩ তারিখে।**

গ্রাহককে বিশেষভাবে এবং জনস্বার্থে সতর্ক করা যায় লেনদেন না করতে ওই সম্পত্তি নিয়ে এবং কোন লেনদেন হলে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** দাবী করবে **টাকা. ৫৭,২২,৩৩৬.০০ (সাতান্ন লক্ষ বাইশ হাজার তিনশত ছত্রিশ টাকা মাত্র)** সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ব্যয় এবং খরচ সহকারে উল্লেখিত নোটিস গ্রহণের দিন থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।

গ্রাহকের মনোযোগ আকর্ষিত করা যায় বন্দোবস্ত উপ-ধারা (৮) অধীন ধারা ১৩ আইনে, উপযুক্ত সময় পাবেন সুরক্ষিত সম্পত্তি পুণরুদ্ধার করতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী জমি পরিমাপ ৩ কাঠা ৫ বর্গ ফুট, অবস্থিত রয়েছে হোল্ডিং নং. ২৯৬, সূর্য সেন পল্লী, মতকাল, জে.এল. নং. ১৫, আর.এস. নং. ১৭১, তৌজি নং. ১৭২/১৭৩, দাগ নং. ১২৬০, খতিয়ান নং. ৫৯৩, পোস্ট-রবীন্দ্রনগর, থানা-দমদম, অধীন দক্ষিণ দমদম পৌরসভা, ওয়ার্ড নং. ২৪, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০৬৫, যার দলিল নং. ১-৯৯২৩ / ০৯, তারিখ ০১.১২.২০২৩।

সম্পত্তি রয়েছে অনিন্দতা মন্ত্রী এবং নরেন মন্ত্রী নামে।

সম্পত্তির পরিসীমা ঃ উত্তরে- শ্রীমতি সুকন্যা দে, দক্ষিণ- ৮ ফুট রাস্তা, পূর্ব-শ্রী কানাই চ্যাটার্জি, পশ্চিম- ১২ ফুট সাধারণের রাস্তা।

দ্রষ্টব্য ঃ অধিগ্রহণ নোটিস ইতিমধ্যে পাঠানো হয়েছে গ্রাহক/ জামিনদারকে স্পিড পোস্টে। যদি, গ্রাহক/ জামিনদার তা না পেয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে এই নোটিস ধার্য্য হবে পরিবর্ত প্রদানের মাধ্যম হিসাবে।

তারিখ ঃ ১৫.০৬.২০২৩,
স্থান ঃ রবীন্দ্রনগর

অনুমোদিত আধিকারিক,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

Office Of The Councillors
Dhuliyan Municipality
P.O. Dhuliyan, Dist-Murshidabad
Auction Notice No. 01 (2023-24)
Corrigendum

Interested peoples are invited to participate in Auction for lease for 1 year of Sanghati Udyan near Ghosh para at Ward No 12 under Dhuliyan Municipality. Auction time & date :- **22.06.2023 (2 PM).** For further details please visit Dhuliyan Municipality Notice Board.

Sd/- Chairman
Dhuliyan Municipality

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e–TENDER

ABRIDGED NIT

The Director General (Roads), KMC invites tender online percentage rate in two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/ROADS/SOUTH/2023-2024/74 (1st call)

Name of the work: **Emergency repairing of Sodepur Brick Field Road, Sodepur 1st Lane by laying hotmix in Ward No. 122 under BR.-XIII.** Estimated Cost (incl. GST & CESS) : **₹ 4,86,325.30 (excl. Contingency Amt.).** Earnest Money: **₹ 9,800.00.** Period of Completion: **150 Days.** Last date and time of submission of bid: **30.06.2023 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **17.06.2023 (12 noon)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The D.G. (Mech.)/Roads, KMC invites tender online item rate in two bid system for the following works :

(1) NIT No.: KMC/ASPH/PB/SS-2/23-24

Name of the work: **Supply and fitting of hard picks (Hard Cutting Tools) for Departmental Cold Milling Machines (W-100H1 & 100H2) at Asphaltum Deptt. Palmer Bazar.** Estimated Cost : **Quotation.** Earnest Money: **2% of quoted amount.** Period of Completion: **10 Days.** Last Date and Time of submission of Bid: **26.06.2023 - 2 p.m.** Bid opening and date for technical proposal: **28.06.2023 - 2 p.m.**

(2) NIT No.: KMC/ASPH/PB/KM-17/22-23 (1st call)

Name of the work: **Improvement of road surface at Milk Colony from Pr. No. 64/85 to 67/70A in Ward No. 03, BR.-I under Roads Mechanical Department.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 4,98,025.25.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **14 Days.** Last Date and Time of submission of Bid: **28.06.2023 - 11.30 a.m.** Bid opening date for technical proposal (online): **30.06.2023 - 11.30 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **16.06.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 & 2).**

The DG (E)/KMC will invite tender online, two bid system for the following works :

(1) NIT No.: KMC/DG(E)/LTG/HQ/34/23-24

Name of the work: **Improvement of lighting and RAC control panels and allied electrical works at West Block 1st floor of CMO Building.** Estimated Cost : **₹ 4,87,977.46.** Earnest Money: **₹ 9,800.00.** Period of Completion: **15 Days.** Last Date and Time of submission of Bid: **28.06.2023 - 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **19.06.2023 (2 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

(2) NIT No.: KMC/DG(E)/LTG/HQ/37/23-24

Name of the work: **Electrical installation work with energy efficient lighting system at the 2nd, 3rd floor, Lift Room and stair cases of proposed New Building of Chaplin Square, KMC.** Estimated Cost : **Open Quotation.** Earnest Money: **₹ 9,800.00.** Period of Completion: **15 Days.**

(3) NIT No.: KMC/DG(E)/LTG/HQ/36/23-24

Name of the work: **Improvement of illumination with energy efficient lighting system at the 2nd floor Middle Block of CMO Building.** Estimated Cost : **Open Quotation.** Earnest Money: **₹ 7,200.00.** Period of Completion: **15 Days.**

(4) NIT No.: KMC/DG(E)/LTG/HQ/35/23-24

Name of the work: **Improvement of illumination with energy efficient lighting system at the 2nd floor East Block of CMO Building.** Estimated Cost : **Open Quotation.** Earnest Money: **₹ 7,200.00.** Period of Completion: **15 Days.**

(5) NIT No.: KMC/DG(E)/LTG/HQ/04/23-24

Name of the work: **Operation and maintenance of video monitoring system at VIP Block, Control Room, license, MMIC (Law), Law Department of CMO Building.** Estimated Cost : **₹ 3,94,791.84.** Earnest Money: **₹ 8,000.00.** Period of Completion: **365 Days.**

(6) NIT No.: KMC/DG(E)/LTG/HQ/33/23-24

Name of the work: **Development of illumination with energy efficient lighting system at the 1st floor middle block of CMO Building.** Estimated Cost : **Open Quotation.** Earnest Money: **₹ 7,700.00.** Period of Completion: **15 Days.**

(7) NIT No.: KMC/DG(E)/LTG/HQ/32/23-24

Name of the work: **Electrical installation work with energy efficient lighting system at the Basement, Ground and 1st floor of proposed New Building of Chaplin Square, KMC.** Estimated Cost : **Open Quotation.** Earnest Money: **₹ 9,800.00.** Period of Completion: **15 Days.** Last Date and Time of submission of Bid: **24.06.2023 - 2 p.m (for Sl. No. 2-7).** The bid forms and other details are available on and from **17.06.2023 (2 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in (for Sl. No. 2-7).**

(8) NIT No.: KMC/DG(E)/LTG/HQ/26/23-24

Name of the work: **Operation & Maintenance of Electrical System at the offices of Hogg Building (1st to 3rd floor) and staff quarters under KMC.** Estimated Cost : **₹ 4,96,724.00.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **365 Days.**

(9) NIT No.: KMC/DG(E)/LTG/HQ/29/23-24

Name of the work: **Improvement of illumination with energy efficient lighting system and allied works at Hogg Building under KMC.** Estimated Cost : **Open Quotation.** Earnest Money: **₹ 9,500.00.** Period of Completion: **15 Days.** Last Date and Time of submission of Bid: **30.06.2023 - 5 p.m (for Sl. No. 8 & 9).** The bid forms and other details are available on and from **21.06.2023 (5 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in (for Sl. No. 8 & 9).**

(10) NIT No.: KMC/DG(E)/LTG/HQ/27/23-24

Name of the work: **Annual maintenance work contract of AC machine at different KMC offices of Hogg Building under KMC.** Estimated Cost : **Open Quotation.** Earnest Money: **₹ 6,200.00.** Period of Completion: **365 Days.** Last Date and Time of submission of Bid: **30.06.2023 - 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **21.06.2023 (2 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in.**

(11) NIT No.: KMC/DG(E)/LTG/HQ/28/23-24

Name of the work: **Annual maintenance for Air Conditioning System at the offices of Lighting & Electricity Department situated at Hudco Building 8th floor, KMC.** Estimated Cost : **Open Quotation.** Earnest Money: **₹ 3,500.00.** Period of Completion: **365 Days.** Last Date and Time of submission of Bid: **30.06.2023 - 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **21.06.2023 (5 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in.**

290/23-24

এশিয়া কাপ আয়োজনে পাকিস্তানের সঙ্গী শ্রীলঙ্কা

কলম্বো, ১৫ জুনঃ মাসখানেকের ওয়েস্ট ইন্ডিজর সফরের পরই দামামা বেজে যাবে এশিয়া কাপের। দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে এশিয়া কাপের দিনক্ষণ ও ভেনু প্রকাশিত হল। এশীয় ক্রিকেট কাউন্সিলের তরফে বৃহস্পতিবার জানানো হয়েছে, ২০২৩ সালের এশিয়া কাপ হবে

পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায়। চারটি একদিনের ম্যাচ হবে পাকিস্তানে। ন'টি ম্যাচ হবে শ্রীলঙ্কায়। পাকিস্তানের মাটিতে এশিয়া কাপ আয়োজন নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়েছে। ভারতের আপত্তির কারণে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড হাইব্রিড মডেলের প্রস্তাব দিয়েছিল। প্রথমে বিসিসিআই এতে রাজি না অবশেষে সেই প্রস্তাবই বহাল রইল। হাইব্রিড মডেলেই হচ্ছে এ বারের এশিয়া কাপ। টুর্নামেন্ট চলবে ৩১ আগস্ট থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। সামনেই ওডিআই বিশ্বকাপ। সে কথা মাথায় রেখে এ বারের এশিয়া কাপ ৫০ ওভারের ফরম্যাটের। অংশগ্রহণকারী দেশগুলির হল ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা আফগানিস্তান ও নেপাল। দীর্ঘদিন ধরে এশিয়া কাপের ভেনু নিয়ে ভারত ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের মধ্যে চাপানোতর চলেছে। এ বারের এশিয়া কাপের আয়োজক পাকিস্তান। কিন্তু ভারত জানিয়ে দিয়েছিল, কোনওমতেই পাকিস্তানে এশিয়া কাপ খেলতে যাবে না ভারতীয় দল। পাক ক্রিকেট বোর্ড পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়ে জানায়, ভারত যদি পাকিস্তানে না যায়, তা হলে তারাও ওডিআই বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে আসবে না। পিসিবির হুমকিতে কাজ হয়নি। ভারত কোনও মতেই পাকিস্তানে গিয়ে এশিয়া কাপ খেলতে রাজি নয়। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড নিরপেক্ষ ভেনুতে এশিয়া কাপ আয়োজনের প্রস্তাব জানিয়েছিল। তবে পাকিস্তান কোনওমতেই এশিয়া কাপ আয়োজনের সুযোগ হাতছাড়া করতে চায়নি। এর জন্য এশীয় ক্রিকেট কাউন্সিলের কাছে হাইব্রিড মডেলের প্রস্তাব দেয় পাকিস্তান। অবশেষে সেই হাইব্রিড মডেলই গ্রিন সিগন্যাল পেল। শোনা যাচ্ছে, ওডিআই বিশ্বকাপের জন্যই এশিয়া কাপ নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে সমঝোতা করা হয়েছে। পাকিস্তানের হাইব্রিড মডেলের প্রস্তাব মেনে নেওয়ায় ভারতের মাটিতে ওডিআই বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে আর গড়িমসি করবে না পাকিস্তান। ২০২৩ সালের সংস্করণে ছয়টি দলকে দুটি গ্রুপে ভাগ করা হবে। দুটি গ্রুপের প্রথম দুটি দল সুপার ফোর স্টেজের জন্য কোয়ালিফাই করবে। সুপার ফোর পর্বের শীর্ষ দুটি টিম খেলবে ১৭ সেপ্টেম্বরের ফাইনাল।

'টেস্টে ফিরুক হার্দিক'

মনের কথা তুলে ধরলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

নয়াদিল্লি, ১৫ জুনঃ সময় এসেছে তাঁর টেস্ট ক্রিকেটে ফেরার। ভারতীয় দলের জন্য সীমিত ওভারের ক্রিকেটে তিনি অপরিহার্য। এ বার টেস্টে তাই এই ভারতীয় অলরাউন্ডারকে দেখতে চাইছেন টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক, বিসিসিআইয়ের প্রাক্তন সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ভারতের হারের পর ক্রিকেট মহলে হইচই চলছে। এই পরিস্থিতিতে মহারাজ চান সীমিত ওভারের ফর্ম্যাটে দুরন্ত ছন্দে থাকা হার্দিক পান্ডিয়ার এ বার উচিত টিম ইন্ডিয়ার হয়ে টেস্টে ফেরা। ২০১৮ সালে শেষ বার দেশের হয়ে সাদা জার্সি গায়ে চাপিয়ে মাঠে নেমেছিলেন হার্দিক। সে বছরই এশিয়া কাপ চলাকালীন পিঠে চোট পেয়েছিলেন হার্দিক। সেই চোট সারিয়ে ২২ গজে ফেরার পর আর টেস্টে ফেরেননি হার্দিক। মাত্র ১১টি টেস্ট ম্যাচ খেলার পর আর হার্দিকের টেস্ট কেরিয়ার থমকে যায়। সীমিত ওভারে দেশের হয়ে তিনি সফল। আইপিএলে গুজরাট টাইটান্সকে নেতৃত্ব দিয়ে গত বার চ্যাম্পিয়ন এবং এ বার রানার্স আপ করেছেন হার্দিক। ফলে এই তারকা অলরাউন্ডারকে টেস্টে দেখতে চাওয়াটাই স্বাভাবিক। তাই সৌরভ চান, দলের কথা ভেবে

টেস্টে কামব্যাক করুন হার্দিক। হার্দিক পান্ডিয়ার টেস্ট ক্রিকেটে কামব্যাক নিয়ে সৌরভ বলেন, ''আশা করি হার্দিক পান্ডিয়া শুনছে যে, আমি ওকে আবার টেস্ট ক্রিকেট খেলতে দেখতে চাই। বিশেষ করে এই পরিস্থিতিতে টেস্ট দলে ওকে দরকার।'' সৌরভ তো চান হার্দিক টেস্টে ফিরুন। কিন্তু তিনি কী চান? বিশ্ব টেস্ট ফাইনালের আগে হার্দিক জানিয়েছিলেন, তিনি টেস্ট খেলার জন্য প্রস্তুত নন। যখন টেস্ট টিমে নিজের জায়গা অর্জন করতে পারবেন, তখনই টেস্টে খেলবেন। তার আগে নয়। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে ভারতের হারের পর অনেকেই বলাবলি করছিলেন, এ বার সিনিয়রদের ছেড়ে জুনিয়রদের উপর বোর্ডের ভরসা করা উচিত। এই প্রসঙ্গে সৌরভ বলেন, ''কেবলমাত্র একটা হারের প্রেক্ষিতে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো ঠিক নয়। ভারতে প্রতিভার অভাব নেই। তবে আমার মনে হয় বিরাট ও পূজারার জায়গায় অন্য কাউকে ভাবার সময় এখনও আসেনি। কোহলি এখন মাত্র ৩৪।'' ভারতে সত্যি প্রচুর প্রতিভা রয়েছে, এ কথা উল্লেখ করে সৌরভ বলেন, ''ভারতে প্রচুর প্রতিভা রয়েছে। ঘরোয়া ক্রিকেটেও একাধিক দুর্দান্ত ক্রিকেটার রয়েছে। ওরা অনেক রানও করছে। কখন ওদের সুযোগ দেওয়া হবে, সেটা স্থির করতে হবে নিজেদেরই। জয়সওয়াল, পাতিদার রয়েছে। বাংলার হয়ে প্রচুর রান করা অভিমন্যু ঈশ্বরণও রয়েছে। শুভমান গিল, ঋতুরাজ গায়কোয়াড়ের মতো তরুণ ক্রিকেটারও রয়েছে।''

এশিয়া কাপে ফিরছেন বুমরা-আইয়ার!

মুম্বই, ১৫ জুনঃ এশিয়া কাপের আগে ভারতীয় দলে বড় সুখবর। চোট সারিয়ে এশিয়া কাপে ফিরতে পারেন জসপ্রীত বুমরা ও শ্রেয়স আইয়ার। দু'জনেরই অস্ত্রোপচারের পর বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিহ্যাব চলছে। ইএসপিএন ক্রিকইনফোর রিপোর্ট অনুযায়ী, এশিয়ান কাপে আইয়ার ও বুমরার খেলা নিয়ে আশার বাণী শোনাচ্ছেন এনসিএ-র মেডিকেল স্টাফরা। এই দুই তারকা ক্রিকেটারের উপস্থিতি নিঃসন্দেহে ভারতীয় দলের শক্তি বাড়াবে। সুস্থ হয়ে বুমরা-আইয়ার ফিরতে পারলে ভারতীয় দলের জন্য স্বস্তির খবর। পিঠের চোট নিয়ে দীর্ঘদিন জাতীয় দলের বাইরে জসপ্রীত বুমরা। গতবছর নিউজিল্যান্ডে অস্ত্রোপচার হয় ২৯ বছরের ক্রিকেটারের। সফল অস্ত্রোপচারের পর সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার পথে বুমরা। জানা গিয়েছে, এনসিএ-তে বোলিং অনুশীলন শুরু করেছেন বুমরা। গত বছরের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ সিরিজে পিঠে চোট পেয়েছিলেন শ্রেয়স। সুস্থ হওয়ার পর চলতি বছরে বর্ডার-গাভাসকর সিরিজে খেলেছিলেন তিনি। সিরিজের মাঝপথেই শ্রেয়সের কোমরের চোট ফের চাগাড় দিয়ে ওঠে। আইপিএলের আগেই লন্ডনে অস্ত্রোপচার করা হয় শ্রেয়সের।

টেস্ট থেকে পূজারার ছুটি? ২১ বছরের তরুণ ব্যাটারের জন্য জায়গা হারাতে পারেন

মুম্বই, ১৫ জুনঃ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের পর মাসখানেকের বিশ্রামে ভারতীয় দল। গত সপ্তাহের ওভাল বিপর্যয় নিয়ে এখন কাঁটাছেঁড়া চলছে। ২০৯ রানের লজ্জাজনক হার। ২০২১-২৩ ডব্লিউটিসি সাইকেলে শেষটা ভারতীয় দলের জন্য ছিল প্রবল নিরাশাজনক। ২০২৩-২৫ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ সাইকেলে সেই হতাশা চায় না ভারত। তাই নড়েচড়ে বসেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। আগামী মাসে ভারতীয় দলের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর। দুটি ম্যাচের টেস্ট সিরিজ ২০২৩-২৫ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশি সাইকেলের অন্তর্গত। সূত্রের খবর, ক্যারিবিয়ান সফরে ভারতীয় দলে একঝাঁক পরিবর্তন হতে পারে। বিশেষ করে টেস্ট দলে। টিম ইন্ডিয়ার কয়েকজন সিনিয়র ক্রিকেটারের উপর খাঁড়া নেমে আসতে পারে। এই সিনিয়রদের মধ্যে প্রথমেই যাঁর নাম উঠে আসছে তিনি হলেন চেতেশ্বর পূজারা। টেস্ট দলে তাঁর জায়গা নিতে পারে ২১ বছরের এক তরুণ। ক্রিকবাজের রিপোর্ট অনুযায়ী, রাজস্থান রয়্যালসের তারকা ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল জায়গা নিতে পারেন পূজারার। ২০২৩ আইপিএলে যশস্বীর ব্যাটে ভেঙেছে বহু রেকর্ড। ঘরোয়া ক্রিকেটেও তাঁর পারফরম্যান্স ভালো। ডব্লিউটিসি ফাইনালে স্ট্যান্ড বাই ওপেনার হিসেবে ডাক পেয়েছিলেন যশস্বী। মূল দলে ডাক পাওয়ার অপেক্ষা করছেন। বিসিসিআই এখনও পর্যন্ত দল ঘোষণা করেনি। তবে প্রবল জল্পনা, ২১ বছরের যশস্বী ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে টেস্ট টিমে প্রবেশ করতে পারেন। চেতেশ্বর পূজারার পরিবর্তে লাল বলের ফরম্যাটে জাতীয় দলের জার্সি গায়ে চড়াতে প্রস্তুত তিনি। মূলত ওপেনার ব্যাটার যশস্বীকে সেক্ষেত্রে ৩ নম্বরে ব্যাট করতে হবে। ঘরোয়া ক্রিকেটেও তিন নম্বরে ব্যাট করতে নামেন যশস্বী। সৌরাষ্ট্রের হয়ে চেতেশ্বর পূজারা এ বারের পারফরম্যান্স মোটেও আহামরি নয়। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে পুরোপুরি ব্যর্থ। জাতীয় দলের হয়ে লাগাতার ব্যর্থতার জেরে পূজারাকে নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিতে তৈরি নির্বাচন কমিটি। আপাতত ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের জন্য দল ঘোষণার অপেক্ষা।

দম্ভই শেষ করছে ভারতীয় ক্রিকেটকে

ওভালে বিপর্যয়ের 'আসল' কারণ খুঁজে পেলেন ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি রবার্টস

বার্বাডোজ, ১৫ জুনঃ কথায় বলে অহংকারই পতনের কারণ। সেই অংহকারই কি ওভালে ডোবাল ভারতকে? অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস থেকেই কি ভারতীয় দল পতনের দিকে ঢলে পড়েছে? বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে অজিদের কাছে ভারতের হারের ক্ষত এখনও টাটকা। বিশ্ব টেস্ট ফাইনালে পর পর ২ বার উঠলেও টিম ইন্ডিয়ার শিঁকে ছেড়েনি। ওভালে দিনকয়েক আগে অস্ট্রেলিয়ার কাছে আত্মসমর্পন করে ভারত। টিম ইন্ডিয়ার সেই হারের কারণ নিয়ে এখনও কাটাছেঁড়া চলছে। এরই মাঝে শুরু হতে চলেছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের তৃতীয় চক্র। আগামী কাল অ্যাসেজ সিরিজ দিয়ে শুরু হচ্ছে নতুন বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্র। ২০২৫ সালে হবে তৃতীয় বিশ্ব টেস্ট ফাইনাল। এখন থেকেই ক্রিকেট মহলে অনেকেই বলছেন তৃতীয় বার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে উঠতে হলে ভারতীয় দলে কী কী পরিবর্তন প্রয়োজন। এই পরিস্থিতিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি অ্যান্ডি রবার্টস ওভালে রোহিত শর্মার

ভারতের কারণ হিসেবে দায়ী করছেন টিম ইন্ডিয়ার অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস, দম্ভকে। ওভালে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ-এ ভারতের হারের পর চোকার্স তকমা পেয়েছ টিম ইন্ডিয়া। এই তকমা ঘোচাতে মরিয়া রোহিতরা। টিম ইন্ডিয়ার আগ্রাসী মনোভাব পুরো ক্রিকেট বিশ্বে ছাপ ফেলেছে। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি অ্যান্ডি রবার্টসের মতে, প্রয়োজনের বেশি আত্মবিশ্বাস থেকে দম্ভ ভারতীয় ক্রিকেটকে দিন দিন গিলে ফেলছে। তিনি বলেন, ''অহংকার ভারতীয় ক্রিকেটকে গ্রাস করেছে। এবং তা দিয়ে ভারত বিশ্বের বাকি দেশগুলোকে খাটো চোখে দেখতে শুরু করেছে। ভারককে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, টেস্ট ক্রিকেট না সীমিত ওভারের ক্রিকেট তারা কোন ফর্ম্যাটকে গুরুত্ব দেবে। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট তার গতিপথে চলবে। তবে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ব্যাট ও বলের কোনও লড়াই নেই।'' অজিদের সামনে যেভাবে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে পরাজয় স্বীকার করেছিল ভারত তা অনেককেই অবাক করেছে। ভারতীয় ব্যাটিং শক্তির প্রদর্শন দেখা যায়নি ওভালে। যেটা হলে অজিরা নির্ঘাত চাপে পড়ত। এমনটাই মনে করেন অ্যান্ডি রবার্টস। তিনি আরও বলেন, ''আমি আশা করেছিলাম ভারত ব্যাটিং শক্তি প্রদর্শন করবে। ফাইনালে ভারতের ব্যাটিংয়ে আমি উজ্জ্বল কিছু দেখতেই পাইনি। অজিঙ্ক রাহানের হাতে আঘাত লেগেছিল। তারপরও ও কঠিন লড়াই করেছিল। শুভমন গিলকেও শুরুতে ভালো দেখাচ্ছিল। কিন্তু ও লেগ স্টাম্পে দাঁড়িয়ে ব্যাট করে। তাই প্রায়শই বোল্ড বা কট বিহাইন্ড হয়। গিল ভালো ব্যাটার। কিন্তু ওকে বলের পিছনে এসে ব্যাটটা করতে হবে। প্রথম ইনিংসে মিচেল স্টার্কের একটা দুরন্ত বলে আউট হয়েছিল কোহলি। ভারতীয় দলে ভালো ব্যাটারের অভাব নেই। কিন্তু ওরা দেশের বাইরে গিয়ে ভালো পারফরম্যান্স দেখাতে পারে না।''

আগামী আইপিএলে দিল্লিতে সৌরভ-পন্টিং থাকছেন? পার্থ জিন্দালের টুইটে মিলল ইঙ্গিত

নয়াদিল্লি, ১৫ জুনঃ ১৬তম আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের হতশ্রী পারফরম্যান্স খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যেতে চাইবেন ডিসি শিবিরের ক্রিকেটার থেকে টিম ম্যানেজমেন্টের সদস্যরা। খারাপ আঁকড়ে ধরে থেকে কোনও লাভ হয় না। এই তত্ত্ব থেকে, আগামী মরসুমের জন্য এখন থেকেই সাপোর্ট স্টাফদের নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করে দিয়েছে দিল্লি। ২০২৩ সালের আইপিএলে ডেভিড ওয়ার্নারের দলের এত খারাপ পারফরম্যান্সের পর জল্পনা চলছিল এ বার হয়তো রিকি পন্টিং আর হেড কোচের দায়িত্বে থাকবেন না। শোনা গিয়েছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও ডিরেক্টর অব ক্রিকেটের দায়িত্বে থাকবেন না। অবশেষে সেই জল্পনার অবসান ঘটালেন দিল্লি ক্যাপিটালসের অন্যতম কর্ণধার পার্থ জিন্দাল। তিনি জানিয়েছেন, আগামী বছরের আইপিএলের জন্য তাঁরা ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, রিকি পন্টিং ও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাত ধরেই দিল্লিকে আগামী মরসুমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছে ডিসি। টুইটারে দিল্লি ক্যাপিটালসের অন্যতম কর্ণধার পার্থ জিন্দাল লেখেন, 'সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, রিকি পন্টিংয়ের হাত ধরেই দিল্লি ক্যাপিটালস আইপিএলের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। আমরা ভক্তদের আশ্বস্ত করছি যে, কিরণ এবং আমি এই ফ্র্যাঞ্চাইজিটিকে একেবারে শীর্ষে নিয়ে যাওয়ার

জন্য কঠোর পরিশ্রম করছি।' পার্থ জিন্দালের এই টুইট থেকে স্পষ্ট যে, সৌরভ এবং পন্টিং দিল্লি ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে থাকছেন এবং নিজেদের পদেই বহাল থাকবেন। সূত্রের খবর, গত ২ বছর দিল্লি ক্যাপিটালসের সহকারী কোচ ছিলেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার অজিত আগরকর। এ বার তিনি বড় দায়িত্ব পেতে চলেছেন। পাশাপাশি প্রবীন আমরেকেও বিশেষ দায়িত্ব দিতে চলেছে দিল্লি ক্যাপিটালস। ওই সূত্রের মতে, শেন ওয়াটসন ও জেমস হোপস আর থাকছেন না দিল্লিতে। শেন ওয়াটসন দিল্লির সহকারী কোচ ছিলেন এবং জেমস হোপস ফাস্ট বোলিং কোচ ছিলেন। তবে তাঁদের বদলি কোচ খুঁজছে না দিল্লি। কিন্তু দল গঠন ও পরিচালনা করতে স্বচ্ছতা পাওয়ার জন্য সাপোর্ট স্টাফদের কমাতে পারে দিল্লি।

কোহলির চেয়ে চারগুণ বেশি রোজগার, টুর্নামেন্ট জিতেই ১৪০০ কোটি আয় জকোভিচের

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

সদ্য কেরিয়ারের ২৩তম গ্র্যান্ড স্লাম জিতেছেন নোভাক জকোভিচ। সেই একই দিনে বিরাট কোহলি হেরে গিয়েছেন বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে। দু'জনই নিজ নিজ জগতের তাঁরা। কিন্তু রোজগারের দিক থেকে সার্বিয়ান টেনিস তারকা ভারতীয় ক্রিকেটারের থেকে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন। ইতিহাস গড়েছেন নোভাক জকোভিচ। রবিবার ফরাসি ওপেন জিতে কেরিয়ারের ২৩তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছেন। পুরুষদের টেনিসের ইতিহাসে সর্বাধিক গ্র্যান্ড স্ল্যাম। জকোভিচ পিছনে ফেলে দিয়েছেন স্প্যানিশ মায়েস্ত্রো রাফায়েল নাদালকে (২২)। সেখানে অবসর নেওয়া রজার ফেডেরারের ঝুলিতে রয়েছে ২০টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম। এ বার আসা যাক নোভাক জকোভিচের আয়ের কথায়। ফোর্বস অনুসারে, জকোভিচের মোট আয় প্রায় ৪২০০ কোটি টাকা। যা ভারতীয় ক্রিকেটার বিরাট কোহলির চেয়ে চার গুণ বেশি। কোহলির আয় প্রায় ১০০০ কোটি টাকা। সেখানে জকোভিচ এখনও পর্যন্ত শুধুমাত্র টুর্নামেন্ট জিতে ১৪০০ কোটি টাকা আয় করেছেন। তাহলে বাকি রোজগার কোথা থেকে আসছে? এই রোজগারের পুরোটাই টেনিস কোর্টের বাইরের। অর্থাৎ বিভিন্ন কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি বাবদ ২৮০০ কোটি টাকা উপার্জন করেছেন

করেছেন নোভাক। রেকর্ড ২৩টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের পাশাপাশি ৩৬ বছরের নোভাক জকোভিচ ৯৪টি এটিপি সিঙ্গল খেতাব জিতলেন। তিনি ৩৮৭ সপ্তাহ ধরে বিশ্বের এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড় ছিলেন। নতুন র‍্যাঙ্কিংয়ে ফের একবার শীর্ষে উঠেছেন। রাফায়েল নাদালের বিরুদ্ধে জকোভিচের রেকর্ড ৩০-২৯। যেখানে ফেডেরারের বিরুদ্ধে ২৭-২৩। নোভাক জকোভিচ হলেন বিশ্বের প্রথম খেলোাড় যিনি প্রতিটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম ৩ বা তার বেশি বার জিতেছেন। বেশি বয়সে ফরাসি ওপেন জেতার টেনিস খেলোয়াড় তিনি। ভেঙে দিয়েছেন নাদালের রেকর্ড। ৩৬ বছর ২০দিন বয়সে খেতাব জিতেছেন নাদাল। এর আগে রাফায়েল নাদাল ৩৬ বছর ২ দিন বয়সে খেতাব জয়ের নজির গড়েছিলেন।

৬ গোলের নাটকীয় লড়াইয়ে নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে উয়েফা নেশন্স ফাইনালে ক্রোয়েশিয়া

ছয় মিনিট যোগ করা সময়ের শেষ মিনিটের খেলা চলছিল। বিরতির পর দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ানো ক্রোয়েশিয়ার জয় তখন কেবলই সময়ের ব্যাপার। কিন্তু ফুটবলে শেষ বাঁশি বাজার আগে পর্যন্ত তো শেষ বলে কিছু নেই! নাটকীয়ভাবে সমতা টেনে ম্যাচ অতিরিক্ত সময়ে নিল নেদারল্যান্ডস। পরে অবশ্য আর তেমন কিছু করে দেখাতে পারল না ডাচরা। দুর্দান্ত জয়ে উয়েফা নেশন্স লিগের তৃতীয় আসরের ফাইনালে উঠল ক্রোয়াটরা।

রটারডাম, ১৫ জুনঃ নেদারল্যান্ডসের রটারডামে বুধবার রাতে প্রথম সেমি-ফাইনালে ১২০ মিনিটের লড়াইয়ে ৪-২ গোলে জিতেছে ক্রোয়েশিয়া। নির্ধারিত সময়ে ২-২ ছিল স্কোরলাইন। দ্বিতীয় সেমি-ফাইনালে বৃহস্পতিবার মুখোমুখি হয় স্পেন ও ইতালি। রবিবার ফাইনাল। শুরু থেকে বল দখলে ক্রোয়েশিয়া কিছুটা এগিয়ে থাকলেও প্রতিপক্ষ গোলরক্ষকের পরীক্ষা নিতে পারছিল না কেউ। সেভাবে পরিষ্কার সুযোগও তৈরি করতে পারছিল না দুই দল। ৩৪তম মিনিটে প্রথম ভালো সুযোগে 'ডেডলক' ভাঙে নেদারল্যান্ডস। ডি-বক্সে সতীর্থের পাস নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ডান পায়ের শটে দূরের পোস্ট দিয়ে গোলটি করেন ২৪ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড ডোনিয়েল মালেন। প্রথমার্ধে লক্ষ্যে একমাত্র শট এটিই! দ্বিতীয়ার্ধের অষ্টম মিনিটে নিজেদের বক্সে কোডি হাকপো ক্রোয়েশিয়ার লুকা মদ্রিচকে ফেলে দিলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। ঠাণ্ডা মাথার স্পট-কিকে সমতা টানেন আন্দ্রেই ক্রামারিচ। ৬৯তম মিনিটে ভালো

একটি সুযোগ পেয়ে গোলরক্ষক বরাবর শট নেন হাকপো। এর দুই মিনিট পরই আয়োজক দর্শকদের স্তব্ধ করে এগিয়ে যায় ক্রোয়েশিয়া। বাঁ দিক থেকে সতীর্থের পাস পেনাল্টি স্পটের কাছে পেয়ে প্রথম স্পর্শে বাঁ পায়ের শটে জালে পাঠান মারিও পাসালিচ। সমতা টানতে মরিয়া নেদারল্যান্ডস শেষ দিকে চাপ বাড়ায় ক্রোয়েশিয়ার ওপর। যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে ভালো একটি সুযোগও এসে যায়, কিন্তু বক্সের ভেতর থেকে বাইরে মেরে হতাশ করেন হাকপো। এরপরই শেষ মুহূর্তে তাদের ওই সমতা ফেরানো গোল। একটি থ্রো-ইনের পর বক্সে জটলার ভেতর বল ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হয় ক্রোয়েশিয়া। ১০ গজ দূর থেকে হাফ-ভলিতে বল জালে পাঠিয়ে সমর্থকদের উল্লাসে ভাসান নোয়া লাং। অতিরিক্ত সময়ের লড়াইয়ে ম্যাচের ৯৮তম মিনিটে চমৎকার এক গোলে ক্রোয়েশিয়াকে আবার এগিয়ে নেন ব্রুনো পেতকোভিচ। নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে বদলি নামা এই ফরোয়ার্ড ২৫ গজ দূর থেকে জোরাল শটে লক্ষ্যভেদ করেন। ১১০তম মিনিটে সমতা ফেরানোর সুযোগ হারায় নেদারল্যান্ডস। প্রথমে স্টিভেন বেরহাসের শট ফিরিয়ে দেন গোলরক্ষক। আলগা বল পেয়ে পাশের জালে মারেন লাং। পাঁচ মিনিট পর বক্সে গোলরক্ষককে কাটিয়ে পাসালিচের শট ক্রসবারে লাগে। পরের মিনিটেই সফল স্পট কিকে ব্যবধান বাড়িয়ে জয় প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেন অধিনায়ক মদ্রিচ। পেতকোভিচ ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পেয়েছিল ক্রোয়েশিয়া। একেবারে শেষ মুহূর্তে আবার নেদারল্যান্ডসের জালে বল পাঠান পেতকোভিচ, তবে অফসাইডের কারণে এ যাত্রায় গোল মেলেনি। এতে যদিও ক্রোয়াটদের জয়ের আনন্দ ভাটা পড়েনি।

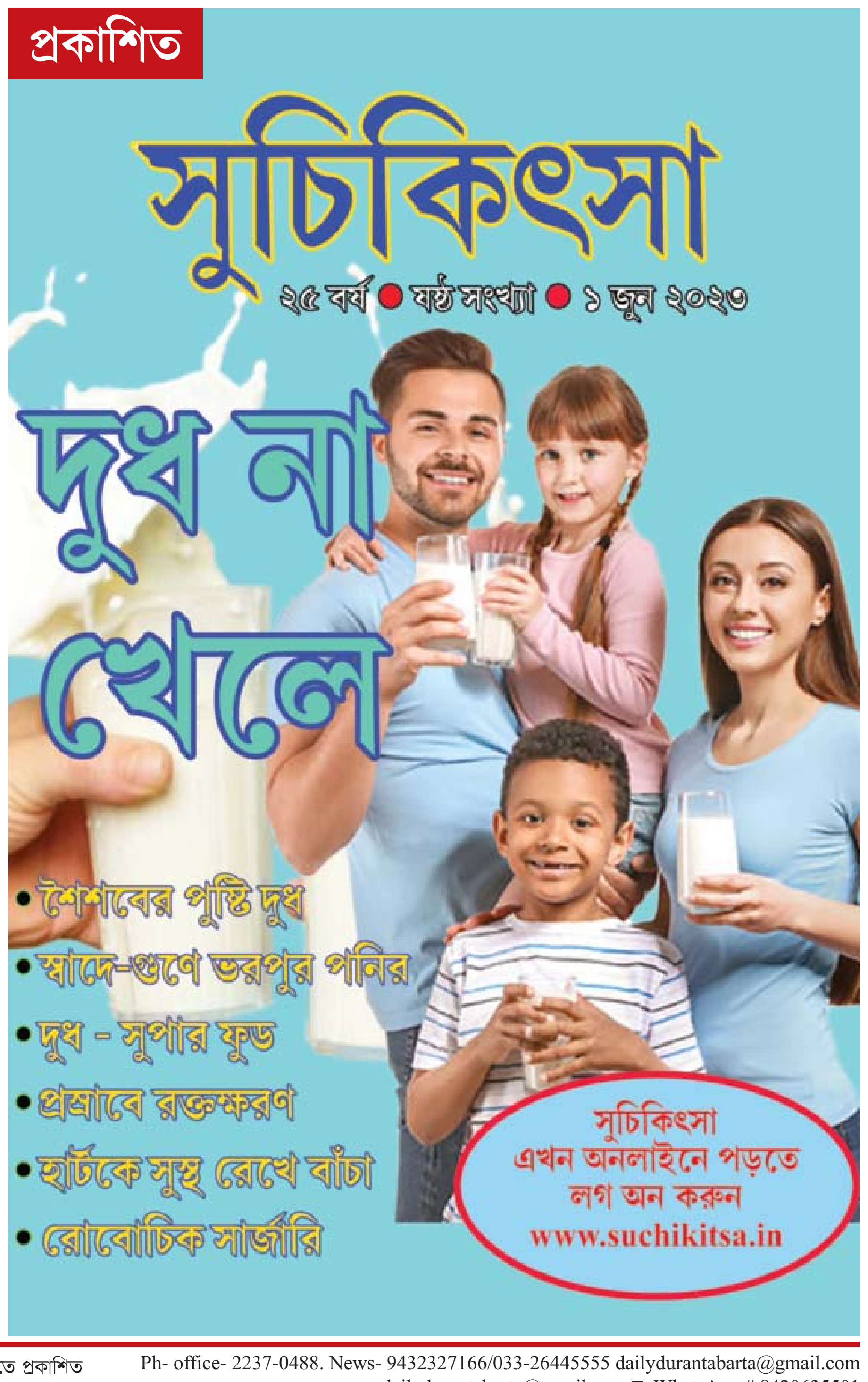

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501